ANECDOTES

OF

VIRTUE AND VALOUR.

TRANSLATED INTO BENGALEE,

And printed with the English and Bengalee on opposite pages.

PART I.

FROM THE SERAMPORE PRESS.

1829.

সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস।
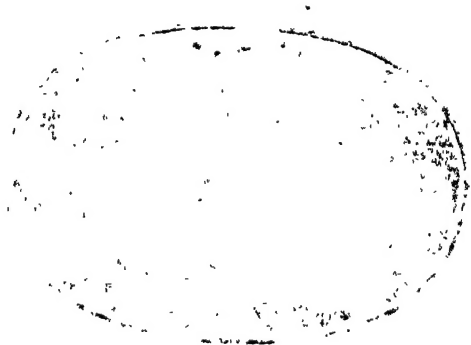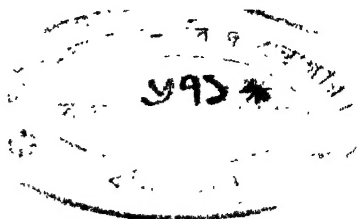
সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা

করা গেল।

তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গলা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮২৯।

ANECDOTES.

1. *Aristides.*

Aristides who lived in Athens before the Christian era, was so equitable in all things that he was honored with the sirname of "just" and acquired great influence over his fellow citizens. It was a custom among the Athenians to expel those citizens who had obtained such an ascendancy over the people, as appeared to endanger the stability of the government. On these occasions those who had a right to give their votes wrote the name of the person whom they desired to banish on a shell, and delivered it to the officers. Aristides was held in such general esteem, that it was determined thus to banish him from the city. On the day appointed for the decision of this question, he himself came into the assembly; and a man who stood near him and was unable to write, asked

ইতিহাস।

১ আরিষ্টৈডিস।

খ্রীষ্টীয়ান শকের পূর্ব্বে আরিষ্টৈডিসনামক এক জন আথেন্সনগরে বাস করিতেন। তিনি সকল কর্ম্মে এইমত যাথার্থিক ছিলেন যে তিনি যাথার্থ্যের উপাধিতে খ্যাত হইলেন এবং স্বনগরবাসিরা তাঁহার অতিবশতাপন্ন হইল। আথেনীয় লোকেরদের মধ্যে এই ব্যবহার ছিল যে লোকেরদের মধ্যে যাহারা এইমত মান্য হইত যে তদ্দ্বারা স্থাপিত রাজশাসনের স্থৈর্য্যের বিষয়ে সংশয় জন্মিত তাহারদিগকে নগরবহির্ভূত করিত। এইং গতিকে যাহারদের তদ্বিষয়ে আপনারদের সম্মতি অসম্মতি দিতে অধিকার ছিল তাহারা যে ব্যক্তিকে নগরবহির্ভূত করণের ইচ্ছা করিত তাহার নাম এক ঝিনুকের উপরে লিখিয়া আমলারদিগকে দিত। আরিষ্টৈডিস লোকেরদের মধ্যে এমত মর্য্যাদান্বিত ছিলেন যে তাঁহাকে এইরূপে নগরবহির্ভূত করিতে নিশ্চয় করা গেল। এই কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্তে যে দিন নিরূপিত হইয়াছিল সেই দিবসে আরিষ্টৈডিস স্বয়ংসভার মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং তা

Aristides, whom he did not know, to write his name on a shell for him. Do you know Aristides then? asked he. No, replied the ignorant citizen. Has he injured you in any thing? enquired Aristides. No; but wherever I go I hear of nothing but of the justice of Aristides; and being weary of this repetition, I wish to have him banished. Aristides, without saying another word, took the shell and wrote his own name upon it. The assembly decreed that the unoffending Aristides should be banished for the excess of his justice.

2. *Aristides's reply.*

Aristides having to judge a cause between two litigants, one of them repeated all the injurious language which his adversary had used respecting Aristides. Relate rather, good friend, said he, the injury he

হ্যার সমীপে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি আপনি লিখি
তে নাপারাতে আরিষ্টৈডিসকে না জানিয়া তাঁহা
কে আপননামঝিনুকের উপরে লিখিতেযাজ্ঞা ক
রিল। আরিষ্টৈডিস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন
যে তুমি তাঁহাকে জান মূর্খ প্রত্যুত্তর করিল না
আমি তাঁহাকে জানি না। আরিষ্টৈডিস পুনশ্চ
জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কখন তোমার হিংসা
করিয়াছেন সে প্রত্যুত্তর করিল না। কিন্তু আমি
যেখানে যাই সেই খানে আরিষ্টৈডিসের যাথা
র্থিকতাব্যতিরেকে আর কিছু শ্রবণ করি না এবং
ইহা পুনঃ শুনিতে বিরক্ত হইয়া আমি তাঁহাকে
নগরবহির্ভূত করিতে চাহি। আরিষ্টৈডিস আর
এক কথা না কহিয়া ঝিনুক লইলেন এবং তাহা
তে আপননাম লিখিলেন। পরে সভাস্থ লোকেরা
এই আজ্ঞা করিলেন যে অহিংসক আরিষ্টৈডিস
কেবল আপনার যাথার্থ্যের আতিশয্যের নিমিত্তে
নগরবহির্ভূত হইবে।

২ আরিষ্টৈডিসের উত্তর।

আরিষ্টৈডিসের দুই বিবাদির মোকদ্দমার বি
চার করিতে হইল। তাহারদের মধ্যে এক জন
আপন বিপক্ষ আরিষ্টৈডিসের বিষয়ে যত
তিরস্কারবাক্য কহিয়াছিল তাহারপ্রসঙ্গ করিতে
লাগিল। আরিষ্টৈডিস কহিলেন যে হে মিত্র তো

hath done thee; for it is thy cause, and not my own that I am to judge.

3. *Aristides and the poet.*

A poet having a cause before Aristides, entreated him to stretch a point in his favor; on which Aristides replied, If you contracted or lengthened your lines contrary to the just measure of poetry, you would not be a just poet; how then could I be esteemed a good judge, if I decided aught in opposition to law or justice.

4. *Solon.*

Anacharsis was accustomed to deride the mild laws of Solon, saying, that laws were like cobwebs; as the weak fly is caught in them, while the vigorous insect breaks through them, so the poor delinquent is caught in the web of the law, while the rich man breaks through it.

মার বিপক্ষ তোমার উপরে যে হিংসা করিয়াছে তাহা বর্ণনা কর যেহেতুক আমি আপনার মোক দ্দমা করিতে বসি নাই কিন্তু তোমার মোকদ্দমা।

৩ আরিষ্টৈডিস ও কবি।

আরিষ্টৈডিসের নিকটে এক জন কবির মোক দ্দমা উপস্থিত ছিল কবি তাঁহাকে আপনপক্ষে ব্যবস্থা কিছু হেলাইয়া দিতে মিনতি করিল। তা হাতে আরিষ্টৈডিস এই উত্তর প্রদান করিলেন যে তুমি যদি কবির ব্যবস্থার বিপরীতে সূত্র ছোট বড় লিখিতা তবে কি প্রকৃত কবির মধ্যে গণ্য হই তা অতএব আমি যদি ন্যায় অথবা ব্যবস্থার বিপরী তে কিছু আজ্ঞা করি তবে আমি কিরূপে প্রকৃত বিচারকর্ত্তার মধ্যে গণ্য হইব।

৪ সোলন।

সোলনের কোমল ব্যবস্থার বিষয়ে আনাখা র্সিস নিত্য উপহাস করিয়া কহিতেন যে ব্যব স্থা মাকড়সার জালের মত। যেমন দুর্ব্বল মক্ষি কা তাহাতে ধরা পড়ে এবং বলবান ভ্রমর তাহা ভাঙ্গিয়া পলায় তেমন দরিদ্র অপরাধী ব্যবস্থার জালের মধ্যে ধরা পড়ে কিন্তু ধনবান ব্যক্তি তাহা ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে।

5. *Fabius and Hannibal.*

In the war between the Carthaginians and the Romans, Hannibal commanded the armies of the former, Fabius, those of the latter. An exchange of prisoners was agreed on between them on this condition, that he who had the fewer in number, should pay down in money the ransom of the remainder. On counting the prisoners, it was found that the Roman captives in the hands of the Carthaginians were two hundred and forty in excess. Fabius informed the Roman Senate of the particulars of the compact, and the excess of the prisoners, but they refused to ratify the contract or to send the money. They moreover reproached Fabius, with having engaged to free men who by their cowardice had fallen into disgrace. Fabius received the rebuke with calmness, but judged in his own mind that though it might be just to leave men in captivity who had behaved with such pusillanimity, yet it would be still more just to fulfil an

৫ ফেবিয়স ও হানিবাল।

কার্থেজের লোকেরদের সহিত রোমাণেরদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে হানিবাল পূর্ব্ব লিখিতেরদের অধ্যক্ষ এবং ফেবিয়স রোমাণেরদের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা এই নিয়মে পরস্পর যুদ্ধে ধৃত ব্যক্তিরদের পরিবর্ত্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন যে যে পক্ষের ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হয় তিনি অবশিষ্ট ব্যক্তির পরিবর্ত্তে মুদ্রা প্রদান করিবেন। ধৃত ব্যক্তিরদের সংখ্যাকরণে ইহা দেখা গেল যে রোমাণেরদের দুই শত চল্লিশ জন অধিক ধৃত ব্যক্তি কার্থেজের সেনাপতির নিকটে আছে। তাহাতে ফেবিয়স রোমাণেরদের মহাসভাস্থের দিগকে ঐ সন্ধির খেওরা এবং ধৃত ব্যক্তির আধিক্য জানাইলেন কিন্তু তাঁহারা সেই সন্ধিপত্রে সহী করিতে অথবা টাকা প্রেরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা আরো ফেবিয়সকে এই বিষয়ে ভৎর্সনা করিলেন যে তিনি আপনারদের নিঃসাহসে অপমানিত ব্যক্তিরদিগকে মুক্ত করিতে নিয়ম করিয়াছিলেন। ফেবিয়স তাঁহারদের তিরস্কার বাক্য অতিশয় ধৈর্য্যরূপে শুনিলেন কিন্তু এই বিবেচনা করিলেন যে যাহারা এই মত ভীতরূপে আচার করিয়াছিল তাহারদিগকে কয়েদে থাকিতে দেওয়া উপযুক্ত বটে কিন্তু স্বীকৃত নিয়ম পার

engagement. Determining therefore that no stain should be fixed on the Roman name through any act of his, he sent his son to Rome to sell all his lands. His son having sold them, returned with the money which Fabius faithfully counted out to Hannibal.

6. *The King of Persia.*

An officer of one of the kings of Persia solicited him for some place, which if conferred, would have been an act of injustice. The king having afterwards heard, that it was in the prospect of obtaining thirty thousand rupees, that he had solicited the post, determined to pay that sum himself. Then calling the officer he ordered him to go to his treasurer for it, saying, receive it as a token of my friendship for you; a gift of this nature cannot make me poor, but to have granted your inequitable request would have made me poor indeed, for it would have made me unjust.

পূর্ণকরাপেক্ষা যাথার্থ্য আর কি অতএব তাঁহার কোন ক্রিয়াতে রোমাণেরদের নামে যে কলঙ্ক না হয় এতদর্থে তিনি আপন পুত্রকে আপনার সকল ভূমি বিক্রয় করিতে রুম নগরে প্রেরণ করিলেন। সে পিতার ভূমি বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া ফিরিয়া আইল এবং ফোবিয়স অতি যথার্থরূপে সেই সকল টাকা হানিবালকে গণিয়া দিলেন।

৬ পারসীদেশের বাদশাহ।

পারসীদেশের বাদশাহের এক আমলা তাঁহার স্থানে এক পদ প্রার্থনা করিল সেই পদ তাহাকে দিলে অন্যায় হইত। সে ব্যক্তি ত্রিশ হাজার টাকা প্রাপণের লোভে সেই পদ প্রার্থনা করিয়াছিল বাদশাহ ইহা শুনিয়া আপনি সে টাকা দিতে স্থির করিলেন। অপর বাদশাহ আমলাকে ডাকিয়া ইহা কহিয়া তাহাকে সেই টাকা খাজাঞ্চির নিকটে লইতে হুকুম করিলেন যে তুমি তাহা আমার অনুগ্রহের চিহ্নের স্বরূপ গ্রহণ কর। এই প্রকার দানে আমি দরিদ্র হইব না কিন্তু তোমার অন্যায় প্রার্থনা পূর্ণা করিলে আমি সত্য দরিদ্র হইতাম যেহেতুক তাহাতে আমার অন্যায় ক্রিয়া হইত।

7. *Noushirvan.*

Noushirvan, the king of Persia, being out hunting one day, became desirous of eating some venison upon which some of his attendants went to a neighbouring village and took away a quantity of salt to season it with; but the King suspecting that they had brought the salt without paying for it, ordered them to return and pay its price. Then turning to his attendants, he said, this is a small matter in itself, but it is a great one as it regards me; for a King is an example to his subjects, and ought ever to be just; if I were to pluck only a single fruit from a poor man's tree without paying for it, my servants would the next day strip the tree of all its fruit.

8. *A Sovereign's duty.*

Solyman, the emperor of the Turks, having conquered the city of Belgrade, a poor woman complained bitterly to him that some of his soldiers had carried off her cattle in which her whole wealth consisted. You must have

৭ নৌশিরবান।

নৌশিরবাননামক পারসী দেশের বাদশাহ্ এক দিবস মৃগয়া করিতেং হরিণের মাংস খাইতে ইচ্ছা করিলেন তাহাতে তাঁহার কএক অনুচর তাহা সুস্বাদু করণার্থে নিকটবর্ত্তি এক গ্রামে গমন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লবণ লইল। তাহাতে বাদশাহের মনে এই সন্দেহ জন্মিল যে বিনামূল্যে অবশ্য লবণ আনিয়াছে অতএব তাহারদিগকে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার মূল্য দিতে আজ্ঞা করিলেন। অপর অনুচরেরদের দিগে ফিরিয়া কহিলেন বাস্তবিক ইহা এক ক্ষুদ্র বিষয় বটে কিন্তু আমার সম্বন্ধে ইহা অতিভারি ব্যাপার কেননা বাদশাহ্ আপন প্রজার আদর্শ অতএব তিনি যাথার্থিক না হইলেই নয়। যদি আমি মূল্য না দিয়া দরিদ্র ব্যক্তির বৃক্ষহইতে কেবল একটি ফল পাড়ি তবে পর দিবসে আমার চাকরেরা গিয়া তাহার বৃক্ষে আর একটি ফলও রাখিবে না।

৮ রাজার নীতিকর্ম্ম।

তুরুকীয়েরদের বাদশাহ্ সোলিমান বেলগ্রেদ নগর দখল করিলে দরিদ্রা এক স্ত্রী রোদন করণপূর্ব্বক আসিয়া তাঁহার নিকটে এই নালিশ করিল যে কতক সৈন্য তাহার যে গবাদিতে তাহার সর্ব্বস্ব ছিল তাহা হরণ করিয়াছে বাদ

been in a deep sleep, said Solyman, not to have heard the robber. I did indeed sleep soundly, replied the woman, but it was in the confidence that you watched for the public safety. The Emperor, far from resenting her speech, made her ample amends for her loss.

9. *Hakim the Caliph.*

Hakim, the Caliph wishing to enlarge his palace, proposed to purchase from a poor woman, a piece of ground that lay contiguous to it, but as she refused to part with the inheritance of her forefathers, his officers seized the ground for the Caliph's use. The poor woman immediately complained of this outrage to the chief magistrate of the city who foresaw great difficulty in the affair. He therefore took a large empty sack, and mounting his horse, rode to the Caliph and besought permission to fill it with earth from his newly acquired garden. Hakim showed some surprize at the request, but allowed him to fill the sack. When this was completed, he

শাহ্ উত্তর করিলেন যে তুমি যদি ডাকাইতেরদের শব্দ না শুনিলা তবে সে সময়ে তোমার অবশ্য অতিশয় নিদ্রা ছিল। তাহাতে স্ত্রী এই প্রত্যুত্তর করিল যে আমি নিদ্রিত ছিলাম বটে কিন্তু এই ভরসাতে ঘুমাইলাম যে আপনি সকলের মঙ্গলের নিমিত্তে জাগ্রৎ ছিলেন। বাদশাহ তাহার এই কথাতে কিছু বিরক্ত না হইয়া তাহার হৃত বস্তু সকল ফিরিয়া দিলেন।

৯ হাকিম কালিফ।

হাকিমনামক কালিফ আপন রাজবাটীর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়া তাঁহার সন্নিহিত এক খণ্ড ভূমি এক দরিদ্র স্ত্রীর স্থানে ক্রয় করিতে প্রসঙ্গ করিলেন কিন্তু সে স্ত্রী আপন পৈতৃক অধিকার বিক্রয় করিতে সম্মত না হওয়াতে আমলারা কালিফের নামে তাহা বলপূর্ব্বক দখল করিল। দরিদ্র স্ত্রী এই অত্যাচারের বিষয়ে নগরের প্রধানাধ্যক্ষের নিকটে তৎক্ষণাৎ নালিশ করিল তিনি দেখিলেন যে এই বিষয় অতিশয় শঙ্কাজনক। অতএব তিনি একটা থৈলী লইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক কালিফের নিকটে গমন করিয়া সেই থৈলী তাঁহার নবপ্রাপ্ত উদ্যানের মৃত্তিকাতে পরিপূর্ণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হাকিম তাহার এই প্রার্থনাতে চমৎকৃত হইলেন কিন্তু তাহাকে ঐ থৈলী পরিপূর্ণ করিতে অ

farther besought the Caliph to assist him in lifting it on the ass. This extraordinary request surprized Hakim still more, but he only replied to the magistrate that it was too heavy. The judge then with an undaunted courage said, this sack, O sovereign, contains but a small portion of the ground you took by violence from the right owner. If you find it too heavy to bear, how will you sustain the weight of the whole, when you come to be judged of God ? The Caliph instantly restored to the poor woman all the land he had taken from her.

10. *Fatal effects of a bribe.*

A poor man in Turkey, had his house seized by his rich neighbour ; he held deeds which proved his right, but his opponent had hired a number of witnesses to invalidate them, and to secure his cause had presented the Cazi with 500 Rupees.

নুমতি প্রদান করিলেন। থৈলী পুর্ণ হইলে তিনি কালিফের নিকটে আরো এই যাজ্ঞা করিলেন যে গর্দ্দভের উপরে তাহা উঠাইতে আপনি আমার সহায়তা করুন। হাকিম এই অত্যাশ্চর্য্য নিবেদনে অধিক চমৎকৃত হইলেন কিন্তু কেবল এই উত্তর করিলেন যে তাহা অতিবাদ ভারী। তাহাতে নগরাধ্যক্ষ অদম্য সাহসপূর্ব্বক কালিফকে ইহা কহিলেন যে হে মহারাজ যে ভূমি আপনি বলের দ্বারা যথার্থাধিকারিণী হইতে হরণ করিলেন তাহার কেবল কিঞ্চিন্মাত্র এই থৈলীতে আছে যদি আপনি ইহার ভার এক্ষণে সহিতে না পারেন তবে ঈশ্বরের নিকটে বিচার হওনসময়ে তাবৎ ভূমির ভার কিপ্রকারে সহিবেন। কালিফ তৎক্ষণাৎ দরিদ্র স্ত্রীকে সেই হৃত ভূমি ফিরিয়া দিলেন।

১০ ঘুষের অশুভ ফল।

তুরুক দেশে এক ব্যক্তি দুঃখির গৃহ তাহার ধনবান প্রতিবাসী হরণ করিয়া লইল। দরিদ্রের নিকটে আপন স্বত্ত্ব সাব্যস্ত করণোপযুক্ত পাট্টাপ্রভৃতি সমুদায় ছিল কিন্তু তাহার বিপক্ষ সেই পাট্টাপ্রভৃতি অপ্রমাণকরণার্থে কতক বব্বলিয়াকে টাকা দিয়া আনিল এবং মোকদ্দমাতে জয়ি হওনার্থে কাজীকে পাঁচ শত টাকা ঘুষ দিল।

When the cause came into court, the poor man told his story, and produced his writings but could bring forward no witnesses to substantiate them. His adversary, having a number of hired witnesses, laid the whole weight of his cause on their evidence, and requested the Cazi to decree the property in his favor on the ground that the poor man had failed to establish his right.

The Cazi on this drew from under his seat the five Hundred Rupees which he had received as a bribe, and flinging the bag with indignation at the opulent oppressor, said, if the poor man has no witnesses to substantiate his case, I now produce five hundred to invalidate your claim. Having said this, he decreed the cause in his favor.

11. *The father and the son.*

A grocer in the city of Smyrna had a son who by his own talents and industry rose to the rank of Naib Cazi; in this capacity he visited the markets and inspected the

মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইলে দরিদ্র ব্যক্তি সকল বেওরা কহিল এবং পাট্টাপ্রভৃতি দাখিল করিল কিন্তু তাহা প্রমাণ করণার্থে কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে পারিল না। তাহার শত্রুর আপন পক্ষে অনেক মিথ্যা সাক্ষিথাকাতে সে আপন মোকদ্দমার তাবৎ ভার সাক্ষিরদের উপরে রাখিল এবং দরিদ্র ব্যক্তি যে তাহার স্বত্ত সাব্যস্ত করিতে পারিল না ইহা কহিয়া কাজীকে ডিক্রী করিতে প্রার্থনা করিল।

কাজী ইহাতে আপনার আসনহইতে যেপাঁচ শত টাকা ঘুষ পাইয়াছিলেন তাহার থৈলী বাহির করিয়া অতিশয় কোপপূর্ব্বক ধনবান অত্যাচারির উপরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন যে যদ্যপি দরিদ্র ব্যক্তির আপন মোকদ্দমা সাব্যস্তকরণার্থে সাক্ষী নাই তথাপি তোমার দাওয়া যে মিথ্যা ইহার আমি এই পাঁচ শত সাক্ষী দিই ইহা কহিয়া তিনি দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে মোকদ্দমা ডিক্রী করিলেন।

১১ পিতা ও পুত্র।

স্বর্ণানামক নগরে এক বণিকের পুত্র আপন গুণ ও পরিশ্রমের দ্বারা কাজীর নায়েবী পদপ্রাপ্ত হইল এই পদের উপলক্ষে সকল উম্মান ও পরিমাণের

weights and measures. His father was in the habit of using false weights, but trusting to his relationship refused to conceal them before the periodical inspection. The Naib, coming to his shop desired him to produce his weights; instead of obeying, however, he evaded the order with a laugh. But his son was inflexible and ordered his servants to bring forth the weights, and after an impartial examination finding them false, condemned them to be destroyed, and sentenced the culprit to pay a fine, and to receive 50 strokes of the ratan.

The punishment was inflicted in his presence, after which the Naib leaped from his horse, threw himself at his father's feet, and bathing them with his tears, said, I have discharged my duty father to God and to my sovereign; permit me now by my respect and submission to acquit myself of the debt I owe to you. Justice is the attribute of God; it is blind, it has no regard to

তদারক করণার্থে সে সকল হাট সন্দর্শন করিতে গেল। তাহার পিতা কমী বাটখারা লইয়া ব্যবহার করিত কিন্তু আপন কুটুম্বিতার উপরে ভরসা রাখিয়া সাময়িক তদারককরণের পূর্ব্বে তাহা গোপন করিতে ত্রুটি করিল। নায়েব তাহার দোকানে পঁহুছিয়া তাহার বাটখারা বাহিরে আনিতে তাহাকে আজ্ঞা করিল কিন্তু সে হাস্য করত টালমটাল করিতে লাগিল। পরে তাহার পুত্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনার ভৃত্যকে বাটখারা বাহির করিতে আদেশ করিল এবং অতি সূক্ষ্মরূপে বিচারকরণের পর তাহা কমী দেখিয়া তাহা ভাঙ্গিতে হুকুম দিল এবং দোষী ব্যক্তির জরীমানা করিয়া পঞ্চাশ বেত্রাঘাত করিতে হুকুম দিল।

সেই দণ্ড তাহার সম্মুখে করা গেল এবং তাহার পর নায়েব আপন অশ্বহইতে অবরোহণ করিয়া আপনার পিতার পদতলে পতিত হইয়া অতিশয় রোদনপূর্ব্বক কহিল যে হে পিতঃ ঈশ্বরের নিকটে এবং রাজার নিকটে যে কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল তাহা এক্ষণে আমি সম্পূর্ণ করিলাম সম্প্রতি আদর ও বিনয়ের দ্বারা আপনার নিকটে আমার যে ন্যায্য কর্ম্ম তাহা আমি সম্পন্ন করিতেছি। যথার্থতা ঈশ্বরের এক গুণ যথার্থতা অন্ধ কুটু

the ties of kindred; you had offended against the laws of your country, and therefore deserved the punishment you have received, but that it was destined to be inflicted by me is a matter of the most poignant grief. Behave better for the future, and instead of censuring me, pity me for being reduced to so distressing a condition.

The whole city was filled with astonishment at this decision, and a report of it having been made to the grand Signior, he promoted the Naib to the office of Mufti.

12. *Henry of England.*

Henry the 5th of England, when prince, was in the habit of associating with a band of licentious men who lead him into all kinds of vice. A servant of his was indicted for a misdemeanor and condemned to punishment; the prince was so incensed at the result of the trial that he rushed into the court and commanded his servant to be set at li-

পিতার উপর কিঞ্চিন্মাত্রাবলোকন করে না তুমি আ পনার দেশের ব্যবস্থা উলঙ্ঘন করিয়াছিলা অত এব যে দণ্ড তুমি পাইয়াছ তাহা যথার্থ কিন্তু সেই দণ্ড যে আমার আজ্ঞার দ্বারা হইল ইহা অতি শয় দুঃখের বিষয়। উত্তরকালে উত্তম ব্যবহার কর এবং আমাকে অনুযোগ না করিয়া বরং যে আমি এই মত দুঃখকর অবস্থায় পড়িয়াছি এ বি ষয়ে আমাকে দয়া কর।

নগরস্থ তাবৎ লোক এই ফৈসালা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল এবং ইহার সমাচার মহা রাজের নিকটে পঁহুছিলে তিনি নায়েবেক মুক্তীর পদ প্রদান করিলেন।

১২ ইংগ্লণ্ডদেশের হেনরি

ইংগ্লণ্ডদেশের পঞ্চম হেনরি বাদশাহ যখন যুবরাজ ছিলেন তখন তিনি কতক জন লম্পটের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন ঐ লম্পটেরা তাঁহা কে সকল প্রকার অত্যাচারকরণে লওয়াইল। তাঁহার এক জন চাকর কোন অপরাধে নালি শগ্রস্ত হইয়া তাহার দণ্ডাজ্ঞা হইল। যুবরা জ ঐ মোকদ্দমার এরূপ নিষ্পত্তিহওয়াতে এমত রাগান্বিত হইলেন যে তিনি হঠাৎ আদালতে দৌড়িয়া আপনার ভৃত্যকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা

berty. The presiding judge Gascoigne, mildly reminded him of the respect due to the ancient laws of the realm, and advised him to apply to his father the king for a pardon, since he alone had the power of granting it. The prince unappeased by this just answer, turned towards his servant and attempted to take him by force out of the hands of the officers; upon which the judge commanded him to leave the court. Henry was roused to a fury, and rushed to the judgment seat, with the intention of assaulting the judge; but he sitting unmoved, and regarding him with a stern countenance thus addressed him; "Sir, remember your own dignity. I here hold the place of your father. In his name, therefore, I command you to desist from this unlawful enterprize, and henceforth not to set such an example before those who will hereafter be your subjects. For the contempt of the court and disobedience of the laws which you have shewn, I commit you to prison, where you are to re-

করিলেন। তৎসময়ে গেস্কোইননামক জজ সভা পতি ছিলেন। তিনি অতিশয় বিনয়পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন যে দেশের প্রাচীন ব্যবস্থার মর্য্যাদা রক্ষাকরা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য এবং আপনার পিতার স্থানে ভৃত্যের নিমিত্তে ক্ষমা প্রার্থনাকরণার্থে আপনাকে পরামর্শ দি যেহেতুক তিনিব্যতিরিক্ত অন্য সকল লোক ক্ষমা করণে অক্ষম। যুবরাজ এই যথার্থ প্রত্যুত্তরে ক্ষান্ত না হইয়া আপনার চাকরের প্রতি ফিরিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে দণ্ডনায়কেরদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে উদ্যোগ করিলেন। তাহাতে জজসাহেব তাঁহাকে আদালতহইতে প্রস্থান করিতে হুকুম দিলেন। যুবরাজ ইহাতে রাগানলে প্রজ্বলিত হইয়া জজসাহেবের উপরে অত্যাচারকরণার্থে বিচারাসনপর্য্যন্ত ধাবমান হইলেন। বিচারকর্ত্তা ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া অতিশয় কঠিনরূপে তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন যে হে মহাশয় আপন গৌরবের স্মরণ কর আমি এই স্থানে আপনকার পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ আছি অতএব তাঁহার নামে আমি তোমার এই উদ্যোগ নিবৃত্ত করিতে আজ্ঞা দি এবং ইহার পর আপনার ভাবি প্রজারদের সম্মুখে এরূপ অত্যাচার দর্শাইও না। তুমি যে আদালতের অবজ্ঞা ও আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়াছ এইহেতুক আমি তোমাকে কারাগারে প্রের

prison until the pleasure of your father be known."

The prince sensible by this time of the insult he had offered to one invested with his father's dignity, went with the officers to prison without resistance. His father on hearing of the circumstance released his son, exclaiming, "How happy is the king who has a judge possessed of such courage! How much greater is his happiness who possesses a son willing to submit to the punishment inflicted on him for a breach of the laws!"

When the prince on the death of his father came to the throne, he thoroughly reformed his conduct, and became one of the noblest monarchs who ever swayed the British sceptre. He also sent for the chief justice and highly extolled his courage, and said, that if all his judges possessed equal courage he should esteem himself a fortunate monarch.

18. *Fire purifies every thing.*

Louis the fourteenth, the king of France, par-

স্বীকার করিয়াছি এবং যেপর্য্যন্ত এবিষয়ে তোমার পিতার আজ্ঞা না পাওয়া যায় সেপর্য্যন্ত তোমা র কারাগারে থাকিতে হইবে।

যুবরাজ অতঃপর আপন পিতার মহিমান্বিত ব্যক্তির যে এরূপ অমর্য্যাদা করিয়াছেন এবিষয়ে সচেতন হইলেন ও কিছু প্রতিবন্ধকতা না করিয়া পদাতিকেরদের সহিত কারাগারে গমন করিলেন। তাঁহার পিতা এই বিবরণ অবগত হইয়া পুত্রকে মুক্ত করিয়া কহিলেন যে এরূপ সাহসী জজ যে বাদশাহের নিকটে থাকে সে বাদশাহ ধন্য কিন্তু যে বাদশাহের এইমত পুত্র থাকেন যে তিনি আজ্ঞালঙ্ঘনের শাস্তি সহিবেন সে রাজা তাহাহইতে ধন্য।

যুবরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে তিনি আপনার অসদাচার একেবারে পরিত্যাগ করিলেন এবং যাঁহারা ইংগ্লণ্ডের মধ্যে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন তাঁহারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমরূপে গণ্য হইলেন আরো তিনি ঐ জজসাহেবকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার সাহসের প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে এমত সাহস যদি আমার সকল জজের হইত তবে আমি আপনাকে সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম।

১৩ অগ্নিতে সকলের সংস্কার হয়।

ফ্রান্সদেশের বাদশাহ চতুর্দ্দশ লুইস অতিশয়

doned a nobleman who had committed a very heinous crime." The chancellor, hastened to him, and said, Sire, if you pardon him, justice will be violated. The king replied, I have already given him my promise, how can I retract? fetch me the great seal. The seal having been brought, the king affixed it to the pardon, and returned it to the chancellor. The chancellor with a noble courage replied, I cannot receive it, Sire, it is polluted. What a dilemma, exclaimed the king, you are an impracticable man. Having said this, he threw the pardon into the fire. Now, replied the chancellor, I will take the seal back with pleasure, for fire purifies all things.

14. *Supremacy of the Laws.*

A merchant in England brought a suit against the king of Spain, and obtained a decree against him. The embassador of the Spanish king, however, refused to pay the money, on

ঘোরাপরাধগ্রস্ত এক ওমরার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। তাঁহার প্রধান বিচারকর্ত্তা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন যে মহারাজ তাহাকে ক্ষমা করিবেন না করিলে বধার্হতা নষ্ট হয়। রাজা কহিলেন আমি ঐ বিষয় অঙ্গীকার করিয়াছি কি রূপ অন্যথা করি অতএব রাজমোহর আমার নিকটে আন। তাহাতে ঐ মোহর তাঁহার নিকটে আনা গেলে তিনি ঐ ক্ষমা পত্রে মোহর করিয়া পুনর্ব্বার প্রধান বিচারকর্ত্তাকে দিলেন। কিন্তু তিনি অতিপ্রশংসনীয় সাহস পূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন যে মহারাজ আমি তাহা পুনর্ব্বার সংস্পর্শ করিতে পারি না তাহা অপবিত্র হইয়াছে। বাদশাহ কহিলেন কি দায় তোমার সঙ্গে কোন প্রকারে পারা যায় না। ইহা কহিয়া তিনি সেই ক্ষমাপত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিলেন যে মহারাজ এখন আমি মোহর পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারি যেহেতুক অগ্নিতে সকল বস্তুর সংস্কার হয়।

১৪ ব্যবস্থার মহিমা।

ইংগ্লণ্ড দেশস্থ এক বণিক স্পান দেশের রাজার নামে নালিশ করিয়া আপন পক্ষে ডিক্রী প্রাপ্ত হইল। কিন্তু স্পান রাজার প্রতিনিধি আপন প্রভুর ... হইয়া সেই টাকা দিতে অস্বীকার করি

which the judge pronounced a sentence of outlawry against the king. On hearing this the embassador immediately paid down the money, because there were at that time various suits depending between the King of Spain and the English merchants in the Courts, and till the sentence of outlawry should be reversed the King could not plead in the court, and would consequently be a great loser.

15 *The Emperor of Russia.*

When the embassador of Peter, the emperor of Russia, was arrested in England for debt, his master expressed his astonishment that the individual who represented him should be treated with such indignity. But when he was informed that the king of England himself had no power to dispense with the laws of the kingdom, he was overcome with surprize.

16. *Impartiality.*

One of the judges of England in passing

ল[illegible] জজসাহেব স্থানের রাজাকে ব্যবস্থার উ[illegible]র বহির্ভূত করিলেন। ইহাতে ঐ প্রতিনিধি তৎক্ষণাৎ সেই ডিক্রীর টাকা দিলেন যেহেতুক তৎসময়ে আদালতে স্থানীয় রাজার ইংগ্লণ্ডীয় বণিকেরদের সহিত অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল এবং যেপর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থা বহির্ভূতের আজ্ঞা অন্যথা না করা যাইত সেইপর্য্যন্ত, স্থানীয় রাজা কোন বিষয়ে সওয়ালজওবাব করিতে পারিতেন না এবং তাঁহার অনেক ক্ষতি হইত।

১৫ রুস দেশের বাদশাহ।

যখন রুসীয় বাদশাহ পিতরের উকীল ইংগ্লণ্ড দেশে ঋণের নিমিত্তে কয়েদ হইল তখন তাহার প্রভু আপনার প্রতিনিধি যে এইরূপ অপমান গ্রস্ত হইল এতদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য দর্শাইলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে ইংগ্লণ্ড দেশের রাজা স্বয়ং দেশের ব্যবস্থার বিপরীত কোন কর্ম্ম করিতে অক্ষম তখন তিনি একেবারে আশ্চর্য্যেতে মগ্ন হইলেন।

১৬ অপক্ষপাতিতা।

ইংগ্লণ্ডদেশে এক জন জজসাহেব দেশের

through the country, observed an elegant new church; on hearing the name of the individual who had built it, he enquired whether it were not the same man who had a suit in his court, and being informed that it was, replied, he shall fare none the worse for having built a church. The next day, the gentleman hearing of the circumstance, sent the judge a present of fruit and poultry. The judge sent it back to him immediately, saying, he shall not fare the better for his fruit and poultry.

17. *Paying for a Buck.*

About a hundred and fifty years ago an English judge, remarkable for his equity received a present of a buck from a gentleman, who had a suit in court. When the cause came to be heard, the judge enquired whether the complainant was not the individual who had sent him a buck, and on being informed that it was, he refused to hear the cause until he had paid for the buck. The

[illegible] [illegible] করতং সুসজ্জিত নূতন এক গ্রীজাঘর দেখিলেন। পরে গ্রন্থনকর্ত্তার নাম শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে ব্যক্তির মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত আছে সে এই কি না। যখন শুনিলেন যে সেই বটে তখন তিনি কহিলেন যে গ্রীজাগৃহ গ্রন্থনেতে তাহার মোকদ্দমার কিছু ব্যাঘাত হইবে না। পর দিবসে সেই সাহেব ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জজসাহেবের নিকটে ফলমুর্গীইত্যাদি সামগ্রী উপঢৌকন পাঠাইয়া দিল। জজসাহেব তৎক্ষণাৎ সেই সামগ্রী ফিরিয়া পাঠাইয়া কহিলেন যে এই ফলমুর্গীইত্যাদিতে তাহার মোকদ্দমার কিছু মঙ্গল হইবে না।

১৭ হরিণের মূল্যদেওন।

দেড় শত বৎসর হইল যথার্থ বিষয়েতে অতিশয় সুখ্যাত ইংগ্লণ্ডদেশের এক জন জজসাহেব যে সাহেবের মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত ছিল তাহার নিকটহইতে এক হরিণ উপঢৌকন পাইলেন। মোকদ্দমার শুনানি হইলে জজসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার নিকটে যে ব্যক্তি হরিণ পাঠাইয়াছিল সেই কি এই ফরিয়াদী নহে। যখন তিনি শুনিলেন যে সেই বটে তখন তাহাকে হরিণের মূল্য না ফিরিয়া দেওয়াপর্য্যন্ত তাহার মোকদ্দমা শুনিতে অস্বীকার করিলেন।

plaintiff said that he never sold his venison, and appealed to the officers of the court, whether he had not adopted the same practice towards all the judges who had sat on the bench. Though his declaration was confirmed by them all, the judge continued inflexible, and ordered the price of the buck to be counted out in court to the gentleman before he would begin the cause.

18. *The Dutch and the Hottentots.*

In the year 1787 there happened a dispute between the Dutch and the Hottentots at the Cape of Good Hope. A Dutchman had been killed by a Hottentot, upon which the Dutch summoned the chief of that people to find the offender and to punish him according to their own laws. The punishment was thus inflicted: The Hottentots making a great fire, brought forward the criminal attended by his friends and relations, who after enjoying a great feast and much dancing, took leave of him. The culprit having been previously in-

বিবাদী কহিলে যে আমি কদাচ হরিণের মাংস বি ক্রয় করি না এবং আদালতের সকল আমলা লোকেরদিগকে প্রমাণ মানিল যে যত বিচার কর্ত্তারা বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন সেই সক লের সঙ্গে কি এইরূপ ব্যবহার করি নাই। তা হারা সকলেই ইহাতে সম্মতি দিলেও জজসাহেব অলড় রহিলেন এবং মোকদ্দমা আরম্ভকরণের পূর্ব্বে হরিণের মূল্য ঐ সাহেবকে গণিয়া দিতে আ জ্ঞা করিলেন।

৬৮ হলণ্ডীয়েরা এবং হটণ্টটেরা।

১৭৮৭ সালে উত্তমাশা অন্তরীপ অর্থাৎ কেপে হলণ্ডীয়েরদের হটণ্টটেরদের সঙ্গে এক বিরোধ হ ইল। এক জন হটণ্টট হলণ্ডীয় এক ব্যক্তিকে বধ করিল তাহাতে হলণ্ডীয়েরা সেই জাতীয়েরদের অধ্যক্ষকে অপরাধির অন্বেষণপূর্ব্বক আপনারদের ব্যবস্থানুসারে তাহার দণ্ড করিতে তলব করিলেন। সেই শাস্তি এই রূপে করা গেল হটণ্টটেরা এক মহাগ্নি করিয়া অপরাধি ব্যক্তিকে আপনার কু টুম্ব ও মিত্রেরদের সমভিব্যাহারে বাহিরে আনিল অপর তাহারা এক মহাভোজে আমোদ করিয়া তাহার স্থানে বিদায় লইল এবং তাহাকে মত্ত করিয়া যেপর্য্যন্ত তাহার বল ক্ষীণ না হইল

toxicated, and made to dance till his strength was exhausted, was thrown into the fire.

Some time after, one of the Dutch factory killed a Hottentot, upon which the chief men of the tribe came and demanded the death of the offender, but as he was the ablest accountant in the whole factory, the Dutch were anxious to save him. They therefore contrived this expedient. Having appointed a day for his execution, they erected a scaffold and set him upon it. Soon after the executioner presented him with a glass of brandy set on fire. The criminal received the potion with much pretended reluctance, with his hands shaking, and his limbs trembling. At last he swallowed the draft, and instantly pretended to fall down dead, on which the Dutch speedily covered him with a blanket, and removed him. The Hottentots seeing this, set up a great shout and exclaimed, the Dutch are more just than we. We only put our criminal into the fire, but they have put

সেপর্য্যন্ত তাহাকে নাচাইল অনন্তর তাহাকে অগ্নির মধ্যে নিঃক্ষেপ করিল।

কতক কাল পরে হলণ্ডীয়েরদের কুঠীর এক ব্যক্তি এক জন হটণ্টটকে খুন করিল ইহাতে সেই জাতীয়েরদের প্রধানেরা আসিয়া অপরাধি ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের দাওয়া করিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি কুঠীর মুহুরিরদের মধ্যে চতুর ছিল একারণ তাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্তে হলণ্ডীয়েরা অতি চেষ্টান্বিত হইলেন। অতএব তাঁহারা এই উপায় করিলেন তাহার দণ্ডকরণের এক দিন নিরূপণ করিয়া এক মঞ্চ গাঁথিলেন ও তাহাকে তাহার উপরে রাখিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে জল্লাদ তাহাকে অগ্নিসংযুক্ত এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি সরাব দিল। অপরাধি ব্যক্তি ছলপূর্ব্বক অনেক টালমটাল করিয়া ধৃত হস্তে কম্পান্বিত পদে সেই পেয় দ্রব্য লইল। পরে তাহা পান করিল এবং তৎক্ষণাৎ মৃতরূপে পতিতহওনের মত দর্শন দিল। হলণ্ডীয়েরা অবিলম্বে তাহাকে একখান কম্বলেতে আবৃত করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। হটণ্টটেরা ইহা দেখিয়া এক মহাধ্বনি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল যে হলণ্ডীয়েরা আমারদের অপেক্ষা যাথার্থিক আমরা স্বদেশস্থ অপরাধিকে অগ্নির মধ্যে ফেলিলাম কিন্তু তাঁহারা স্বদেশস্থ অপরাধির মধ্যে অগ্নি দি

fire into their criminal. Let no one imagine however that the Dutchman died, for the burning brandy occasioned him no injury.

19. *Thermopylœ.*

The Grecian history abounds with examples of great heroism, but few actions have received greater praise from all mankind, than the noble conduct of Leonidas and his three hundred Spartans. Xerxes the monarch of Persia, invaded Greece with a mighty army, which according to some historians amounted to three millions of men. Leonidas was sent with an army of seven thousand men to repel the invaders. He placed himself in a narrow defile between two mountains, through which the Persians were constrained to pass before they could enter Greece. The name of the defile was Thermopylœ.

Xerxes advanced with his whole army to the straits, and never fancying for a moment that the Greeks would obstruct his passage,

য়াছেন। ইহাতে কেহ বোধ না করুন যে সে হস্ত
জীয় মরিল কেননা সে অগ্নিযুক্ত সরাবে তাহার
কিঞ্চিন্মাত্র হানি হয় নাই।

১৯ থরমোপীলে।

গ্রীক দেশের বিবরণে মহাসাহসের অনেক দৃ
ষ্টান্ত আছে কিন্তু লিয়োনিডাস এবং তাঁহার ত্রি
শত স্পার্ত্তা দেশীয় লোকের অতিশয় যুদ্ধ সাহ
সের কীর্ত্তি যেরূপে সকল লোককর্ত্তৃক প্রশংসনীয়
হইয়াছে প্রায় এমত আর কোন কীর্ত্তি নাই।
জর্কসেসনামক পারসী দেশের বাদশাহ মহাসৈ
ন্য লইয়া গ্রীক দেশের উপর আক্রমণ করিলেন
কোন২ ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে তাঁহার সৈন্য
দলে ত্রিশ লক্ষ লোক ছিল। তাঁহার আক্রমণ
নিবারণার্থে লিয়োনিডাস সাত সহস্র সৈন্যর স
হিত প্রেরিত হইলেন। যে দুই পর্ব্বতের মধ্যের
অপ্রশস্ত পথ দিয়া পারসীয়েরা গ্রীক দেশের ম
ধ্যে প্রবেশ করিবে সেই পথের মধ্যে লিয়োনিডাস
অবস্থিতি করিলেন সেই স্থানের নাম থরমোপী
লে।

জর্কসেস আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া সেইপথের
মধ্যে অগ্রসর হইলেন তিনি এমত মনেও করেন
নাই যে গ্রীকেরা সেই পথে তাঁহার গমনাবরোধ

waited four days in expectation that they would certainly betake themselves to flight. At length he sent to Leonidas and commanded him to deliver up his arms. "Come thyself and take them," replied the Spartan chief. Transported with rage, he ordered his army to fall on the Greeks, to take them alive and bring them to him in fetters; but the army of the Persians had no sooner begun the attack than it was speedily obliged to retire. The next day they renewed the combat, but with no better success.

Xerxes having lost all hope of making his way through the Greek troops who were determined to conquer or die, was greatly perplexed, till one Epealtes informed him of another path over the mountains by which the Greeks might be attacked in the rear. Xerxes upon this secretly dispatched ten thousand men upon this expedition. In the mean time Leonidas, satisfied in his own mind of the impossibility of bearing up against the ene-

করিবে। অতএব তাহারা যে নিতান্ত পলায়ন করিবে এই অপেক্ষাতে তিনি সেখানে চারি দিবস স্বচ্ছন্দে থাকিলেন। অবশেষে তিনি লিয়োনিডাসের নিকটে লোক পাঠাইয়া তাহার অস্ত্র সমর্পণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। স্পার্ত্তার অধ্যক্ষ এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে আপনি আগমনপূর্ব্বক তাহা লও। তাহাতে তিনি রাগেতে উন্মত্ত হইয়া আপন সৈন্যেরদিগকে গ্রীকেরদের উপর পড়িয়া পায়ে বেড়ি দিয়া তাহারদিগকে জীবৎ ধরিয়া আনিতে হুকুম করিলেন কিন্তু পারসীয়েরদের সৈন্য গ্রীকেরদের উপরে আক্রমণ করিবামাত্র তাহারদিগের পলায়নের আবশ্যক হইল। পর দিবসে তাহারা পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিল কিন্তু তাহা তদ্রূপ নিষ্ফল হইল।

অপর জর্ক্সেসের গ্রীকের সৈন্যেরদের মধ্যদিয়া পথকরণের আশা ভগ্না হইল যেহেতুক গ্রীকের সৈন্যেরা জয় করিতে অথবা সেখানেই মরিতে নিশ্চয় করিয়াছিল। ইতিমধ্যে ইপিয়াল্টিসনামক এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে কহিল যে পর্ব্বতের উপর দিয়া অন্য এক পথ আছে তদ্দ্বারা পশ্চাৎহইতে গ্রীকেরদের উপরে আক্রমণ করা যায়। অতএব জর্ক্সেস সেই উদ্যোগে গুপ্তরূপে দশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে লিয়োনিডাস বিপক্ষেরদিগকে নিবারণকরণে অক্ষম আপনাকে জা

my, desired his allies to return, while he with his three hundred Spartans remained with a determination to fight at the risk of their lives. His allies having retired, Leonidas and the three hundred who continued with him, far from indulging any hopes of either conquering or escaping, looked upon Thermopylœ as their grave. When Leonidas advised them to take some nourishment, saying that they should all sup together at night with Pluto, they set up with one accord a shout of joy.

At the dawn of the morning, Xerxes advanced with his whole army again on the three hundred Greeks. Leonidas advanced to the broadest part of the pass, and bravely repulsed the enemy, but fell in the combat. Two of the brothers of Xerxes immediately advanced to seize his body, but the Greeks covered it with invincible courage; four times did the Persians rush on the body, and four times were they repulsed. Both the brothers of Xerxes and many other brave commanders

নিয়া আপনার সহকারি সৈন্যেরদিগকে স্বং দেশে প্রত্যাগমনকরণার্থে পরামর্শ দিলেন কিন্তু তিনি ও তাঁহার তিন শত স্পার্ত্তার সৈন্যেরা সেখানে অবস্থিতি করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। তাঁহার মিত্র যোদ্ধারা এরূপে প্রস্থান করিলে লিয়োনিডাস ও তাঁহার তিন শত সহযোদ্ধা বিপক্ষেরদিগকে জয় করিতে অথবা সেই স্থানহইতে মুক্ত হইতে আশা না করিয়া থরমোপীলে আপনারদের কবরের ন্যায় জ্ঞান করিলেন। যখন লিয়োনিডাস তাহারদিগকে ইহা কহিয়া কিছু আহার করিতে আহ্বান করিলেন যে রাত্রির ভোজন যমের সঙ্গে হইবে তখন তাহারা একেবারে জয়ধ্বনি করিল।

পর দিবস প্রত্যূষে জর্কসেস আপন তাবৎ সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার তিন শত গ্রীকেরদের উপরে পড়িলেন। লিয়োনিডাস সেই পথের অত্যন্ত প্রশস্ত স্থানে গমন করিয়া অতিসাহসপূর্ব্বক বিপক্ষেরদিগকে তাড়াইলেন কিন্তু তিনি সেই যুদ্ধেতে মারা পড়িলেন। জর্কসেসের দুই ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ তাঁহার শব কাড়িয়া লইতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু গ্রীকেরা অসমসাহসপূর্ব্বক তাহা আবরণ করিল। চারিবার পারসীরা শবের উপর আক্রমণ করিল এবং চারিবারই নিবারিত হইল। জর্কসেসের দুই ভ্রাতা এবং অন্য২ বীর্য্যবান

fell under the swords of the Greeks. At this juncture, the ten thousand troops sent with Epealtes, appeared inauspiciously on the brow of the mountain behind the Greeks, who at the sight of them retired into the narrowest part of the pass and drew close to each other. The Persians now pressed on these heroes in front and in the rear, and a dreadful conflict ensued. The Greeks overwhelmed but not conquered, fought on till every individual save one, was slain; and the single refugee on reaching his own city with the news of the action, was treated as a coward with universal contempt.

20. *Cesar.*

When Cesar the Roman General was advised by his friends to be more cautious and not to move about among the common people without being armed, replied, "He that lives in fear of death, feels its torments every moment. I will feel its torments but once."

সেনাপতিরা গ্রীকেরদের করবালের তলে মারা প ড়িল। এই সময়ে ইপিয়াল্টিসের সঙ্গে যে দশ সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা গ্রীকেরদের পশ্চাৎ পর্ব্বতের শৃঙ্গে অশুভ দর্শন দিল। তাহার দিগকে দেখিয়া গ্রীকেরা সেই পথের অতিশয় অপ্রশস্ত স্থানে হটিয়া নেদিষ্ঠ হইল। অপর পারসীরা এই বীরেরদের সম্মুখে ও পশ্চাৎ দি গে ঠেকা দিতে লাগিল এবং তুমুল উপস্থিত হ ইল। গ্রীকেরা পরাজিত না হইয়া বরং চাপা পড়িয়া যেপর্য্যন্ত একজনমাত্র জীবৎ রহিল সেপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। এবং সেই এক পলাতক ব্যক্তি স্বনগরে যখন যুদ্ধের সম্বাদ লইয়া পঁহুছিল তখন সকলেই তাহাকে ভীরুজ্ঞান করিয়া হেয় জ্ঞান করিল।

২০ কাইসর।

যখন রোমাণের সেনাপতি কাইসরকে তাঁহার মিত্রেরা এই পরামর্শ দিল যে আপনি অধিক সাব ধান হইবা এবং ইতর লোকেরদের মধ্যে অস্ত্রে তে সুসজ্জিত না হইয়া ভ্রমণ করিবা না তখন তিনি এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে যিনি মৃত্যুর ভয় করিয়া কালক্ষেপণ করেন তিনি প্রতিক্ষণ তাহার যন্ত্রণা ভোগ করেন আমি সেই মৃত্যুর যন্ত্রণা কেবল এক বার ভোগ করিব।

21. *An English Earl.*

Seward, a noble English Earl, several hundred years ago was famed for his undaunted spirit. He had sent his son to fight the Scots, but the youth fell in the battle. His father on hearing of his death only enquired, whether the wounds of which he died, were in the face or in the back. On being told that they were all in the forepart; I am rejoiced to hear it, replied he; for who would wish nobler death for himself or his relatives.

22. *A Spartan.*

A Spartan had painted a fly on his shield; on which his friends rallied him, by saying that he wished thereby to avoid being known. You are deceived, replied he; I shall go so near my enemies that they will not fail to recognize me.

২১ ইংগ্লণ্ডদেশের কুলীন।

ক্কএক শত বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডদেশের সিও য়ার্ডনামক উত্তম এক জন কুলীন অদম্য সাহসের বিষয়ে অতিশয় খ্যাত হইলেন। তিনি স্কটলণ্ডী য়েরদের সহিত আপন পুত্রকে যুদ্ধকরণার্থে প্রে রণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধেতে যুবা মরিল। তাহার পিতা পুত্রমরণের সম্বাদ শুনিয়া কেবল ইহা জি জ্ঞাসা করিলেন যে তাহার সাংঘাতিক আঘাত মুখে না পৃষ্ঠে হইয়াছে। যখন তাঁহাকে কহা গেল যে তাহার সকল আঘাত সম্মুখ দিগে হই য়াছে তখন তিনি কহিলেন যে তাহা শ্রবণে আ মার সন্তোষ জন্মে। আপনার কি আপনার পরিজনের নিমিত্তে ইহাঅপেক্ষা কে সৌভাগ্যম রণের প্রার্থনা করে।

২২ স্পার্ত্তাদেশীয়।

স্পার্ত্তাদেশের এক জন আপন ঢালের উপ রে এক মক্ষিকার আকার করিল। ইহাতে তা হার মিত্রেরা তাহাকে ঠাট্টা করিয়া কহিল যে ইহাতে তুমি যে যুদ্ধে অজ্ঞাত থাক এই অভি প্রায়ে তাহা করিয়াছ। তিনি কহিলেন যে না তোমরা ভুলিয়াছ আমি বিপক্ষেরদের এই মত নেদিষ্ঠ হইব যে বিপক্ষেরা আমাকে অবশ্য চি নিতে পারিবে।

23. *General Meadows.*

General Meadows, who was renowned for his valour,being out on a reconnoitering party near Seringapatam, a large shot struck the ground a little before him, and was moving with much velocity against him. The general instantly stopped his horse and moved out of the way; he then took off his hat and making a profound bow to the ball as it passed, said, I beg you to proceed, I never dispute the road with any gentleman of your family.

24. *Combat with a lion.*

An English Earl in the reign of Edward the Third of England, was celebrated for his bravery, and became a great favorite with his sovereign. This naturally created envy, and his enemies taking advantage of the king's absence, one day instigated the queen to try his courage by letting a lion in upon him, saying that if the Earl were truly noble, the lion would not touch him. The queen lis-

২৩ জেনরল মেড়োস।

সাহসেতে খ্যাত জেনরল মেডোস শ্রীরঙ্গপটনের নিকটে যুদ্ধবিষয়ের অনুসন্ধানার্থে এক দিন ভ্রমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে একটা মহাগুলী মৃত্তিকার উপরে পড়িয়া অতিবেগে তাঁহার প্রতিকূলে আসিতেছিল। জেনরল সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঘোটককে স্থগিত করিয়া পথের একপার্শ্বে কিছু হটিলেন। পরে আপন টুপি খুলিয়া গুলি তাঁহার নিকট দিয়া গমনসময়ে তাহাকে অতিশয় বিনয়পর্ব্বক সেলাম করিয়া কহিলেন যে আপনি প্রস্থান করুন আপনার স্বজাতীয়ের সঙ্গে আমি পথের বিষয়ে কদাচ বিরোধ করি না।

২৪ সিংহের সঙ্গে সংগ্রাম।

ইংগ্লণ্ডদেশের তৃতীয় এড্বার্ডের রাজত্বকালে সাহস বিষয়ে অতিপ্রশংসিত ইংগ্লণ্ডীয় এক জন কুলীন রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। ইহাতে সুতরাং অন্যেরদের ঈর্ষা জন্মিল এবং তাঁহার বিপক্ষেরা এক দিবস বাদশাহের অবর্ত্তমান কালে সুযোগ দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে এক সিংহ ছাড়িয়া দেওনের দ্বারা তাঁহার সাহসের পরীক্ষা করিতে রাণীকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কহিল যদি কুলীন নিতান্ত সদ্বংশজ হন তবে সিংহ

tened to their advice, and a lion was consequently turned in upon him early the next morning. The Earl awakening out of his sleep, perceived the lion, growling near him. But not in the least daunted, he called out with a commanding voice to the lion: Stand. At these words, it is said the lion crouched at his feet, to the great amazement of his envious enemies, who were looking in upon him from a window. The Earl then seized the lion by his mane, turned him into his cage, and placing his night-cap on his head, came forth without ever casting a look behind him. Then looking round on his adversaries he exclaimed, let him that has noble blood in his veins now go in and fetch my night cap off his head.

25. *Conflict at sea.*

In the year 1756, an English ship of war which carried two hundred men, attacked a French vessel of war, and after a very smart action took her. A few days after, another

তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। রাণী তাহারদের পরা মর্শ শ্রবণ করিলেন এবং পর দিবস অতিপ্রত্যূ ষে কুলীনের সম্মুখে এক সিংহ ছাড়িয়া দেওয়া গেল। কুলীন নিদ্রাহইতে উঠিয়া আপন নিকটে গর্জন করত এক সিংহকে দেখিলেন। কিন্তু তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া অত্যুচ্চৈঃস্বরে সিংহকে কহিলেন যে দাঁড়াও। এমত কথিত আছে যে ইহা কহিবামাত্র সিংহ অতিনম্রুরূপে তাঁহার পদতলের নিকটে বসিল তাঁহার বিপ ক্ষেরা খিড়কী দিয়া উকী মারত তাহা দেখিয়া চ মৎকৃত হইল। অপর কুলীন সিংহের জটা ধ রিয়া তাহাকে আপন পিঁজরাতে ঠেলিয়া দিলেন এবং তাহার মস্তকোপরি আপনার রাত্রির টুপি রাখিয়া পশ্চাৎদিগে একবারও নিরীক্ষণ না করিয়া বাহিরে প্রস্থান করিলেন। অপর আপ নার শত্রুরদিগকে অবলোকন করিয়া কহিলেন যে এখন তোমারদের মধ্যে যাঁহার শিরে সৎকুলী নের রক্ত থাকে তিনি গমনপূর্ব্বক সিংহের মস্তক হইতে আমার সেই টুপি আনুন।

২৫ সমুদ্রের উপরে যুদ্ধ।

১৭৫৬ সালে দুই শত লোকধারি ইংগ্লণ্ডীয় এক যুদ্ধজাহাজ ফ্রান্সীয় এক যুদ্ধজাহাজের উ পরে আক্রমণ করিল এবং শক্ত যুদ্ধের পর তাহা

French vessel, of twice the size of the English vessel, bore down upon her, and having taken the prize, put some of her men into her, and both the French vessels then attacked the English ship ; on this a most desperate engagement ensued, which lasted an hour and a half. In it the French captain, his lieutenant and two-thirds of the crew were killed, and on the side of the English, the Captain, almost all his officers and nearly the whole of the crew lost their lives. The English fought with such gallantry that when their vessel was taken, only twenty-six out of two hundred werealive, and of these sixteen had lost either their arms or legs, and the remaining ten were all wounded.

26. *The Dey of Algiers.*

When Admiral Keppel was sent to the Dey of Algiers to demand the restitution of two ships which had been taken by Algerine pirates, he sailed into the harbour, and cast anchor in front

লইল। কতক দিবসের পর ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজ হইতে দ্বিগুণ বড় অন্য এক ফ্রান্সীয় জাহাজ পালি উড়াইয়া তাহার উপরে ধাবমান হইল এবং হৃত ফ্রান্সীয় জাহাজ পুনর্ব্বার হস্তগত করিয়া তাহাতে আপনার কতক লোক দিয়া ঐ দুই ফ্রান্সীয় জাহাজ ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজের উপরে পড়িল। তাহাতে তুমুল যুদ্ধ ঘটিল এবং তাহা দেড় ঘণ্টা ব্যাপিয়া হইল। তাহাতে ফ্রান্সীয় কাপ্তান ও তাঁহার হুদ্দাদার ও মল্লারদের তিন অংশের দুই অংশ মারা পড়িল। ইংগ্লণ্ডীয়ের দিগে কাপ্তান সাহেব ও সকল হুদ্দাদার ও প্রায় তাবৎ মল্লারা মারা পড়িল। ইংগ্লণ্ডীয়েরা এমত সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন যে তাঁহারদের জাহাজ ফ্রান্সীয়েরদের হস্তগতহওন সময়ে দুই শত লোকের মধ্যে কেবল ছাব্বিশ জন জীবিত রহিল এবং তাহারদের মধ্যে ষোল জনের কাহার হাত ও কাহার পা উড়িয়া গিয়াছিল এবং অবশিষ্ট দশ জনের প্রত্যেকে আঘাতী হইয়াছিল।

২৬ আলজির্সের রাজা।

যখন আলজির্স দেশের বোম্বেটিয়াকর্ত্তৃক হৃত ইংগ্লণ্ডীয় দুই জাহাজের দাওয়াকরণার্থে আডমিরাল কেপল আলজির্সের রাজার নিকটে

of the Dey's palace. He then landed, with only his own Captain and the crew of his barge, and demanded an audience of the Dey. On being introduced to him, the English admiral demanded satisfaction for the injuries which had been done to his Brittanic Majesty's subjects. Surprized at his boldness, the Dey said, he wondered at the insolence of the king of England in sending a beardless boy to menace him. The admiral replied with a smile that if the king of England had reflected that wisdom resided in the beard, he would have sent him a he-goat. Enraged at this reply, the Dey ordered his executioner to attend with the bow string, telling the admiral he should pay for his insolence with his life. Unmoved by this menace, the English admiral took him to the window and opening it, showed him the English ships of war lying at anchor, and said that if he touched a single hair of his head, those vessels would in a sin-

প্রেরিত হইলেন তখন তিনি পালি তুলিয়া বন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজগৃহের সম্মুখে নঙ্গর করিলেন। অপর আপন জাহাজের কাপ্তান সাহেবকে এবং নৌকার মল্লারদিগকে সঙ্গে করিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকরণের অভিপ্রায় জানাইলেন। সাক্ষাৎ হইলে ইংগ্লণ্ডীয় আডমিরল ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের প্রজারদের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার নিশাকরণার্থ দাওয়া করিলেন। তাঁহার সাহসেতে রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কহিলেন যে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ এইরূপে আমাকে ধমকাওনার্থে শ্মশ্রুরহিত এক বালককে পাঠান তাঁহার কিপর্য্যন্ত গর্ব্ব। জাহাজপতি হাস্যকরণপূর্ব্বক কহিলেন যদি ইংগ্লণ্ডের রাজা ইহা ভাবিতেন যে বুদ্ধি শ্মশ্রুতে বাস করে তবে তিনি আপনার নিকটে এক ছাগল পাঠাইতেন। এই উত্তরে রাজা অতিশয় রাগান্বিত হইয়া ফাঁসীর দড়ি লইয়া আপন জল্লাদকে আসিতে আজ্ঞা করিলেন এবং জাহাজপতিকে বলিলেন যে তোমার এই প্রাগল্ভ্যেতে আমি তোমার প্রাণদণ্ড করিব। কিন্তু জাহাজপতি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া রাজাকে খিড়কীর নিকটে লইয়া গেলেন এবং তাহা খুলিয়া তাঁহাকে নঙ্গর করা ইংগ্লণ্ডের যুদ্ধজাহাজ দর্শাইয়া কহিলেন যে যদি তুমি আমার মস্তকের এক কেশ স্পর্শ কর তবে অর্দ্ধ

gle half hour level his palace with the ground. The Dey knowing that what the admiral threatened the English vessels would perform, made immediate restitution for all the losses which the English merchantmen had suffered.

27. *Sailor's wife.*

In one of the engagements between the French and the English, a woman assisted at one of the guns on the ship of the English admiral. The admiral coming up to her enquired who she was, to which she replied that she could not leave her husband and had therefore accompanied him by stealth on the ship; that he was wounded and carried below to the surgeon, and that she was supplying his place at the gun. When the action was over, the admiral reprimanded her for her breach of orders, by coming on board, but rewarded her with ten guineas for so gallantly supplying her husband's place.

ঘণ্টার মধ্যে সেই জাহাজ তোমার রাজবাটী সমভূমি করিবে। রাজা জানিলেন যে জাহাজ পতি তর্জনপূর্ব্বক যাহা কহিতেছে তাহা ইংগ্ল গুীয় জাহাজ অবশ্য সম্পূর্ণ করিবে অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ ইংগ্লণ্ডীয় বণিকেরদের সকল ক্ষতি পূর্ণ করিয়া দিলেন।

২৭ মল্লার স্ত্রী।

ফ্রান্স ও ইংগ্লণ্ডীয়ের এক যুদ্ধে ইংগ্লণ্ডের জাহাজপতির জাহাজে এক জন স্ত্রী লোক তোপের সেবা করিতেছিল। জাহাজপতি তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে। সে প্রত্যুত্তর করিল যে আমি আপন স্বামিকে ত্যাগ করিতে না পারাতে ছলে তাঁহার সঙ্গে জাহাজের উপরে আসিয়াছি. তিনি আঘাতী হইয়া নীচে চিকিৎসকেরদের হস্তে আছেন আমি তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ এই তোপের কার্য্য করিতেছি যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে সে আজ্ঞোল্লঙ্ঘন করিয়া যে জাহাজে আসিয়াছিল ইহাতে জাহাজ পতি তাহাকে চেতাইলেন কিন্তু যে এইরূপ অসম সাহসপূর্ব্বক আপন স্বামির প্রতিনিধি হইয়া কর্ম্ম করিল ইহাতে তাহাকে এক শত টাকা পারিতোষিক দিলেন।

28. *Courage of a soldier.*

In the year 1743, a private in an English regiment of horse at a battle in Germany of the name of Thomas Brown distinguished himself for his intrepidity. After having had two horses killed under him and lost two fingers of his left hand, seeing the regimental standard borne off by one of the enemy, he gallopped into the midst of them and shot the soldier who had the ensign. Then seizing it he thrust it in between his thigh and the saddle, and fought his way alone through the hostile ranks, and though covered with wounds bore it in triumph to his comrades, who rent the air with their cheers. In this valiant exploit, Brown received eight wounds in his face head and neck; three balls went through his hat, and two lodged in his back. He recovered from his wounds so far as to be able again to serve in the army, but being ultimately found disqualified for service, he retired on a pension.

২৮ সৈন্যের সাহস ।

১৭৪৩ সালে ইংগ্লণ্ডীয় অশ্বারূঢ় তামস ব্রৌণ নামক এক জন সিপাহী জর্ম্মণিদেশের এক যুদ্ধেতে সাহসদ্বারা অতিশয় সুখ্যাত হইল । তাহার নীচে দুই অশ্ব হতহওন ও তাঁহার বাম হস্তের দুই অঙ্গুলি গুলিদ্বারা উড়িয়া যাওনের পর সে দেখিল যে তাহার দলের ধ্বজা শত্রুরদের এক জন কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে অতএব আপন অশ্ব লইয়া সে তাহারদের মধ্যে অতিবেগে দৌড়িয়া যে সিপাহীর হস্তে ধ্বজা ছিল তাহাকে গুলি মারিল । তৎক্ষণাৎ সেই ধ্বজা কাড়িয়া লইয়া আপন উরু দেশ ও জিনের মধ্যস্থানে তাহা রাখিয়া একাকী যুদ্ধ করত বিপক্ষেরদের শ্রেণীহইতে আঘাতেতে আবৃত বাহিরে আসিয়া সেই ধ্বজা পুনর্ব্বার আপনার সহযোদ্ধারদের নিকটে জয়ং শব্দে আনিয়া দিল তাহারদেরও জয়ধ্বনি আকাশপর্য্যন্ত ব্যাপিল । এই কীর্ত্তিতে ব্রৌণের মুখ ও মস্তক ও গলদেশের আট স্থানে আঘাত হইয়াছিল তাহার টুপী দিয়া তিন গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং তাহার পৃষ্ঠ দেশে দুইটা গুলি বসিয়াছিল । তথাপি সে এমত স্বাস্থ্য পাইল যে পুনর্ব্বার যুদ্ধকরণক্ষম হইল কিন্তু অবশেষে অক্ষম হইয়া বার্ষিক মুশাহেরা পাইয়া যুদ্ধ ব্যবসায় ত্যাগ করিল ।

29. *Fighting Quaker.*

The Quakers a sect of religionists in England and America, hold it unlawful to fight on any occasion. A few years ago an American vessel was chased by a privateer, on which the captain determined to turn round and fight, although his ship was inferior in size. There was a Quaker passenger on board who refused to assist at the guns, but notwithstanding the shower of bullets continued coolly walk to up and down the deck of the ship. The privateer at length came up to the vessel, and attempted to board her; but the Quaker approaching the first man of the enemy who had entered the ship, seized him by the collar and threw him overboard, saying, Friend, what business hast thou here ?

30. *Fidelity to a fallen master.*

In the year 1688 happened the great revolution in England, by which king James was

২৯ যোদ্ধৃ কোএকর।

ইংগ্লণ্ড ও আমেরিকা দেশে কোএকরনামক এক ধর্ম্মের মতাবলম্বিরা কোন যোগে যুদ্ধ করিতে অযথাশাস্ত্র জ্ঞান করেন। কতক বৎসর হইল আমেরিকীয় এক জাহাজের পশ্চাৎ এক বোম্বেটিয়ার জাহাজ ধাবমান হইল তাহাতে কাপ্তান সাহেব আপন জাহাজ বিপক্ষ জাহাজহইতে ক্ষুদ্র হইলেও তাহা ফিরাইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। সেই জাহাজের উপরে এক জন কোএকর চড়নদার ছিলেন এবং তিনি বন্দুকের কোন কার্য্যকরণে স্বীকৃত হইলেন না কিন্তু বিপক্ষেরদের গোলাবৃষ্টি কিছু না মানিয়া নিশ্চিন্তরূপে জাহাজের উপরে ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে বোম্বেটিয়া জাহাজের অতিনিকটে আসিয়া লোকদ্বারা তাহার উপরে চড়াউ করিতে উদ্যোগ করিল কিন্তু ঐ কোএকর বিপক্ষেরদের যে প্রথম ব্যক্তি জাহাজে প্রবেশ করিল তাহার নিকটে আগমনপূর্ব্বক গলা ধরিয়া তাহাকে জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন হে মিত্র তোমার এখানে কি কর্ম্ম।

৩০ পতিত প্রভুর প্রতি ভক্তি।

১৬৮৮ সালে ইংগ্লণ্ডদেশে রাজপরিবর্ত্তন হইল তাহাতে জেম্‌সনামক বাদশাহ সিংহা

deprived of the throne and king William ad vanced to it. After this change, and the recog nition of William as king by the estates of the realm, it of course became a treasonable offence to correspond with the exiled king. One of the ministers of state, a particular friend of James was detected in corresponding with him. For this offence by the laws of the kingdom he deserved death, but William thought it wiser to make such a man his friend than to destroy him. He therefore sent for the Earl, produced those letters before him, and commending his fidelity to his former master, expressed a warm desire to have him for his friend. Having said this he threw the letters into the fire, and thus delivered the Earl from all fear, for there was no proof of his crime beside the letters. The Earl, delighted with this magnanimity became one of the most faithful servants of the new king.

সনভ্রষ্ট হইলেন ও রাজা উলিয়ম তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। এই পরিবর্ত্তনানন্তর যখন রাজসমাজকর্ত্তৃক উলিয়ম বাদশাহ রাজার ন্যায় স্বীকৃত হইলেন তখন সুতরাং তাড়িত রাজার সঙ্গে লিখনপঠন করণ রাজবিদ্রোহ অপরাধের ন্যায় গণ্য হইল। রাজ্যভ্রষ্ট জেমসের অতি আত্মীয় এক জন মন্ত্রী তাঁহার সঙ্গে লিখন পঠন করণে ধৃত হইলেন। এই অপরাধে তিনি রাজ ব্যবস্থানুসারে প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইলেন বটে কিন্তু উলিয়ম ইহা বুঝিলেন যে তাঁহাকে বিন ষ্টকরাঅপেক্ষা তাঁহাকে আপন মিত্র করা পরা মর্শ সিদ্ধ। অতএব তিনি সেই কুলীনকে আ পন নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার সে চিঠী তাঁহাকে দেখাইলেন এবং তাঁহার প্রাচীন ম নিবের সঙ্গে যে বিশ্বস্ততা করিয়াছিলেন ইহাতে তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে তুমি যে আ মার মিত্র হও ইহা আমার অতিশয় বাঞ্ছা। ইহা কহিয়া তিনি সেই চিঠী অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং এই ক্রিয়াদ্বারা সেই কুলীনকে সকল ভয় হইতে মুক্ত করিলেন যেহেতুক সেই চিঠীব্যতি রিক্ত তাঁহার অপরাধের অন্য কিছু প্রমাণ ছিল না। কুলীন নূতন রাজার এই মহাপুরুষত্ব দেখি য়া আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সকল চাকরেরদের মধ্যে অতিবিশ্বস্ত এক চাকর হইলেন।

31. *Astonishing tenderness of the female sex.*

The duke of Bavaria having made war on the Emperor Conrad, the Emperor beseiged him in his castle, and though the duke defended it to the last extremity, yet he was obliged to capitulate. All those who were in the Castle feared the Emperor's wrath; the wife of the duke, therefore, sent to him to beg that she and the ladies who were with her might be permitted to leave the Castle without any molestation, to proceed to a place of safety and to take whatever they could carry with them. The Emperor fancying that they demanded this favor only to save their gold, silver and jewels, granted his permission. But he was struck with amazement when he perceived the dutchess moving out of the Castle with her husband on her back, and all the ladies, bending beneath the load of their respective lords. The Emperor was touched with the tenderness and courage of the ladies who considered their husbands as their true treasures

৩১ স্ত্রীবর্গের আশ্চর্য্য কোমলান্তঃকরণ

বাবেরিয়ার অধ্যক্ষ কনরাড় বাদশাহের প্রতি
কূলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বাদশাহ তাঁহাকে আপ
ন গড়ে বেষ্টন করিলেন এবং ঐ অধ্যক্ষ শেষাব
স্থাপর্য্যন্ত বাদশাহের আগমন নিবারণ করিয়াও
শেষে আপনার গড় সমর্পণ করিতে হইল। দুর্গ
স্থিত সকল লোক বাদশাহের ক্রোধের বিষয়ে
অতিশয় কম্পান্বিত হইল অতএব ঐ অধ্যক্ষের
স্ত্রী বাদশাহের নিকটে ইহা নিবেদন করিলেন
যে তিনি এবং তাঁহার সমভিব্যাহারি স্ত্রী লো
কেরা নিরুদ্বেগে দুর্গহইতে প্রস্থান করিয়া কোন
নিরাপদ স্থানে যাইতে এবং আপনারদের সঙ্গে
তাহারা যাহা লইয়া যাইতে পারে তাহা লই
য়া যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আপ
নারদের স্বর্ণ ও রৌপ্য ও মণিপ্রভৃতির রক্ষণার্থে
যে সেই স্ত্রী এই অনুগ্রহ চাহিল বাদশাহ ইহা বু
ঝিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। কিন্তু যখন বাদ
শাহ দেখিলেন যে সেই স্ত্রী আপন প্রভুকে স্কন্ধে
করিয়া এবং অন্য সকল স্ত্রী লোক আপন২ স্বা
মির ভারে ভারাক্রান্তা হইয়া নির্গমন করিতেছে
তখন বাদশাহ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। অত
এব এই যে স্ত্রীরা আপনারদের স্বামিকে আপ
নারদের সত্য ধন জ্ঞান করিয়া স্বর্ণ ও মণিপ্রভৃতি

and esteemed them more than gold and jewels. He commended their fidelity, and having treated them with a splendid feast, came to a sincere accomodation with the Duke.

32. *Fidelity of servants.*

When Marius the Roman general returned to Rome, he determined to extirpate his enemies, and despatched his emissaries in every direction to put them to death. The high ways were filled with the monuments of his cruelty. Among other persons whom he sought to slay was Cornutus; but his servants were attached to him with unshaken fidelity. They concealed him in a safe place, and taking a dead body, suspended it by a beam; then putting a gold ring on its fingers pointed it out to the executioners as the body of their master. They afterwards buried it with great pomp; no one suspected the truth, and their master

অপেক্ষা বহুমূল্য বোধ করিয়া এমত সাহস ও কোমলতা প্রকাশ করিল ইহা দর্শনে বাদশাহ স্বয়ং কোমল হইলেন। তিনি তাহারদের ভক্তির অতিশয় প্রশংসা করিলেন এবং তাহারদিগকে উত্তম ভোজ দিয়া অধ্যক্ষের সঙ্গে অত্যকপট সন্ধি করিলেন।

৩২ চাকরের বিশ্বস্ততা।

মারিয়াসনামক রোমাণ সেনাপতি রোম নগরে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার শত্রুরদিগকে উচ্ছিন্ন করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং তাহারদিগকে সংহারকরণার্থে সর্ব্বত্র আপনার পরিচারকেরদিগকে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে রাজপথ তাঁহার নির্দয়তার চিহ্নেতে পরিপূর্ণ হইল। যাহারদিগকে তিনি বধ করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন তাহারদের মধ্যে কর্ণুটস নামে এক জন ছিলেন কিন্তু তাঁহার ভৃত্যেরা অলঙ্ঘনীয় বিশ্বস্ততার দ্বারা তাঁহার সঙ্গে বদ্ধ ছিল। তাহারা তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া একটা মৃত শব কড়ি কাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া রাখিল এবং তাহার অঙ্গুলিতে স্বর্ণের আঙ্গটি দিয়া জল্লাদেরদিগকে কহিল যে ইনি আমারদের প্রভু। অপর তাহারা অতিসমারোহপূর্ব্বক সেই শবের কবর দেওয়াইল এবং কেহ তদ্বিষয়ে কিছু সন্দেহ ক

was in the mean time conveyed beyond the reach of danger.

33. *Damon and Pythias.*

Dionysius the tyrant of Syracuse, a man of unfeeling disposition condemned Damon to death. Damon obtained permission to visit his wife and children, and left his most faithful friend Pythias in his room with this condition, that if he failed to return in three days, his friend should be executed in his stead. Before the appointed time Dionysius visited Pythias in prison, and said, what a fool art thou to have come under such an engagement? Canst thou think that Damon will return and save thy life? My Lord, said Pythias with a firm voice, my friend cannot fail. I am as certain of his fidelity as of my own existence. But I beseech God to preserve his life. I beseech the wind to detain him.

রিল না। ইত্তোমধ্যে তাহারা আপনারদের প্র ভুকে এক নির্ভয় স্থানে লইয়া গেল।

৩৩ ডামন ও পিথিয়স।

সৈরাকুশনামক নগরের অতিনির্দয় রাজা ডৈ য়োনিসিয়স অতিশয় নিষ্ঠুরস্বভাবক হইয়া ডাম নের প্রাণদণ্ডের হুকুম করিলেন। ডামন আ পন স্ত্রী ও সন্তানেরদিগকে দর্শন করিতে অনুম তি পাইয়া আপনার অতিবিশ্বস্ত মিত্র পিথিয়সকে এই নিয়মে আপন প্রতিনিধি রাখিয়া গেলেন যে যদি তিনি তিন দিবসের মধ্যে ফিরিয়া না আ ইসেন তবে তাঁহার বিনিময়ে তাঁহার এই মিত্রের প্রাণদণ্ড হইবে। নিয়মিত কাল গত না হইতে ডৈয়োনিসিয়স কারাগারে পিতিয়সের সঙ্গে দে খা করিয়া কহিলেন যে এই নিয়ম করাতে তো মার কি উন্মত্ততা হইয়াছে তুমি কি মনে ক রিতেছ যে ডামন কখন ফিরিয়া আসিয়া তো মার প্রাণ রক্ষা করিবে। পিথিয়স অগভীরস্ব রে কহিলেন যে হে মহাশয় আমার মিত্র ক দাচ আসিতে ত্রুটি করিবেন না আপনার জীব নের বিষয়ে যেমন প্রত্যয় রাখি তেমন তাঁহার প্রত্যয়ের উপরে রাখি কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে আ মার এই প্রার্থনা যে তিনি তাঁহার প্রাণ রক্ষা ক রেন বায়ুর নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে তিনি

May he not arrive till by my death I have saved his life, which is of so much more value than mine. My life is of little service. His is valuable to his friends, to his wife, to his children. I have only one wish, that he may be detained by adverse circumstances till the period for his arrival has passed. The tyrant was struck with astonishment at this magnanimity. He endeavoured to speak, but his voice failed him, and he retired.

At length the day for the execution arrived, but Damon had not returned. Pythias was brought out of prison and with a cheerful countenance ascended the scaffold, and thus addressed the assembled people, God has heard my prayers and is propitious to me. The winds have been contrary. Damon could not arrive; he will certainly be here to-morrow, and my blood shall ransom that of my friend. As he finished these words, a noise was heard at the extremity of the crowd, and a voice arose from a distance

তাহাকে আটক করেন। আমার প্রাণাপেক্ষা তাঁ
হার বহুমূল্য প্রাণ আমি আপনার মৃত্যুর দ্বারা
যেপর্য্যন্ত রক্ষা করি সেপর্য্যন্ত তিনি ফিরিয়া না
আইসুন। আমার প্রাণের অল্প প্রয়োজন কিন্তু
তাঁহার প্রাণ তাঁহার মিত্র স্ত্রী সন্তানাদির নিমি
ত্তে অত্যাবশ্যক। আমার কেবল এক বাঞ্ছা আ
ছে যে তিনি কোন দুর্যোগক্রমে প্রত্যাগমনের নি
য়মিত কালগতহওনপর্য্যন্ত আটক থাকেন। নির্দয়
রাজা এই মহাত্মতা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ ক
রিলেন ও বাক্‌রোধ হইয়া সেখানহইতে প্রস্থান
করিলেন।

অপর দণ্ডের নিয়মিত দিন আগত হইল কিন্তু
ডামন পঁহুছিলেন না। অতএব পিথিয়স কা
রাগারহইতে আনীত হইয়া প্রফুল্ল বদনে মৃত্যুর
মঞ্চের উপরে আরোহণ করিয়া একত্রীভূত লো
কেরদের নিকটে এই প্রসঙ্গ করিলেন ঈশ্বর আমার
প্রার্থনা শুনিয়াছেন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হ
ইয়াছেন। বায়ু তাঁহার প্রাতিকূল্য করিয়াছেন
ডামন প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। কল্য
তিনি অবশ্য এই স্থানে উপস্থিত হইবেন এবং
আমার রক্তপাতে আমার মিত্রের প্রাণরক্ষা হ
ইবে। এই কথা সমাপ্ত করিবামাত্র জনতার অ
ন্তভাগে এক জনরব হইল এবং অতিদূরহইতে
এই শব্দ শুনা গেল যে রহ জল্লাদ রহ। তাহাতে

exclaiming, stop, executioner, stop. A man came up covered with dust and sweat, and in an instant leaped off his horse, and ascending the scaffold, embraced Pythias. This was Damon; he instantly exclaimed, you are safe my friend, you are safe. But Pythias instead of testifying any pleasure at his arrival exclaimed, by what cruel haste have you arrived here to die? Why did not the winds detain you one hour longer? But since I cannot die to save you, I will die to accompany you. Dionysius the tyrant who was present was touched with the scene; he descended from his throne, and ascending the scaffold said, live, ye incomparable friends, live; you have demonstrated that virtue still lives in the world. Live happy in your friendship; but grant me this favor; receive me into the number of your friends, and let me participate in a friendship of so divine a character.

ধূলাতে ও ঘর্ম্মেতে আবৃত এক ব্যক্তি ত্বরায় আসিয়া তৎক্ষণাৎ আপন অশ্বহইতে নামিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক মৃত্যুর মঞ্চের উপরে উঠিয়া পিথিয়সকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। এই যে ব্যক্তি তিনি ডামন তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে হে মিত্র তোমার আর ভয় নাই ভয় নাই। কিন্তু পিথিয়স তাহার আগমনে কিছু তুষ্টি প্রকাশ না করিয়া কহিলেন যে কি নির্দ্দয় ক্রিয়া করিয়া বেগগমনপূর্ব্বক তুমি মরণার্থে এখানে পঁহুছিয়াছ। বায়ু কি নিমিত্তে তোমাকে আর এক ঘণ্টা স্থগিত রাখেন নাই। কিন্তু যদি আমি তোমাকে রক্ষা করণার্থে মরিতে না পারি তথাপি তোমার সঙ্গে অবশ্য মরিব। নিষ্ঠুর রাজা যে ডৈয়োনিসিয়স তিনি তৎসময়ে সেখানে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইহা দর্শনে তাঁহার প্রাণ একেবারে কোমল হইল। তিনি আপন সিংহাসনহইতে নামিয়া মৃত্যুর মঞ্চের উপরে আরোহণপূর্ব্বক কহিলেন যে হে অদ্বিতীয় মিত্রেরা জীবৎ থাক জীবৎ থাক সুজনতা যে অদ্যাপি পৃথিবীতে বাস করেন ইহা তোমরা আমাকে দর্শাইয়াছ। মিত্রের আলিঙ্গনে তোমরা বাস কর কিন্তু আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে আপনারদের মধ্যে গণ্য কর যে আমি এই মত ধার্ম্মিক মিত্রতার সম্ভোগী হই।

33. *Royal Guardian.*

Henry king of Sicily, left at his death his son John, a child 22 months old, and entrusted the guardianship of him to his brother Ferdinand. No man enjoyed a fairer character than Ferdinand. He was wise and resolute in action, mild in his manners, distinguished among honorable men. The eyes therefore of the whole people were turned upon him as the man best calculated to govern the kingdom. But Ferdinand had no other desire than that of administering the government on behalf of his infant nephew. He was repeatedly requested to take upon himself the crown, but he never listened to this request. When some of the nobles made this proposition to him, he reproved them with indignation, and told them that as his nephew was too young to defend his own right, they and he were the more bound to maintain it. He was one day informed, that the nobles intended in public council on the next day, to propose his taking the crown up-

৩৩ রাজকীয় টর্ণি।

সিসিলির রাজা হেনরি আপন মৃত্যুকালে জান নামক বাইশ মাসের এক বালক রাখিয়া এবং ফরডিনাগুনামক আপন ভ্রাতাকে টর্ণি করিয়া পরলোকগত হন। ফরডিনাগু অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তি শিষ্টাচারবিষয়ে অধিক খ্যাত ছিল না। কর্ম্মচালানে তিনি বুদ্ধিমান ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন ব্যবহারে অতিকোমল সম্ভ্রমজনক কর্ম্মকারির শিরোমণি। অতএব রাজ্যের সমস্ত লোকেরা তাঁহাকে রাজ্যের ভার লওনে অত্যুপযুক্ত বুঝিয়া তাঁহার উপরে দৃষ্টি রাখিল কিন্তু ফরডিনাগু আপন বালক ভ্রাতুষ্পুত্রের নিমিত্তে রাজকীয় ব্যাপার চালাওনবিনা অন্য কোন ইচ্ছা প্রতিপালন করেন নাই। লোকেরা বারম্বার তাঁহাকে মুকুট ধারণ করিতে মিনতি করিল কিন্তু তিনি সে মিনতি কদাচ শ্রবণ করিলেন না। যখন কুলীনেরদের মধ্যে কেহ এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেন তখন তিনি তাঁহারদিগকে ক্রোধপূর্ব্বক তর্জন করিতেন এবং কহিতেন যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বাল্যপ্রযুক্ত আপন অধিকার রক্ষাকরণে অক্ষম অতএব তাহার অধিকার বজায় রাখিতে তোমারদের ও আমার অধিক উচিত। এক দিন তিনি শুনিলেন যে আপন মস্তকে মুকুট ধারণ করেন এই বিষয় কুলীনেরা রাজসভাতে পর দিবসে প্রসঙ্গ করিবেন অত

on himself. He therefore came prepared to the assembly. On arriving there, one of the nobles getting up, thus addressed him, whom Ferdinand is it your pleasure that we should declare king? He replied, whom but John the son of my brother? Drawing forth the infant prince from under his cloak he said, who but this infant ought to be declared king? Then lifting him upon his shoulders he said, God save king John, God save king John. He immediately ordered the royal banner to be unfurled, and placing the infant upon the throne, cast himself prostrate before him and saluted him as king. All the nobles astonished at this fidelity, followed his example.

34. *The king and the hawk.*

The Persians relate of one of their kings that being one day on a hunting party with his hawk, a deer started up before him; he followed it with great eagerness till it was taken.

এব তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিয়া সভায় গমন করিলেন। তথায় পঁহুছিলে কুলীনেরদের এক জন উঠিয়া তাঁহাকে ইহা কহিলেন যে হে করভিনাণ্ড তোমার পরামর্শে আমরা কাহাকে রাজার ন্যায় প্রকাশ করিব। তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জানবিনা কাহাকে প্রকাশ করিবা। ইহা কহিয়া তিনি আপন পোশাকের তলহইতে সেই বালককে বাহির করিয়া কহিলেন যে এই বালক বিনা আর কাহাকে রাজা করিতে উচিত। অপর তিনি সেই বালককে আপনার স্কন্ধে করিয়া কহিলেন যে ঈশ্বর জান্ রাজাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন। অনন্তর রাজধ্বজা বিস্তার করিতে হুকুম করিয়া সেই বালককে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইলেন ও আপনি অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বাদশাহের ন্যায় মানিলেন। কুলীনেরা তাঁহার বিশ্বস্ততায় চমৎকৃত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন।

৩৪ বাদশাহ ও শ্যেনপক্ষী।

পারসীরা আপনারদের এক বাদশাহের বিষয়ে ইহা কহে যে এক দিবস তিনি আপন শ্যেনপক্ষী লইয়া মৃগয়াকরণার্থে গমন করিলে একটা হরিণ তাঁহারসম্মুখে দৃষ্ট হইল তাহাতে বাদশাহ

The courtiers were left behind in the chase. The king being thirsty, rode about in search of water. At length discovering some trickling down from a rock, he took a little cup and held it to catch the water. Just as the cup was filled and he had raised it to his lips, the hawk shook his pinions and overset. The king was moved at this and again applied the cup to the rock to catch the water. When the cup was replenished and he was lifting it to his mouth, the hawk clapped his wings and threw it down a second time. The king being now enraged, dashed the bird with such violence against the ground, that it expired.

At this moment, the king's servants arrived. Having a great desire to taste the water but unable to wait till it was collected in drops, he ordered his servant to go and fill the cup at the fountain head. The servant on reaching the

ব্যগ্রতাপূর্ব্বক হরিণ না মারণ পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিলেন। মৃগয়াকরণে বাদশাহের অমাত্যেরা পিছে পড়িল। বাদশাহ অতিশয় পিপাসিত হইয়া ইতস্ততো জলের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন অপর তিনি পর্ব্বতহইতে বিন্দু২ জল নির্গত হইতেছে ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নীচে ক্ষুদ্র এক পাত্র রাখিয়া নির্ঝরিত জল ধরিতে লাগিলেন কিন্তু যেমন পাত্র পরিপূর্ণ হইলে আপন ওষ্ঠ স্পর্শ করান তেমনি ঐ শ্যেনপক্ষী আপন পক্ষদ্বারা তাহা উল্টিয়া ফেলে। বাদশাহ ইহাতে বিরক্ত হইয়া ঐ পাত্রেতে পুনর্ব্বার জলধরণার্থে পর্ব্বতের নীচে তাহা রাখিলেন কিন্তু যেমন পাত্র পরিপূর্ণ হইল এবং বাদশাহ তাহা আপন মুখে তুলিলেন তেমন শ্যেনপক্ষীও আপনার ডেনার দ্বারা পুনর্ব্বার তাহা ফেলিয়া দিল। বাদশাহ তাহাতে রাগান্বিত হইয়া পক্ষিকে মৃত্তিকার উপরে এমত আছাড় মারিলেন যে তাহাতে পক্ষী পঞ্চত্ব পাইল।

এতৎ সময়ে বাদশাহের অমাত্যগণেরা সেই স্থানে পঁহুছিল। জল চাকিতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া এবং যেপর্য্যন্ত বিন্দু২ করিয়া জল একত্র করা যায় সেপর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি আপন ভৃত্যকে পর্ব্বতের জলোৎপত্তির স্থানহইতে পাত্র পরিপূর্ণ করিতে আজ্ঞা

top of the rock found an immense serpent lying dead and his poisonous foam mixing with the water as it rolled down. He descended and related the circumstance to the king, and poured out water for him from his own flagon. As the king lifted the cup to his lips, the tears gushed from his eyes; he remembered the circumstances of the hawk and reproached himself for his own anger in having put to death so faithful a bird, and for the rest of his life always appeared melancholy.

35. *A Faithful Servant.*

When king James the 2nd. of England was driven from the throne of his ancestors and retired into France, he was followed with fidelity by a Lady of good family but of ruined fortune. She was compelled gradually to dismiss all her servants till her footman who had lived with her for twenty years alone was left. She called him one day and told him that she was unable to keep him any longer,

করিলেন। চাকর পর্ব্বতের শৃঙ্গে পঁহুছিয়া দে খিল যে মৃত একটা বৃহৎ সর্প সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার বিষযুক্ত ফেণা পতন শীল জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইতেছে। সে নামি য়া এই সকল বৃত্তান্ত বাদশাহকে কহিয়া আপন মশকহইতে কিঞ্চিৎ সলিল বাদশাহকে দিল। বাদশাহ যেমন সেই পাত্র আপন ওষ্ঠের নিকটে তুলিলেন তেমন তাঁহার অশ্রু নির্গত হইল। অপর শ্যেন পক্ষির সকল বিবরণ স্মরণ করিয়া তিনি রাগ করিয়া যে এমত বিশ্বস্ত পক্ষিকে হত করিয়াছি লেন ইহাতে আপনাকে অতিশয় ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং তাহার পর তাঁহার যাবজ্জী বন তিনি ম্লানবদনে থাকিলেন।

৩৫ বিশ্বস্ত ভৃত্য।

ইংগ্লণ্ডের দ্বিতীয় জেম্স রাজা আপন পৈ তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া ফ্রান্সদেশে গমন ক রিলে উত্তম কুলজাতা কিন্তু যোত্রহীনা এক স্ত্রী বিশ্বস্ততাপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে গেল। ঐ স্ত্রীর ক্রমে২ আপন সমুদয় চাকরেরদিগকে বিদায় করিতে হইল এবং কেবল তাহার সঙ্গে বিংশ তি বৎসর অবস্থিতিকারী অবশিষ্ট এক চাকর থাকিল। এক দিবস তিনি তাহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে ইহার পর তোমার প্রতি

He replied that he would live and die in her service, let what would happen ; his mistress told him that she was totally ruined, that she had sold every thing she possessed and was obliged to seek for service for her own maintenance But her servant vowed that he would not quit her and brought her all that he had saved for twenty years. He then engaged himself in the service of a brazier, at four pice a day. Every evening he brought his wages to his mistress, and thus supported her for four years.

36. *Singular Fidelity.*

One of the descendants of James the second who had been deposed, endeavoured in the year 1745 to recover his paternal throne, but being defeated in battle, the king of England offerd a reward of three lacs of rupees to any one who should discover him and deliver him up. He took refuge with two common thieves, who protected him with fidelity and

পালনকরা আমার অসাধ্য সে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল যাহা হউক কিন্তু তোমার সেবাকরত আমি মৃত্যুপর্য্যন্ত থাকিব। তাহার মনিব কহিলেন যে আমি নিতান্ত যোত্রহীনা আমার যাহা ছিল তাহা বেচিয়াকিনিয়া খাইয়াছি এবং আমার আপন ভরণপোষণার্থে এখন চাকরীর চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার চাকর বিশ বৎসর পর্য্যন্ত যে কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা সমুদয় ঐ স্বামিনীর নিকটে আনিয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল যে কদাচ তোমাকে পরিত্যাগ করিব না পরে দৈনিক চারি পয়সা বেতনে এক জন কাঁসারির সেবা করিতে লাগিল। প্রতিদিন বৈকালে আপন স্বামিনীকে আপন সেই মাহিয়ানা আনিয়া দিয়া এইরূপে চারি বৎসরপর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিপালন করিল।

৩৬ অত্যাশ্চর্য্য বিশ্বস্ততা।

ইংগ্লণ্ডের যে দ্বিতীয় জেম্‌স রাজা সিংহাসন চ্যুত হইয়াছিলেন তাঁহার এক সন্তান ১৭৪৫ সালে আপন পৈতৃক সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইলে ইংগ্লণ্ডদেশের বাদশাহ এইমত ঘোষণা করাইলেন যদ্যপি কেহ তাঁহাকে ধরিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করে তবে সে তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক পাইবে জেম্‌সের ঐ সন্তান দুই জন ডাকাইতের

robbed for his support. From their house he escaped into France. A short time after, one of these men who had resisted the reward of three lacs of rupees lest he should commit a breach of faith, was hanged for stealing a cow of the value of fifteen Rupees.

37. *Changing one's religion.*

When one of the kings of France solicited one of his chief counsellors to change his religion and to embrace the same faith with his master, promising to give him as a reward a high post in the government, he nobly replied, If I could betray my God for a place in the Government, I might betray my sovereign for a smaller thing; if I become unfaithful to God, how can I remain faithful to you.

38. *Columbus.*

When Columbus after the most astonishing perseverance, had discovered America and

গৃহে আশ্রয় লইলেন তাহারা অতিশয় বিশ্বস্ততা রূপে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিল এবং তাঁহারপ্র তিপালনের নিমিত্তে তাহারা প্রতিদিন ডাকাইতী করিল। তাহারদের গৃহহইতে তিনি ফ্রান্স দেশে পলায়ন করিলেন। কিছু কালের পরে ঐ দুই দস্যুর মধ্যে এক জন যে বিশ্বস্ততা উল্লঙ্ঘনকরণের ভয়েতে তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক হেয় জ্ঞান করিয়াছিল সে পনের টাকার এক গরু চুরী করা তে ফাঁসী পাইল।

৩৭ মত পরিবর্ত্তনকরণ।

যখন ফ্রান্সদেশের এক জন রাজা আপনার প্রধান এক মন্ত্রিকে তাহার ধর্ম্ম পরিত্যাগকরণ পূর্ব্বক আপনধর্ম্মাবলম্বন করিতে রাজ্যের মধ্যের উচ্চ পদের লাভ দর্শাওনেতে প্রবৃত্তি জন্মাই লেন তখন তিনি এই উত্তম প্রত্যুত্তর করিলেন যে যদি আমি রাজ্যের মধ্যে উচ্চ পদপ্রাপণের লো ভে স্বীয় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি তবে যৎকিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে আমি স্বীয় রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসী যদি হই তবে তোমার প্রতি কিরূপে বিশ্বাসী হইব।

৩৮ কলম্বস।

যখন কলম্বস অত্যাশ্চর্য্য স্থির মনস্কতাপ্রযুক্ত

thus added a new world to the dominion of his king, instead of receiving a reward, he was brought home in chains, by order of his king. The Captain of the vessel knowing his character and dignity offered to take off his chains and to make his passage easy, but Columbus while he thanked him for his kindness, refused it, saying that these chains were the rewards and honors which he had received from his king whom he had served as faithfully as he had served his God. These marks of honor he would keep till his death.

39. *Faithfulness of a servant.*

By a law of Persia, the king was allowed to go as frequently as he desired into the haram of his subjects. Shah Abas, one of the kings of Persia, after being intoxicated at the house of one of his friends, attempted to enter the apartment of his ladies, but was stopped by the door-keeper, who said that no one besides the master should enter there, while he was the

আমেরিকা দেশ দর্শন করিয়া আপন রাজার অ
ধিকারের মধ্যে এক নূতন পৃথিবী সংযুক্ত করি
লেন তখন সেই বাদশাহের নিকটহইতে পারি
তোষিক না পাইয়া বরং তাঁহার হুকুমে শৃঙ্খলে
বদ্ধ হইয়া তিনি স্বদেশে আনীত হইলেন। জা
হাজপতি তাঁহার আচার ও প্রতাপ জানিয়া
শৃঙ্খল মুক্ত করিতে এবং সমুদ্রপথে তাঁহার
গমন সহজ করিতে প্রসঙ্গ করিলেন কিন্তু কলম্বস
তাহাতে এই উত্তর করিলেন যে তোমার এই
সদাশয়ের বিষয়ে আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ হইলাম
কিন্তু তাহা গ্রহণে অক্ষম। যে রাজাকে আমি আ
পনার ঈশ্বরের ন্যায় বিশ্বস্ততারূপে সেবা করি
য়াছি সেই রাজা পারিতোষিক ও সম্ভ্রমের উপ
লক্ষে আমাকে এই শৃঙ্খল দিয়াছেন অতএব এই
সম্ভ্রমসূচক চিহ্ন আপন মৃত্যুপর্য্যন্ত রাখিব।

৩৯ চাকরের বিশ্বস্ততা।

পারসীদেশের এক ব্যবস্থাতে ইহা লিখিত আ
ছে যে বাদশাহ ইচ্ছা করিলে প্রজার অন্তঃপুরে
যাইতে পারেন। ঐ দেশের শাহ আবাসনামক
এক রাজা আপন মিত্রের নিকেতনে মত্ত হইয়া
তাহার অন্তঃপুরে যাইতে উদ্যোগ করিলেন কিন্তু
দ্বারপাল তাঁহাকে এইরূপ উত্তর করিয়া স্থগিত
করিল যে আমি যত কাল এই দ্বার রক্ষা করি
তত কাল আমার প্রভুভিন্ন অন্য কেহ এ অন্তঃ

porter. The king replied; dost thou not know me? yes, answered the porter, I know you are king of the men, but not of the women. Shah Abbas pleased with the fidelity of the servant, returned to his own palace. His friend on hearing of the circumstance, immediately repaired to the king, and falling at his feet begged pardon for his domestic, whom he said he had already dismissed from his service for his stupidity. I am very glad to hear it, replied the king, for I shall now take him into my own service.

40. *Roman Captives.*

In the war between Hannibal, the Carthaginian general and the Romans, ten Romans were taken prisoners. Hannibal sent them to the Roman senate to propose an exchange of prisoners. Before their departure, they engaged by an oath to return to the camp of the Carthaginians if their errand were unsuccessful. The senate rejected the proposal of Han-

পুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। বাদ
শাহ কহিলেন যে কি আমাকে চিনিস না তাহাতে
দ্বারপাল কহিল যে আপনি নরপতি বটে কিন্তু
স্ত্রীপতি নহেন বাদশাহ ভৃত্যের বিশ্বস্ততায় অতি
শয় সন্তুষ্ট হইয়া আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করি
লেন। তাঁহার মিত্র এই বিষয় অবগত হইলে
তৎক্ষণাৎ বাদশাহের নিকটে গিয়া তাঁহার পদত
লে পড়িয়া আপন ভৃত্যের অপরাধের বিষয়ে ক্ষমা
প্রার্থনা করিয়া কহিলেন যে তাহার নির্বুদ্ধিতাপ্র
যুক্ত তাহাকে চাকরীহইতে দূর করিয়া দিয়াছি।
বাদশাহ উত্তর করিলেন যে ইহা শ্রবণে আমি
অতিসন্তুষ্ট হইলাম যেহেতুক আমি তাহাকে
এইক্ষণে আপনার চাকরের মধ্যে রাখিব।

৪০ রোমাণেরদের যুদ্ধলব্ধ সৈন্য।

কার্থাজের সেনাপতি হানিবালের রোমাণের
দের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে দশ জন
রোমাণ ধৃত হইল। হানিবাল তাহারদিগকে উভ
য়পক্ষে যুদ্ধলব্ধ সৈন্যেরদের পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গ
করিতে রোমাণেরদের মহাসভার নিকটে প্রেরণ
করিলেন। প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে তাহারা প্রত্যেক
জন শপথকরণপূর্ব্বক কহিল যে তাহারদের প্রতি
জ্ঞাত কর্ম্ম যদি নিষ্ফল হয় তবে তাহারা কার্থা
জেরদের ছাউনিতে ফিরিয়া আসিবে। রোমাণের

nibal, and nine of the prisoners honorably returned to deliver themselves up to him; but the tenth refused to return on pretence that he had already fulfilled his oath; for after setting out on his journey he had pretended to return to fetch something from the camp of the enemy. The senate however disclaimed this deceit, and commanded him to be delivered up to the Carthaginians.

41. *Honorable Reply.*

King Edward the 4th, of England, sent one of his generals Herbert to reduce a castle in Wales. On arriving there he found it so strong that he despaired of taking it except by blockade or by famine. The Commander of the fort at length agreed to surrender, on condition that he would use his utmost endeavor to save his life. This the general promised to do.

দের মহাসভা হানিবালের প্রসঙ্গ হেয় জ্ঞান করি লেন এবং মৃত ব্যক্তিরদের মধ্যে নয় জন আপ নারদের সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আপনারদিগকে বিপক্ষের হস্তে পুনঃসমর্পণ করি ল। কিন্তু দশম ব্যক্তি এই ছলে প্রত্যাগমন করি তে অস্বীকার করিল যে আমি আপনার শপথ ইহার পূর্ব্বে পরিপূর্ণ করিয়াছি কেননা যাত্রা করণের পর কোন এক দ্রব্য আনয়নের ছলে বিপক্ষেরদের ছাউনিতে ফিরিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু মহাসভা এইপ্রকার প্রতারণা তুচ্ছ করিয়া তাহাকে কার্থাজেরদের হস্তে সমর্পণ করিতে হ কুম দিলেন।

৪১ সম্ভ্রমজনক প্রত্যুত্তর।

ইংগ্লণ্ডদেশের চতুর্থ এডবার্ডনামক রাজা হর বর্টনামক আপনার এক সেনাপতিকে উএল্স প্র দেশের এক দুর্গ আক্রমণার্থে প্রেরণ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে দুর্গ এইমত দৃঢ় যে তাহা অব রোধপূর্ব্বক অথবা দুর্গস্থেরদের আহার নিবা রণ বিনা লওয়া ভার। অবশেষে কিল্লাদার তাঁহার হস্তে এই নিয়মে দুর্গ সমর্পণ করিতে প্রসঙ্গ করিল যে তিনি তাহার প্রাণ রক্ষাকর ণার্থে যথাসাধ্য উদ্যোগ করিবেন। রাজার সেনাপতি ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। অপর

When therefore the castle had been given up, the general conducted the commander to the king and begged that his life might be spared, saying, that it was in expectation of this favor that he had delivered up a fortress which he might have defended The king replied that his commission did not authorize him to promise a pardon; that in having delivered up the hostile commander he had done his duty; and that the sparing of his life depended on the king's pleasure. Herbert replied that he had engaged to do the utmost in his power to save his life, which he had not yet done; he therefore humbly besought his majesty to do one of two things; either to replace the commander in the fort and command some one else to take him out; or to take his own life in lieu of that of the commander, since that was the last thing he could do to redeem his promise. The king finding Herbert so very importunate, pardoned the commander, but bestowed no reward on his faithful general.

দুর্গ এইরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইলে সেনাপতি কিল্লাদারকে বাদশাহের নিকটে লই য়া গিয়া ইহা কহিয়া তাহাকে বাঁচাইতে মিন তি করিলেন যে প্রাণরক্ষার আশাতে যে কিল্লা হইতে আমাকে সে অবরোধ করিতে পারিত সেই কিল্লা আমার হস্তে সমর্পণ করিল। বাদ শাহ কহিলেন যে প্রাণদণ্ডের ক্ষমার অঙ্গীকার করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই। শত্রু কিল্লাদারকে আমার নিকটে সমর্পণ করাতে তো মার কার্য্যসিদ্ধি হইল কিন্তু তাহার প্রাণদণ্ডের ক্ষ মাকরণে কেবল বাদশাহের ইচ্ছার অপেক্ষা রা খে। হরবর্ট উত্তর করিলেন যে আমি তাহার নি কটে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে আমি যথাসাধ্য তোমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব সেই যথা সাধ্য উদ্যোগ অদ্যাপি হয় নাই অতএব আমি ম হারাজের নিকটে এই মিনতি করি যে মহাশয় হয় ঐ কিল্লাদারকে ঐ কিল্লায় পুনর্ব্বার স্থাপন ক রিয়া সেখানহইতে তাহাকে বাহির করিতে অন্য কাহাকে হুকুম দেন নতুবা তাহার পরিবর্ত্তে আ মার প্রাণ লন। এই বিনা আমি আপনার অঙ্গী কার পূর্ণ করিতে অন্য কোন উপায় দেখি না। বা দশাহ যখন দেখিলেন যে হরবর্ট সেনাপতি তাঁহা কে ছাড়ে না তখন কিল্লাদারের প্রাণ দণ্ড ক্ষমা করিলেন কিন্তু আপন বিশ্বাসি সেনাপতিকে কিছু পারিতোষিক দিলেন না।

42. *Astonishing instance of fidelity.*

Peterborough, a noble English General, was engaged together with a German general in besieging the town of Barcelona. The Governor offered to capitulate, and came to the gates to settle the conditions with the English General. Before the articles were signed, loud shouts were heard in the streets; on which the governor reproached the general saying, while we are settling the terms of capitulation with unsuspecting honor, your soldiers are faithlessly entering the town by the ramparts, and are committing every kind of outrage. You do injustice to the English, said the general; the treachery is committed by the German troops, my allies, but permit me to enter the town, and I will immediately repress the outrage, and faithfully return to the gates of the town and finish the terms of capitulation.

The English General made this proposal with so great appearance of truth, that the Governor accepted it with confidence. Peterbo-

৪২ আশ্চর্য্য বিশ্বস্ততা।

ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি পিতরবরনামক এক জন কুলীন জর্ম্মণিদেশীয় এক সেনাপতির সহকারিতা করণ সময়ে বার্সিলোনানামক নগর বেষ্টন করিলেন। নগরাধ্যক্ষ নগর সমর্পণ করিতে প্রসঙ্গ করিল এবং ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতির সঙ্গে তদ্বিষয়ের নিয়ম নিশ্চয়করণার্থে নগরের দ্বারপর্য্যন্ত আগমন করিল। নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না হইতে নগরের রাস্তার মধ্যে অতিশয় কোলাহল শুনা গেল তাহাতে নগরাধ্যক্ষ ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিকে অতিশয় তিরস্কারপূর্ব্বক কহিল যে আমরা যে কালে নিঃসন্দেহরূপে সম্ভ্রমপূর্ব্বক তোমার স্থানে নগর সমর্পণের নিয়ম স্থির করিতেছি সেই কালে তোমার সৈন্যেরা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক নগরের প্রাচীর ডিঙ্গিয়া সকল প্রকার অত্যাচার করিতেছে। সেনাপতি প্রত্যুত্তর করিলেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিষয়ে অন্যায় বোধ করিতেছ সেই বিশ্বাসঘাতকতা আমার সহকারি জর্ম্মণি সৈন্যেরদের দ্বারা হইতেছে কিন্তু আমাকে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলে আমি এ সকল অত্যাচার নিবারণ করিব এবং বিশ্বাসরূপে নগরের এই দ্বারে ফিরিয়া আসিয়া সমর্পণের নিয়ম সকল সম্পূর্ণ করিব।

ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতিএই প্রসঙ্গ এইমত করিলেন যে তাঁহার সত্যতার বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকিল

rough hastened to the streets, where he found the German soldiers pillaging the houses of the principal inhabitants. He drove them away, and obliged them to leave the booty they were carrying off. After having thus quieted every disturbance, he left the city and coming back to the gates, concluded the terms of the capitulation as had been previously agreed on. The Spaniards were surprized at the fidelity of the English, for they had formerly been accustomed to treat them as barbarians.

43. *School boy friendship.*

Of two young men who had been educated at Eton, a celebrated school in England, the one became one of the principal ministers of the king of England in 1715. The other had joined a rebellion in Scotland, and being taken in arms against the king was condemned to death. His former associate besought the king for his life, but his request was refused. On

না এবং নগরাধ্যক্ষ অতিশয় প্রত্যয়পূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য করিল। অপর পিতরবর অতিশীঘ্র নগরের রাস্তায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে জর্ম্মণি সৈন্যেরা নগরের প্রধান লোকেরদের গৃহ লুঠ করিতেছে। তিনি সেখানহইতে তাহারদিগকে তাড়াইয়া দিয়া যে লুঠিত বস্তু তাহারা লইয়া যাইতেছিল তাহা সেই স্থানে রাখাইলেন। এই রূপে সকল অত্যাচার নিবারণ করিলে তিনি নগর ত্যাগ করিয়া দ্বারের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া তাহার পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে নগর সমর্পণের নিময় সাঙ্গ করিলেন। স্পানিয়ারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বিশ্বস্ততা দেখিয়া চমৎকার বোধ করিল যে হেতুক পূর্ব্বে তাহারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে অসভ্যের মধ্যে গণ্য করিত।

৪৩ সমাধ্যায়ির মিত্রতা।

ইটননামক ইংগ্লণ্ডদেশের প্রসিদ্ধ এক বিদ্যালয়ে দুই যুবা একত্র পাঠ করিত পরে তাহারদের মধ্যে এক জন ১৭১৫ সালে ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের এক প্রধান মন্ত্রী হইলেন। অন্য ব্যক্তি স্কটলণ্ডদেশে রাজবিদ্রোহী এক উদ্যোগের অংশী হইলও আপন বাদশাহের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণে ধৃত হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল। তাহার প্রাচীন সমাধ্যায়ী ঐ মিত্রের প্রাণরক্ষার্থে

which he threatened to resign his situation if the life of his friend was not spared. This menace produced the desired effect. The life of his friend was granted, and he sent him a considerable sum of money.

44. *A singular legacy.*

An old bachelor in the south of France famous for his wealth and avarice was shunned and hated by every one. He required such attention from his servants as few were disposed to pay; and instead of wages only flattered them with hopes of being remembered in his will. With these hopes, however, he could scarcely prevail on any one to continue with him more than a month; and at length his character became so notorious that master as he was of immense wealth, he could not obtain the service of the meanest individual. He therefore devised this expedient.

বাদশাহের নিকটে অনেক মিনতি করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা বিফলা হইল। তাহাতে তিনি তর্জন করিয়া কহিলেন যে আমার মিত্রের প্রাণরক্ষা যদি না হয় তবে আপন পদ ত্যাগ করিব। এই ভয় প্রদর্শানেতে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইল যেহেতক তাঁহার মিত্রের প্রাণদণ্ডের ক্ষমা করা গেল এবং তিনি ভাঁহার নিকটে অনেক টাকা প্রেরণ করিলেন।

৪৪ আশ্চর্য্য সোপাধিকদান।

ফ্রান্সদেশের দক্ষিণ ভাগে প্রাচীন এক অবিবাহিত ব্যক্তি ধন ও কৃপণতাতে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সকলের ত্যাজ্য ও ঘৃণাপাত্র ছিলেন তিনি আপন সকল পরিচারকের নিকটে এমত কঠিন সেবা যাক্ঞা করিলেন যে কেহ তাহা দিতে ইচ্ছুক ছিল না এবং চাকরেরদিগকে কিছু বেতন না দিয়া কেবল দান পত্রে তাহারদিগকে স্মরণকরণের ভরসা দিতেন। কিন্তু এই ভরসা দিলেও তিনি কাহাকে আপনার নিকটে এক মাসের অধিক টেঁকিতে দেখিলেন না। অবশেষে তাঁহার আচার এইমত বিখ্যাত হইল যে অসীম ধনের স্বামী হইয়াও তিনি কোন এক অতিনীচ ব্যক্তিহইতে যৎকিঞ্চিৎ সেবা পাইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি এই উপায় ঠাহরিলেন। তিনি

He sent for an attorney and directed him to insert in his will, "I bequeath 1500 Rupees in money and my Estate to the servant who shall close my eyes;" but he never intended, that his will should have any effect. The report of the circumstance very soon spread, and hundreds of persons hastened to offer their services, among whom he selected a stout youth, who had said he cared little for the inconvenience he might suffer, while he had the prospect of the inheritance before him. Having found a man after his own heart, the miser duly installed him in his office. The poor servant, however, was obliged to suffer the extremity of hunger; and it appeared certain that if the miser had lived six months longer, the man must have starved. At length, however, the miser paid the debt of nature.

The next day his relatives came, and endeavoured to obtain possession of his property. The poor servant looked with anxiety to the opening of the will. As soon as it had been read, one of the relatives exclaimed, the

এক জন উকীলকে আহ্বান করিয়া আপন দান পত্রে ইহা লিখিতে হুকুম করিলেন যে যে চাকর মৃত্যুকালে আমার চক্ষু মুদিবে তাহাকে আমি প নের শত টাকা নগদ এবং আমার তালুক দি লাম। এই দান যে সিদ্ধ হয় ইহা তাহার ক দাচ অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু এ বিষয় অতি শীঘ্র প্রচার হইল এবং শত২ লোক তাঁহার নি কটে আসিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্তহওনার্থে প্রার্থনা করিল। তাহারদের মধ্যে এক বলবান যুবাকে তিনি মনোনীত করিলেন সেই যুবা ক হিয়াছিল যে পারিতোষিকের ভরসা যতকাল থাকে ততকাল ক্লেশ সহিতে আমার ভার বোধ হইবে না। কৃপণব্যক্তি আপন ইচ্ছানুযায়ী এ ইরূপে এক সেবককে পাইয়া অতিশীঘ্র তাহাকে কর্ম্মে অভিষেক করিলেন। কিন্তু গরীব ভৃত্য অ নাহারে প্রায় মরিয়া গেল এবং এইমত বোধ হইল যে সে কৃপণ যদি আর ছয় মাস বাঁচিয়া থাকিত তবে অনাহারে ভৃত্য মরিত। শেষে কৃ পণ পরলোকগত হইলেন।

পর দিবসে তাহার কুটুম্বেরা আসিয়া সকল সম্পত্তি দখল করিতে উদ্যোগ করিল। সেই দ রিদ্র চাকর অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া দানপত্র পাঠ করণের অপেক্ষা করিতে লাগিল। পাঠ হইলে কৃপণের এক জন কুটুম্ব কহিল যে দানে এই

gift is worth nothing to the servant. How so? exclaimed he. The relative replied, The will says, I bequeath the money and my Estate to the servant who shall close my eyes. But as the old miser was blind of one eye, the gift is invalid.

The unfortunate servant on this applied to a lawyer who gave him great hopes of success, if the question were brought into court. A suit was accordingly instituted, and the judges decided, that the object of the testator must be ascertained from the fair and natural meaning of the words; that it was not to be believed that in his last act he meant to commit a fraud, and that there could be no doubt in reason and law that he did really intend to bequeath the estate and money to the servant who should continue faithful to him till he died. They therefore directed the property to be given to the servant. The relatives, however, appealed the cause to the Parliament of Paris, where the decision of the court

চাকরের কিছু উপকার হইবে না। চাকর কহিল যে সে কি। কুটুম্ব উত্তর করিল দানপত্রে লেখা আছে যে যে ভৃত্য আমার মৃত্যুকালে আমার উভয় চক্ষু মুদিবে তাহাকে আমি আপন টাকা ও তালুক দিলাম কিন্তু সে বৃদ্ধ কৃপণ কানা ছিল অত এব তাহার এই দানপত্র অসিদ্ধ।

অভাগা ভৃত্য তাহাতে এক উকীলের নিকটে গমন করিল উকীল তাহাকে কহিলেন যে এই বিষয় আদালতে উপস্থিত হইলে তোমার কৃতার্থ হওনের অধিক ভরসা হয় ইহাতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল। এবং জজসাহেবেরা এই হুকুম করিলেন যে বাক্যের স্বাভাবিক ও অবক্র অর্থের দ্বারা দানকারকের অভিপ্রায় নিশ্চয় করি তে হইবে। তিনি যে আপনার শেষ ক্রিয়াতে কিছু প্রতারণা করিতে কল্পনা করিয়াছিলেন ইহা অতি অসম্ভব এবং যে যে ভৃত্য মৃত্যুকালপর্য্যন্ত বিশ্বস্ত তারূপে তাহার নিকটে থাকিবে সে টাকা ও তা লুক পাইবে ইহা যুক্তিসিদ্ধ ও ব্যবস্থাসিদ্ধ হয় এইহেতুক তাঁহারা ভৃত্যকে সম্পত্তি দেওয়াইতে হুকুম করিলেন। কিন্তু কুটুম্বেরা পারিস নগ রের পার্লিমেণ্টে সেই মোকদ্দমার আপীল করিল কিন্তু সেখানেও আদালতের হুকুম সাব্যস্ত

was confirmed and the expected reward bestowed on the poor servant.

45. *Swiss soldiers.*

The Swiss inhabit a poor and mountainous country. Hence they are in the habit of hiring out their soldiers to the sovereigns of Europe. A Swiss general who had bravely served the king of France, asked for the arrears of pay due to the troops. The king's minister Louvois was present at the time, and being vexed at this new demand on the treasury said, Sir, if your Majesty had all the money which has been paid to these Swiss by your predecessors, it would form a path from thence to your Capital. That may be true, answered the brave Swiss general; but if all the blood which the Swiss have shed in the service of France were collected together, it would form a river from hence to Switzerland. The king without another word, ordered their arrears to be paid down.

হইয়া অপেক্ষিত পারিতোষিক দরিদ্র ভৃত্যকে দে ওয়া গেল।

৪৫ সুইসদেশীয় সৈন্য।

সুইসদেশীয়েরা অতিদরিদ্র ও পর্ব্বতময় দেশে বাস করেন এইহেতুক তাঁহারা আপনারদের সৈন্যেরদিগকে ইউরোপের নানারাজার নিকটে ভাড়া দেন। সুইসদেশীয় যে এক জন সেনাপতি ফ্রান্সের রাজার সাহসপূর্ব্বক সেবা করণানন্তর সৈ ন্যের বাকী মাহিয়ানা চাহিলেন। লুবেনামক রা জার মন্ত্রী তৎসময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং রাজ কোষের উপরে এই নূতন দাওয়া হওয়াতে বি রক্ত হইয়া বাদশাহকে কহিলেন যে হে মহাশয় আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা এই সুইসীয়েরদিগকে যে সকল টাকা দিয়াছেন তাহা থাকিলে সুইসের দেশ অবধি মহাশয়ের রাজধানীপর্য্যন্ত একটা রাস্তা হইতে পারিত। অতিসাহসিক সুইসী সেনাপতি প্রত্যুত্তর করিলেন যে তাহা হইতে পারিত বটে কিন্তু সুইসের সৈন্যেরা ফ্রান্সের যুদ্ধেতে যে রক্ত পাত করিয়াছে তাহা সংগৃহীত হইলে এ স্থান অবধি সুইস দেশপর্য্যন্ত একটা নদী হইত। রাজা আর বাক্যমাত্র না কহিয়া তাহারদের বাকী বে তন দিতে হুকুম করিলেন।

46. *Candid culprit.*

The Viceroy of Naples, passing through Barcelona and having obtained leave to release some slaves, went on board the Galley, in which they were confined. Passing through the crew of slaves, he asked several of them what their offences were? Every one excused himself upon various pretences; one said, he was confined out of malice, another through the corruption of the judge, while no one acknowledged the justice of his sentence. But one little black man whom the duke questioned as to the reason of his being there said, "My Lord," "I cannot deny I am justly confined here, for I wanted money, and stole a purse near Tarragona, to keep me from straving." The Viceroy on hearing this, gave him two or three strokes on the shoulder with his stick, saying, "You rogue, what are you doing among so many honest, innocent men? Get out of their company." Having said this, he released the slave, while the rest were left in slavery.

৪৬ সরল দস্যু।

নেপল্‌স দেশাধ্যক্ষ কএক বন্দুয়ানেরদিগকে মুক্তকরণের অনুমতি পাইয়া বার্সিলোনা নগর দিয়া গমন করত তাহারা যে জাহাজে কয়েদ ছিল তাহাতে আরোহণ করিলেন। কয়েদী ম ল্লারদের শ্রেণী দিয়া গমন করত তিনি কএক ব্যক্তি কে তাহারদের অপরাধের বিষয় জিজ্ঞাসা করি লেন প্রত্যেক জন নানাচ্ছলেতে আপনাকে নির্দো ষী করিতে লাগিল। এক জন কহিল যে সে অন্যের ঈর্ষাতে বদ্ধ হইয়াছে অন্যে কহিল যে জজসাহে বের ঘুষ খাওয়াতে সে কয়েদ হইল এইরূপে সকলেই কহিল যে আমরা অন্যায়পূর্ব্বক অবরুদ্ধ আছি। তাহারদের মধ্যে খর্ব্ব কৃষ্ণবর্ণ এক ব্য ক্তিকে অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুই কি অপ রাধে এখানে আছিস সে কহিল যে মহাশয় আ মি অতিযথার্থতাপূর্ব্বক এখানে কয়েদ হইয়াছি এ আমার স্বীকার করিতেই হইবেক আমার টা কার অভাবপ্রযুক্ত তারাগোনা নগরে এক জনের টাকাপূর্ণ বেটুয়া আপন প্রাণধারণার্থে আমি চুরী করিলাম। রাজার প্রতিনিধি এই কথা শুনিয়া লাঠির দ্বারা তাহার স্কন্ধের উপরে দুই তিন আঘাত করিয়া কহিলেন যে ওরে ডাকাইত এই সকল সত্য নির্দোষি ব্যক্তির মধ্যে তোর কি কর্ম্ম এইক্ষণে তাহারদের সমাজ ছাড়িয়া যা ইহা কহিয়া তিনি সেই বন্দুয়ানকে বন্ধনহইতে মুক্ত করিলেন অন্য সকল বন্দুয়ানেরা কয়েদে রহিল।

47. *King Agrippa.*

When Agrippa was in a private station, he was accused by one of his servants of having spoken injuriously of Tiberius, the Roman Emperor, and was condemned by the Emperor to be exposed in chains before the palace gate. The weather was very hot, and Agrippa became excessively thirsty. Seeing a servant of Caligula pass by with a pitcher of water, he called to him and entreated leave to drink. The servant presented the pitcher with much courtesy; and Agrippa having allayed his thirst, said to him, that if released from this captivity, he would not forget this glass of water. Tiberius dying, his successor Caligula soon after set Agrippa at liberty, and made him king of Judea. Having attained this high station, Agrippa was not unmindful of the glass of water given to him when a captive, but sent for the servant and made him controller of his household.

৪৭ আগ্রিপা রাজা।

যখন আগ্রিপা রাজা সামান্য লোকের অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁহার এক ভৃত্য তাঁহার নামে এই অভিযোগ করিল যে তিনি রোমাণ বাদশাহ্ তিবিরিয়সের প্রতিকূলে হিংসুক কথা কহিয়া ছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাজদ্বারের সম্মুখে রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। সে কাল অতিগ্রীষ্ম ছিল এবং আগ্রিপা অতিশয় তৃষার্ত্ত হইলেন। কালিগুলার এক জন ভৃত্যকে জলপাত্র লইয়া গমনকরত দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিলেন ও কিঞ্চিৎ জল প্রার্থনা করিলেন। ভৃত্য অতিশয় সদাচারপূর্ব্বক আপন জলপাত্র তাঁহাকে দিল। আগ্রিপা আপন তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়া তাহাকে কহিলেন যে যদি আমি এই বন্ধনহইতে মুক্ত হই তবে এই জলপাত্র আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। তিবিরিয়স মরিলে তাঁহার পদপ্রাপ্ত কালিগুলা কিয়ৎকালানন্তর আগ্রিপাকে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে য়িহূদী দেশের রাজা করিলেন। আগ্রিপা এইরূপ উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইলে বন্দিত্বাবস্থায় তাঁহাকে যে এক পাত্র জল দেওয়া গিয়াছিল তাহা বিস্মৃত না হইয়া সেই ভৃত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক আপন ঘরের তাবৎ কর্ম্মের কর্ত্তা করিয়া দিলেন।

48. *Filial Piety.*

A Roman historian relates that a woman of distinction having been condemned to be strangled, was delivered to the executioner who sent her to prison in order to be put to death. The gaoler was struck with compunction, and could not resolve to kill her. He chose however to let her die of hunger; but in the mean while suffered her daughter to visit her in prison, only taking care that she brought her no food. Many days passed over in this manner; at length the gaoler surprised that the prisoner lived so long without food and suspecting the daughter, took means secretly to observe their interviews. He then discovered that the affectionate daughter, had all the while prolonged her mother's life with her own milk. Amazed at so tender, and at the same time so ingenious an artifice, he related it to the authorities of the city. This produced the happiest effects; they pardoned the criminal and passed a decree, that the mother

৪৮ মাতৃভক্তি।

রোমাণের ইতিহাসবেত্তা এক জন কহেন যে এক কুলীনা স্ত্রী ফাঁসির হুকুম পাইয়া জল্লাদ কর্তৃক তাঁহার প্রাণদণ্ডহওনার্থে কারাগারে প্রেরিতা হইলেন। কারাগারাধ্যক্ষ কৃপাগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে নিশ্চয় করিতে পারিল না। অতএব সে তাঁহাকে অনাহারের দ্বারা হত্যা করিতে মনস্থ করিল কিন্তু ইতিমধ্যে সে তাঁহার কন্যাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিয়া কেবল এই বিষয়ে সাবধান করিল যে তিনি কোন আহারীয় দ্রব্য না আনেন। এইরূপে অনেক দিন গত হইলে কারাগারাধ্যক্ষ কয়েদী স্ত্রী নিরাহারে যে এতকাল বাঁচিয়া আছে ইহা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কন্যার উপরে সন্দেহ হওয়াতে গুপ্তরূপে তাঁহারদের সাক্ষাৎকারের সময় উকী মারিয়া দেখিল যে প্রেমাসক্ত কন্যা আপন স্তন্য দুগ্ধের দ্বারা মাতার প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই কোমল অথচ বুদ্ধিমন্ত উপায়েতে চমৎকৃত হইয়া সে নগরাধ্যক্ষেরদিগকে সেই সকল বিবরণ জানাইল। তাহাতে অতিশয় সুফল দর্শিল তাঁহারা সেই স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া এই হুকুম করিলেন যে সেই মাতা ও কন্যা যাবৎ জীবিতা থাকিবে তাবৎ সরকারহইতে বৃত্তি পাইবে এবং

and the daughter should be maintained for the remainder of their lives at the expense of the public, and that a temple, sacred to filial piety should be erected near the prison.

49. *Bajazet.*

Tamerlane the Great, having made war on Bajazet, Emperor of the Turks, overthrew him in battle and took him prisoner. The victor at first gave the captive monarch a very civil reception; and entering into conversation with him said, "Now, king, tell me truly what wouldst thou have done with me had I fallen into thy power?" Bajazet, who was of a fierce and haughty spirit, thus replied: Had the gods given unto me the victory, I would have enclosed thee in an iron cage, and carried thee about with me as a spectacle of derision to the world. Tamerlane wrathfully replied, "Then, proud man, as thou wouldst have done to me, even so will I do unto thee." A strong iron cage was made, into which the fallen emperor was thrust; and thus was he

সেই করাগারের নিকটে মাতৃভক্তিসূচক এক ম ন্দির স্থাপিত হইবে।

৪১ বাজাজেট।

মহানামে খ্যাত যে তৈমুরবেগ তিনি তুরুকীয় বাদশাহ বাজাজেটের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহা কে পরাস্ত করিয়া ধরিলেন। জয়ি ব্যক্তি ধৃত রাজার সঙ্গে প্রথমতঃ শিষ্টাচারপূর্ব্বক ব্যবহার করিলেন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন হে রাজন্ আমা কে সত্য কহ আমি যদি তোমার হস্তগত হই তাম তবে তুমি আমাকে লইয়া কি করিতা। বাজা জেট অতিশয় অহঙ্কারী ও নিষ্ঠুরমনাঃ ছিলেন অতএব তিনি এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে যদি দে বতারা আমাকে জয়া করিতেন তবে আমি তো মাকে একটা লৌহময় পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া সকল লোকের হাস্যদর্শনার্থে আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া সর্ব্বত্র লইয়া যাইতাম। তৈমুরবেগ অ তিশয় রাগান্ধ হইয়া এই উত্তর করিলেন যে হে অহঙ্কারি তুমি আমার উপরে যেরূপ ব্যব হার করিতা আমি তোমার প্রতি এখন্ সেইরূপ ব্যবহার করিব। অপর অতিশয় শক্ত লৌহময় পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়া পতিত রাজাকে তন্মধ্যে প্র বিষ্ট করাইলেন এবং তাঁহাকে এইরূপে বন্য

carried along like a wild beast, in the train of his conqueror. Nearly three years were passed by the once mighty Bajazet in this cruel state of durance; at last being told that he must be carried into Tartary, and in despair of obtaining his freedom, he struck his head with such violence against the bars of his cage, as to put an end to his wretched life.

50. *John, king of France.*

This prince, says an old French chronicler, sold his own flesh; for, in order to ease his subjects from paying his own ransom when taken prisoner by Edward the English prince, and confined in the Tower of London, he gave his daughter in marriage to the sovereign of Milan for a considerable sum of money. This alliance, though beneath the royal race of France, did honor to the sovereign, its motive being excellent, and could not disgrace the princess, as she became the instrument of

পশুর ন্যায় আপনার সঙ্গেং লইয়া গেলেন। যে বাজাজেট ইহার পূর্ব্বে এইমত মহত ছিলেন তিনি এই বন্ধনের দুরবস্থায় তিন বৎসর কালক্ষে পণ করিলেন অবশেষে যখন তাঁহাকে কহা গেল যে তার্ত্তার দেশে তোমাকে লইয়া যাইবে তখন মুক্তহওন বিষয়ে হতাশ হইয়া পিঞ্জরের শলাকাতে আপন মস্তকে এমত আঘাত করিলেন যে তাহাতে আপনার অসুখি প্রাণবিয়োগ করিলেন।

৫০ ফ্রান্সদেশের রাজা জান।

এক জন প্রবীণ ফ্রান্সীয় ইতিহাসবেত্তা কহেন যে এই রাজা আপন মাংস বিক্রয় করিলেন। যেহেতুক তিনি যখন এড্বার্ডনামক ইংগ্লণ্ডের রাজ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া লণ্ডননগরের গড়ে কয়েদ ছিলেন তখন আপনার মুক্তির বেতনের ভার যে আপনার প্রজার উপরে না পড়ে এই নিমিত্তে মিলান দেশের রাজার স্থানে টাকা পাইয়া তিনি তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন। এই সম্বন্ধ ফ্রান্সদেশীয় রাজকীয় বংশের অনুপযুক্ত বটে তথাপি তাহার অভিপ্রায়ের দৃষ্টে তাঁহার অতিশয় সম্ভ্রম জন্মিল রাজকুমারীরও তদ্দ্বারা কিছু অসম্ভ্রম হইল না কেননা তিনি আপনার দেশস্থ

contributing to the ease and happiness of her country.

John had left in England two of his sons as hostages for the payment of his ransom. One of them, tired of his confinement, escaped to France. His father, more generous, proposed instantly to take his place; and when the principal officers of his court remonstrated against the measure, he said, I myself was permitted to come out of the prison in which my son was confined, in consequence of the treaty which he has violated by his flight. I consider myself therefore no longer free; I fly to my prison; I am engaged to do so by my word; and if honor were banished from all the world, it should find an asylum in the breast of a king.

The magnanimous John accordingly proceeded to England, and became a second time a prisoner in the Tower of London, where he died in 1384.

END OF PART I.

লোকেরদের সুখ ও উপকার বৃদ্ধিকরণের কারণ হইলেন।

ঐ জান রাজা ইংগ্লণ্ডদেশে আপনার মুক্তির বেতনের বন্ধকস্বরূপে আপনার দুই পুত্ত্রকে রাখিলেন। সেই যুবরাজেরদের মধ্যে এক জন বন্ধনেতে বিরক্ত হইয়া ফ্রান্সদেশে পলায়ন করিলেন তাঁহার পিতা তাঁহাঅপেক্ষা মহাত্মা হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিবর্ত্তে কয়েদ হইতে প্রসঙ্গ করিলেন। এবং তাঁহার প্রধান আমলারা এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিলে তিনি এই উত্তর করিলেন যে যে কারাগারে আমার পুত্ত্র কয়েদ ছিল সে কারাগারহইতে আমি সন্ধি করিয়া মুক্তির অনুমতি পাইলাম সেই সন্ধি আমার পুত্ত্র আপন পলায়নের দ্বারা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে অতএব আপনাকে আমি স্বাধীন জ্ঞান করি না আমি অবশ্য সেই কারাগারে যাইব। আমি আপনার অঙ্গীকারে সেই কর্ম্ম করিতে বদ্ধ আছি এবং যদি সম্ভ্রম তাবৎ পৃথিবীহইতে লুপ্ত হয় তথাপি রাজারদের হৃদয় তাহার আশ্রয় হইতেই হয়।

অতএব মহাত্মা জান দ্বিতীয় বার লণ্ডন নগরে সেই কারাগারে বদ্ধ হইলেন এবং ১৩৮৪ সালে সেই স্থানে লোকান্তরগত হইলেন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

ANECDOTES

OF

VIRTUE AND VALOUR,

TRANSLATED INTO BENGALEE,

And printed with the English and Bengalee on opposite pages.

PART II.

FROM THE SERAMPORE PRESS.

1829.

সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস।

সকল লোকের হিতার্থে বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা

করা গেল।

তাহার এক দিগে ইঙ্গরেজী ও এক দিগে বাঙ্গলা।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮২৯।

ANECDOTES.

51. *The tears of Edward.*

As the agents of Edward the Third were conducting his unfortunate kinsman Edward to Berkley Castle to put him to a grievous death, it came into their minds that, to prevent his being recognized by the people on the road, it would be well to have his head and beard shaved. They accordingly commanded the prince to alight from his horse, and obliged him to sit down on a mound by the way side. One of the escort, who officiated as barber, brought a bason of cold dirty water taken out of the next ditch. The prince, deeply affected, burst into a flood of warm tears, which falling into the dish, he pathetically observed, "Behold, monsters, nature supplies what you would deny. Perform your office with this warm water."

ইতিহাস।

৫১ এড্বার্ডের অশ্রুপাত।

তৃতীয় এড্বার্ড রাজার ভৃত্যেরা যখন এড্বার্ডনামক তাঁহার দুর্ভাগ্য কুটুম্বকে অতিশয় শোচনীয়রূপে হত্যাকরণার্থে বর্ক্লিনামক গড়ে লইয়া যাইতেছিল তখন তাহারদের মনে এই চিন্তা জন্মিল যে পথের মধ্যে লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে না পারে এ জন্যে তাঁহার দাড়ি ও মস্তক মুড়ান উচিত। এইপ্রযুক্ত তাহারা রাজকুটম্বকে অশ্বহইতে নামাইয়া পথের নিকটে একটা ঢিপির উপরে বসাইল। পরে এক জন নেগাহবান নাপিত হইয়া নিকটস্থ এক নরদামাহইতে শীতল ময়লা জল এক পাত্রে করিয়া আনিল। রাজকুটুম্ব অতিশয় দুঃখার্ণবে মগ্ন হইলেন ইহাতে তাঁহার চক্ষুহইতে তপ্ত অশ্রু নির্গত হইয়া সেই পাত্রের মধ্যে পড়িতে লাগিল তাহাতে তিনি অতিকরুণাপূর্ব্বক কহিলেন যে হে নির্দ্দয়েরা তোমরা যাহা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলা দেখ তাহা আপনি জন্মিতেছে এই তপ্ত জল লইয়া আমাকে ক্ষৌর কর।

52. *Magnanimous Criminal.*

Mr. Ryland an excellent artist, who was confined in 1789 for forgery, so far obtained the friendship of the governor of the prison, that he not only had the liberty of the whole house and garden, but when the other prisoners were locked up in the evening, the governor used to take him out with him and range the fields to a considerable distance. His friends anticipating the fatal consequences of a trial at this time, concerted a plan by which Ryland was to effect an escape in one of these excursions, and which was to have been executed in such a manner, as to exonerate his keeper. But probable as the result appeared, when mentioned to the unfortunate man, instead of acceding to it he protested that if he were to meet his punishment at that moment, he would embrace it rather than betray the confidence with which the governor had permitted his excursions. He was deaf to all remonstrance and ultimately prefered the risk

৫২ অতি মহাত্মাপরাধী।

রাইলণ্ড নামে এক জন উত্তম কারীগর ১৭৮৯ সালে হস্তকলমের অপরাধে কারাগারে কয়েদ হয় সে কারাগারাধ্যক্ষের সঙ্গে এইমত প্রীতি করিল যে সে তাবৎ কারাগার ও বাগানের মধ্যে যেখানে তাহার ইচ্ছা সেখানে তাহাকে ভ্রমণ করিতে দিত এবং তদতিরিক্ত বৈকালে য খন অন্য কয়েদী ব্যক্তিরা বদ্ধ হইত তখন তা হাকে সঙ্গে করিয়া অতিদূরস্থ মাঠে বেড়াইতে ল ইয়া যাইত। তাহার মিত্রেরা এতৎসময়ে তাহার মোকদ্দমার বিষয়ে যে অতিশয় অমঙ্গল হইবে ইহা ভাবিয়া এই উপায় চাহরিল যে ঐ রাই লণ্ড পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণকালে পলায়ন করে এবং সেই কার্য্য সিদ্ধকরণে কারাগারাধ্যক্ষের উপরে কিছু দোষ না ঘটে। কিন্তু ইহা সফলহওনের সম্ভাবনা হইয়াও যখন সেই দুর্ভাগা অপরাধি কে তাহা কহা গেল তখন সে তাহাতে সম্মত না হইয়া বরং এই প্রতিজ্ঞা করিল যে যদি আমার প্রাণ দণ্ড এক্ষণে হয় তথাপি কারাগারাধ্যক্ষ ভ্র মণকরণের অনুমতি দেওয়াতে আমার উপরে যে প্রত্যয় রাখিয়াছে তাহার অন্যথা কদাচ করিব না। তাহারদের সকল প্রতিবাদ হেয় জ্ঞান ক

of death to a breach of friendship, and was hanged.

53. *French Gaiety.*

In the campaign of 1812, a distinguished French general was severely wounded in the leg. The surgeons on consulting, declared that amputation was indispensable. The general received the intelligence with much composure. Among the persons who surrounded him, he observed his valet de chamber, who was immersed in profound grief. "Why dost thou weep?" said his master smilingly to him. "It is a fortunate thing for thee, thou wilt have only one boot to clean in future."

54. *Lord Howe.*

Admiral Lord Howe, when a captain, was once hastily awakened in the middle of the night by the officer of the watch, who informed him with great agitation, that the ship was on fire near the magazine. "If that be the case," said he, rising leisurely to put on his clothes,

রিয়া শেষে মিত্রতা উল্লঙ্ঘনাপেক্ষা সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া ফাঁসি পরিল।

৫৩ ফ্রান্সদেশীয় রসিকতা।

১৮১২ সালের যুদ্ধেতে খ্যাত্যাপন্ন ফ্রান্সীয় এক জন সেনাপতি সাহেব আপনার জঙ্ঘাতে অতিশয় আঘাতী হইলেন। ইহাতে অস্ত্রবৈদ্যকেরা পরামর্শ করিয়া কহিলেন যে সেই অঙ্গ না কাটিলে তিনি রক্ষা পাইবেন না। সেনাপতি সাহেব অতিশয় অকাতররূপে তাহা শুনিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান ব্যক্তিরদের মধ্যে তাঁহার পরিচারককে শোকার্ণবে নিমগ্ন দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন যে তুই কেন রোদন করিতেছিস তোর পক্ষে মঙ্গল হইল ইহার পরে তোর কেবল এক বুট সাফ করিতে হইবে।

৫৪ লর্ড হৌ।

লর্ড হৌনামক এক জাহাজপতি যখন জাহাজের কাপ্তান ছিলেন তখন চৌকীর অধ্যক্ষ নিশীথে হঠাৎ তাঁহাকে জাগাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল যে বারুদখানার নিকটে অগ্নি লাগিয়াছে। তাহাতে লর্ড হৌ আপন পোশাক পরিবার নিমিত্তে ধীরে২ শয্যাহইতে উঠিয়া ক

"we shall soon know it." The officer flew back and almost instantly returning from the scene of danger, exclaimed, "You need not, Sir, be afraid, the fire is extinguished." "Afraid!" exclaimed Howe, "what do you mean by that Sir? I have never known what fear is." Then looking the officer full in the face he added, "Pray Sir, do you see any token of fear in my countenance?"

55. *General Valhubert.*

At the battle of Austerlitz, it was the order of the Emperor not to break the ranks, in order to give assistance to the wounded. General Valhubert was among those who fell; he was severely wounded by a cannon shot in the thigh. His soldiers stopped to raise him up. The gallant general waved to them to begone, exclaiming, "Remember the order of the Emperor; you will have abundant leisure to pick me up after the victory." He was afterwards removed, and met death with the most

হিলেন যে যদি তাহা হইয়া থাকে তবে আমরা তদ্বিষয় অতিশীঘ্র অবগত হইব। অধ্যক্ষ অতি বেগে দৌড়িয়া গিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কট স্থানহইতে প্রায় তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল যে মহাশয় ভয় নাই ভয় নাই অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। লর্ড হৌ কহিলেন যে ভয় শব্দের অর্থ কি আমার জাবনাবিধি জানি না যে ভয় কাহাকে বলে। অপর অধ্যক্ষের মুখের দিগে অতিদৃঢ়রূপে তাকাইয়া কহিলেন যে মহাশয় তুমি আমার মুখে কিছু ভয়ের চিহ্ন দেখিতে পাও।

৫৫ বালহুবর্টনামক সেনাপতি।

অস্তলিট্সের মহাযুদ্ধে ফ্রান্সীয় বাদশাহের এই হুকুম ছিল যে আঘাতি ব্যক্তিরদের উপকারকরণার্থে শ্রেণীভঙ্গ করা যাইবে না। বালহুবর্ট সেনাপতি তোপের এক গুলির দ্বারা জঙ্ঘাতে অতিশয় আঘাতী হইয়া ভূমিপতিত হইলেন। সৈন্যেরা তাঁহাকে তুলিয়া লওনার্থে ক্ষণেক স্থগিত হইল। কিন্তু সেই সাহসিক সেনাপতি তাহার দিগকে অগ্রসরহওনার্থে হস্তের দ্বারা ইসারা করিয়া কহিলেন যে বাদশাহের হুকুম স্মরণে রাখ তোমরা বিপক্ষেরদিগকে নষ্ট করিলে আমাকে তুলিয়া লওনের যথেষ্ট অবকাশ হইবে। যুদ্ধের পরে তাহারা তাঁহাকে সেই স্থান

heroic tranquillity. At the approach of death he wrote to the emperor, " In an hour, I shall be no more, I do not regret life, since I have participated in a victory which will insure you a happy reign. When you think of the brave, who were devoted to your service, remember me."

56. *Scotch Pirate.*

A Scotch Pirate of the name of Le Briton, having been attacked by some English vessels in 1512, defended herself with extraordinary courage; but being at last mortally wounded and no longer able to fight, he bid one of his sailors bring him his flute, on which he played for their encouragement as long as his breath would permit him.

57. *Magnanimous peasant.*

A great inundation having taken place in the north of Italy, the river Adige carried away a bridge near Verona, with the exception of

হইতে তুলিয়া লইয়া গেল এবং তিনি বীরের ন্যায় অকাতররূপে পঞ্চত্ব পাইলেন। আসন্ন কালে বাদশাহের নিকটে তিনি এই পত্র লিখি লেন যে এক ঘণ্টার অধিক আমি বাঁচিব না কিন্তু অদ্যকার যে জয়ে তোমার রাজ্যের কল্যাণ হই বে সেই জয়ের সম্ভোগিহওয়াতে আমার মর ণের বিষয়ে আমি খেদ করি না। যে সাহসিক ব্যক্তিরা স্বৎপরায়ণ ছিল তাহারদের স্মরণ যখন তোমার মনে উপস্থিত হইবে তখন আ মাকেও স্মরণ করিবা।

৫৬ স্কটলণ্ডদেশীয় বোম্বেটিয়া।

লিবিটননামক স্কটলণ্ডদেশীয় এক জন বোম্বে টিয়া ১৫১২ সালে কতক ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অসম সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ ক রিল কিন্তু শেষে সাঙ্ঘাতিকরূপে আঘাতী হইয়া এবং আর যুদ্ধ করিতে না পারিয়া আপনার এক জন মল্লাকে আপনার বাদ্য তাহার নিক টে আনিতে আজ্ঞা করিল এবং মল্লারদের আ শ্বাসের নিমিত্তে যাবৎ কাল তাহার নিশ্বাস ছিল সেপর্য্যন্ত তাহা বাজাইতে ক্লান্ত হইল না।

৫৭ মহাত্মা কৃষক।

ইটালিদেশের উত্তর ভাগে বন্যাহওয়াতে বে রোনা নগরের নিকটে আডিজনামক নদীর

middle arch on which stood the house of the toll-gatherer, who thus with his whole family remained imprisoned by the stream, and in momentary danger of destruction. They were discovered from the banks stretching forth their hands and imploring succour, while fragments of the only remaining arch were continually dropping into the water.

In this extreme danger, a nobleman who was present, held out a purse of one hundred sequins, as a reward to any person who would take a boat and deliver this unhappy family. But the danger was so great of being borne down by the rapidity of the current; of being dashed against a fragment of the bridge, or of being crushed by the falling stones of the arch, that no one had courage enough to attempt such an exploit.

A peasant passing along was informed of the circumstance, and of the promised reward. Immediately jumping into a boat he gained the place, by strength of oars and gradually

সাঁকোর মধ্যের খিলানব্যতিরিক্ত আর সকল খি লান ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার উপরে শুল্কগ্রাহকের বাসা ছিল এবং সে ব্যক্তি সপরিবারে এইরূপে স্রোতের দ্বারা রুদ্ধ হইল এবং প্রতিক্ষণ মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। হস্ত বিস্তীর্ণ করিয়া উ চ্চৈঃস্বরে লোকেরদের নিকটে উপকার প্রার্থনা করিতে নদীর তীরহইতে লোকেরা তাহারদিগকে দেখিল। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট যে খিলান ছিল তাহা খণ্ড২ হইয়া জলের মধ্যে ক্রমে পড়িতে লাগিল।

এই অত্যন্ত সঙ্কট সময়ে সেই স্থানে বর্ত্তমান এক জন কুলীন পাঁচ শত টাকার এক তোড়া হাতে তুলি য়া কহিলেন যে যে ব্যক্তি একখান নৌকা লইয়া ঐ দুর্ভাগ্য পরিবারকে রক্ষা করিবে সে এই টাকা পাইবে কিন্তু স্রোতের বেগপ্রযুক্ত বহিয়া যাওনের অথবা সাঁকোর ভগ্ন কোন অংশের দ্বারা নষ্টহ ওনের অথবা সেই অবশিষ্ট খিলানের স্খলিত প্র স্তরেতে নিমগ্নহওনের সম্ভাবনায় সেই অদ্ভুত কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনে কাহার সাহস জন্মিল না।

তৎসময়ে এক জন কৃষক সেই স্থান দিয়া গ মন করত সেই সকল বৃত্তান্ত এবং অঙ্গীকৃত পারিতোষিকের বিষয় অবগত হইল। পরে তৎ ক্ষণাৎ একখান নৌকার উপরে লম্ফ দিয়া পড়িয়া দাঁড়ের বলে সেই স্থানে পঁহুছিল এবং ক্রমে আ

brought his boat under the bridge ; the whole family then descended safely by means of a rope. " Courage," said he, " you are safe." By a strenuous effort, and great strength of arm, he brought the boat and family to shore. " Brave fellow !" exclaimed the Count, handing the purse to him, " here is your recompence." " I shall never expose my life for money," answered the peasant, " my labour is a sufficient livelihood for myself, my wife, and children. Give the purse to this poor family, who have lost all."

58. *Lady Russel.*

When the virtuous Lord Russel was through the cruelty of the king brought to trial, he requested that notes might be taken of the evidence for his use. The Attorney General in order to prevent his obtaining the aid of Counsel, told him he might use the hand of one of his servants in writing if he pleased. "I ask no more," answered his Lordship, " but that of the Lady who sits by me."

পনার নৌকা সেই সাঁকোর নীচে লইয়া গিয়া এক রজ্জুর দ্বারা তাবৎ পরিজনকে তন্মধ্যে নামাইয়া কহিল সাহস২আর ভয় নাই। পরে অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক এবং বাহুবলে সেই সকল পরিজনকে নৌ কার দ্বারা তটে আনিল। কুলীন তাহাকে তৎ ক্ষণাৎ কহিলেন যে হে সাহসিক ব্যক্তি তোমার পারিতোষিক লও। কৃষক কহিল যে টাকার নিমিত্তে কখনো আমার প্রাণসংশয় করিব না আমার নিজ পরিশ্রমের দ্বারা আমার স্ত্রী সন্তানা দির দিনপাত হয় বরং তোড়া এই গরিবদিগকে দেও তাহারদের যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে।

৫৮ লেডি রসল।

যখন ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের নির্দ্দয়তাতে অ তিশয় পুণ্যাত্মা লার্ড রসলের মোকদ্দমা হইল তখন তিনি এই প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহার কা রণ কেহ সাক্ষির জোবানবন্দী লিখে। তিনি কোন উকীলের উপকার যে না পান এই অভিপ্রায়ে বাদ শাহের উকীল তাঁহাকে কহিলেন যে তাঁহার ইচ্ছা ক্রমে তিনি আপনার কোন এক চাকরের দ্বারা তা হা টুকিয়া লন। কুলীন প্রত্যুত্তর করিলেন যে আ মার নিকটে উপবিষ্টা আমার স্ত্রীর সহায়তাব্যতি রেকে অন্য কাহারো উপকার চাহি না। যখন

When the spectators, at these words, turned their eyes, and beheld his wife rising up to assis ther lord in this his utmost distress, a thrill of anguish ran through the assembly. Lady Russell continued to take notes during the whole of her husband's trial; and when he was condemned, this amiable lady threw herself at the feet of the king, to ask mercy for her husband. She pleaded with many tears the merits and loyalty of her father, as an atonement for those errors into which her husband might have fallen. But her supplications were lost upon the heart of the royal profligate.

On the night before Lord Russell's execution, as his wife was about to take leave of him, he took her by the hand, and said, "This flesh you now feel, in a few hours, will be cold in death." At ten o'clock she left him. He kissed her four or five times, and she so governed her sorrow, as not to add by the

দশকেরা এই কথা শ্রবণমাত্র আপনারদের চক্ষুঃ ফিরাইয়া দেখিল যে তাঁহার স্ত্রী আপনার প্রভুর এই অত্যন্ত দুরবস্থায় তাঁহার উপকাররক্ষণার্থে দণ্ডায়মানা হইয়াছেন তখন তাবৎ জনতা দুঃখেতে কম্পান্বিত হইল। লেডি রসল অপনার স্বামির মোকদ্দমাকরণের তাবৎ সময়ে সাক্ষিরদের জোবানন্দী বটুকিয়া রাখিলেন এবং যখন তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল তখন এই দয়ালু স্ত্রী রাজার চরণতলে পড়িয়া আপন স্বামির বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এবং অশ্রুপাতকরণ পূর্ব্বক কহিলেন যে যে অপরাধে আমার স্বামী অভিযুক্ত হইয়াছেন আমার পিতার গুণ ও রাজপরায়ণত্ব সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্তরূপে গণ্য হউক। কিন্তু সেই লম্পট রাজার হৃদয়ে তাঁহার মিনতি স্থান পাইল না।

লার্ড রসলের হত্যার পূর্ব্ব রাত্রিতে যখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার স্থানে বিদায় লইতে উদ্যত হইলেন তখন তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন যে যে মাংস তুমি এখন স্পর্শ করিতেছ তাহা অল্প ক্ষণ পরে মৃত্যুর দ্বারা শীতল হইবে। দশ ঘণ্টা রাত্রিতে তিনি তাঁহার নিকটহইতে বিদায় হইলেন। তাঁহার পতি তাঁহাকে চারি অথবা পাঁচ বার চুম্বন করিলেন এবং সেই স্ত্রী আপন দুঃখ এমত দমন করিলেন যে তাঁহার দুঃখদর্শনে

sight of her distress to the pain of separation. Thus they parted, not with sobs and tears, but with a composed silence.

When she was gone, Lord Russel said, "Now the bitterness of death is past." Soon after he was executed.

59. *Desertion.*

Frederick the Great, in surveying one evening some of the advanced posts of his camp, discovered a soldier endeavouring to pass the sentinel. His Majesty stopped him, and desired to know where he was going. "To tell you the truth," answered the soldier, "your Majesty has been worsted in so many battles, that unable to remain any longer, I was about to desert." Indeed, answered the monarch; "remain here but one week longer, and if fortune does not mend in that time, I will desert with you too."

পৃথক্‌ হওনে তাঁহার স্বামির মনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি না হয় এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বিদায় হই লেন বিদায়ের সময়ে অশ্রুপাত কি হাহাকার করিলেন না কিন্তু ধীর ও নিঃশব্দে তাঁহারদের শেষ বিচ্ছেদ হইল।

যখন তিনি আপনার স্বামির নিকটে এইরূপে বিদায় লইলেন তখন স্বামী কহিলেন যে মৃত্যুর যন্ত্রণা গেল। ক্ষণেক কাল পরে লার্ড রুসলের গলাচ্ছেদন করা গেল।

৫৯ সৈন্যের ছাউনীহইতে পলায়ন।

অতিবিখ্যাত যে ফেদ্রিক রাজা তিনি এক রাত্রিতে অগ্রসর চৌকীর তদারক করিতে গমন করিয়া দেখিলেন যে শান্ত্রীকে তলাশী না দিয়া এক জন সিপাহী গমনে উদ্যত হইতেছে। বাদ শাহ্‌ তাহাকে স্থগিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোথা যাইস। সে কহিল যে যদি সত্য কহি তে হয় তবে মহাশয় এত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ছেন যে আমি আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া সৈন্য হইতে পলায়ন করিতেছিলাম। বাদশাহ্‌ প্রত্যুত্তর করিলেন যে ভাল তুমি কেবল আর এক সপ্তাহ্‌ থাক এবং যদি তৎকালে আমার ক পাল প্রসন্ন না হয় তবে আমিও তোমার সঙ্গে পলাইব।

60. *The fatal effect of sleep.*

One night the emperor Joseph II. of Germany determined on visiting his guards, to ascertain their fidelity, and what dependence might be placed on their vigilance. Finding them all asleep, he returned to his chamber for some money and bound it up in as many purses as there were soldiers on duty, twelve in number. He then visited them once more, and placed under the arm of each, one of those purses, in every one of which were an hundred pieces of gold. One of the sentries was not asleep, but only feigned to be so; he took particular notice of the emperor, and at his departure, examined the purse which had been put under his arm and found that it contained an hundred pieces of gold. Supposing that the bag of each of his companions contained as much, he thought he might without difficulty, take possession of the money before they awoke. This he immediately put in practice.

৬০ ঘূষের অশুভ ফল।

কোন এক রাত্রিতে জর্ম্মণির দ্বিতীয় যোসেফ নামক বাদশাহ্ আপনার শান্ত্রীরদের বিশ্বস্ততা নিশ্চয়করণার্থে এবং তাহারদের সতর্কতাতে তিনি কিপর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন ইহা অব গতহওনার্থে আপনার সৈন্যের মধ্যে গমন করি তে নিশ্চয় করিলেন। তাহারদের সকলকে নি দ্রিত দেখিয়া তিনি আপনার কুটরীর মধ্যে কতক টাকা আনিবার কারণ ফিরিয়া গেলেন এবং তৎসময়ে যত শান্ত্রী নিযুক্ত ছিল অর্থাৎ বার জন ততসংখ্যক তোড়া করিলেন। পরে পুন র্ব্বার তাহারদিগকে সন্দর্শন করিয়া প্রত্যেক জ নের বগলে একটা তোড়া রাখিলেন প্রত্যেক তো ড়াতে এক সহস্র মোহর ছিল। তাহারদের ম ধ্যে কেবল এক জন সৈন্য নিদ্রিত ছিল না কেবল নিদ্রার ছল করিয়া সে বাদশাহের দিগে বিশেষ রূপে তাকাইতে লাগিল এবং বাদশাহ প্রত্যাগ মন করিলে আপনার বগলের তোড়া খুলিয়া দেখিল যে তাহার মধ্যে এক শত মোহর আছে। ইহাতে সে অনুমান করিল যে তাহার সঙ্গিরদের তোড়াতেও তত্তুল্য মোহর থাকিবে এবং তা হারদের জাগৃতহওনের পূর্ব্বে অনায়াসে তাহা হস্তগত করিতে পারিব ইহা বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সে সকল গ্রহণ করিল।

The emperor who had no doubt that all the soldiers were asleep fancied that they would be overjoyed on awaking, to discover their good fortune. He therefore caused them to be called together early in the morning, and asked of them successively what they had dreamed the preceding night, and whether the success was answerable to the vision. He imagined that each would say he had found a purse under his arm with an hundred pieces of gold. But not a word of the matter did he hear from the first eleven; when he enquired of the twelfth, the watchful sentinel, he made a profound bow to the king, and said, "Sire, I fancied last night, that a person who very much resembled your Majesty, visited us one after the other; and finding us all asleep, returned to his chamber, but soon after came back with a dozen purses, which he attached severally to the arm of each of us, and then withdrew. Afterwards, Sire, I saw in my dream, that when that venerable and

তাবৎ সৈন্যই নিদ্রিত ছিল এবং জাগরণ সময়ে আপনারদের সৌভাগ্যের দর্শনে তাহারা অতিশয় আহ্লাদিত হইবে ইহা বাদশাহ চাহ রাইয়াছিলেন। অতএব তিনি তাহারদিগের প্রত্যেককে অতিপ্রত্যূষে আহ্বান করিয়া একাদি ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন যে রাত্রিযোগে তোম রা স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছিলা কি না এবং স্বপ্না নুসারে তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ কি না। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে তাহারা প্রত্যেকে ক হিবে যে আমরা প্রতিজন আপনং বগলে এক শত মোহরপূর্ণ একং তোড়া পাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রথম একাদিক্রমে একাদশ ব্যক্তির স্থানে এ বিষয়ের কিছুই শুনিলেন না। যখন তিনি দ্বাদশ ব্যক্তি অর্থাৎ জাগৃত সান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন সে বাদশাহকে অতিবিনয়পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কহিল যে হে মহারাজ আমি গত রাত্রি তে দেখিলাম যে আপনার সদৃশ এক জন আ মারদিগকে একং করিয়া দেখিতে আইলেন কিন্তু আমারদের সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া আপন কুট রীতে ফিরিয়া গেলেন এবং কিঞ্চিৎকাল পরে বারটা তোড়া হস্তে করিয়া আমারদের প্রত্যে কের বগলে একং করিয়া থুইয়া প্রত্যাগমন করি লেন। অপর মহারাজ আমি স্বপ্নে ইহা দেখি লাম যে যখন সেই আদরণীয় দানশীল মহাশয়

generous person had retired, I began to examine the contents of the purse under my own arm, and found in it an hundred pieces of gold. Hence I supposed each of my companions had as many, when I was seized with a sudden desire to put them all together; I did so, and was exceedingly pleased on awaking. This, Sire, is the whole of my dream; I hope your Majesty approves of my conduct.

The emperor learning from this ingenious harangue that this soldier, notwithstanding he had feigned to be asleep like his companions, was the only one awake, permitted him to retain the twelve rewards, saying to him, "the money is all yours, for you only were awake. As for the rest, it is sufficient for them to know, that each had a hundred pieces of gold, which he lost by being asleep. Hence they will learn, that riches are not acquired by slumber; or if by some accident they fall to the share of the slothful, they take flight immediately."

স্থানান্তর হইলেন তখন আমি আপন বগলস্থলের তোড়া খুলিয়া তাহাতে এক শত মোহর পাই লাম অতএব আমি ভাবিলাম যে আমার স ঙ্গিরদেরও তত্তুল্য থাকিবে। তাহাতে আমার অকস্মাৎ এই বাসনা জন্মিল যে সেই সকল তোড়া একত্র করি আমি তাহাও করিলাম এবং জাগৃত হইলে আমি তৎকর্ম্মে অতিশয় আনন্দিত হই লাম। হে মহারাজ এইরূপে আমি আপনার স্ব প্নের তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলাম আপনি যে আ মার ক্রিয়াতে সন্তুষ্ট হইবেন আমার এইমাত্র ভরসা।

বাদশাহ এই গুণশালি কথাদ্বারা ইহা অবগত হইলেন যে এই সান্ত্রী যদ্যপি আপন সঙ্গি লোকের মত নিদ্রিতহওনের ছল করিয়াছিল তথাপি সে সময়ে কেবল সে জাগৃত ছিল। তাহাতে তিনি ঐ বারো তোড়া পারিতোষিক লইতে তাহাকে অনুম তি প্রদান করিয়া কহিলেন যে তুমি কেবল জাগৃত ছিলা অতএব টাকা তোমারই। অন্যেরা ইহা জা নুক যে তাহারদের প্রত্যেকের ভাগ্যে এক শতং স্বর্ণমুদ্রা ছিল তাহা নিদ্রাপ্রযুক্ত হারাইল ইহাতে তাহারা ইহা শিক্ষিবে যে নিদ্রার দ্বারা ধন আই সে না অথবা যদি কোন সুযোগে অলস ব্যক্তির কপালে টাকা হয় তাহা পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ উ ড়িয়া যায়।

61. *Hapless Union.*

A young lady having met with opposition from her friends in an attachment which she had conceived for Captain Ross, followed him in men's clothes to America during the war, and after incredible search and fatigue found him in the woods, lying for dead, with a wound from a poisoned arrow received in a skirmish with the Indians. Having some knowledge of surgery, she saved his life by sucking his wound and extracting the poison. She nursed him for the space of six weeks, during which time she remained unknown to him, having dyed her skin black. The Captain being recovered, they removed into Philadelphia, where as soon as she had found a clergyman to unite them, she was married to the man for whom she had made such efforts, and whose life she had so wonderfully preserved. They lived for four years in the greatest friendship, but the fatigue she had

৬১ অদ্ভুত বিবাহ।

এক যুবতী স্ত্রী কাপ্তান রুসনামক এক জন সাহে
বের সঙ্গে অতিশয় প্রেমাসক্তা হইবাতে তাঁহার
পরিজনেরা তদ্বিষয়ে অতিশয় প্রতিবাদী হইল
ইহাতে তিনি যুদ্ধকালে আমেরিকা দেশপর্য্যন্ত
পুরুষের বেশধারণপূর্ব্বক ঐ সাহেবের পশ্চাৎ২
গেলেন এবং অসাধ্য অনুসন্ধান ও ক্লেশপ্রাপণা
নন্তর তিনি তদ্দেশস্থ লোকেরদের সঙ্গে যুদ্ধকরণে
বিষযুক্ত শরাঘাতে মৃতের ন্যায় ভূমিপতিত তাঁ
হাকে বনমধ্যে পাইলেন। অস্ত্রচিকিৎসাতে সেই
স্ত্রীর কিছু অভ্যাস ছিল অতএব তিনি সেই আ
ঘাতহইতে আপনমুখেতে চোষণদ্বারা বিষ আ
কর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন এবং
ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিলে
ন। সেই তাবৎকালে তিনি সেই পুরুষকর্ত্তৃক অ
জ্ঞাতা ছিলেন কারণ তিনি আপন চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ
করিয়াছিলেন। পরে কাপ্তান সাহেব সুস্থ হ
ইলে তাঁহারা ফিলাদেল্‌ফিয়া নগরে গমন ক
রিলেন এবং সেখানে তাঁহারদের উভয়ের
বিবাহ দেওনের নিমিত্তে এক জন পুরোহিত
পাইয়া যে পুরুষের নিমিত্তে এবম্বিধ যত্ন করিয়া
তাঁহার প্রাণ আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন
অবিলম্বে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহারা
প্রীতিপ্রণয়ে চারি বৎসর বাস করিলেন কিন্তু

undergone, and the poison, imbibed from the wound, which had not been completely eradicated, undermined her constitution. The knowledge of this circumstance, and the piercing regret of having been the occasion of her malady, affected Captain Ross to such a degree, that he died of a broken heart in America. His faithful partner returned to England, but died in consequence of grief in the following year, at the age of twenty-six.

62. *Public Treasurer.*

The unfortunate Maria Antoinette, queen of France, anxious to discharge some private debts to the amount of several lakhs, sent one morning to M. Necker the minister, and requested that he would assist her with that sum, and charge it to the public accounts. M. Necker felt equally impressed with a regard for the honor of his royal mistress, and the fidelity which he owed his sovereign; he therefore told the queen that the money should be

স্ত্রী যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং আঘাত হইতে যে বিষ চুষিয়া লইয়াছিলেন তাহা আপন শরীরহইতে উত্তমরূপে নির্গত না হওয়াতে তাঁহার শরীর ক্রমে২ ক্ষয় পাইতে লাগিল। কাপ্তান রস সাহেব ইহা অবগত হইয়া এবং তিনিই যে তাঁহার অসুস্থতার কারণ ইহাও জানিয়া অতিশয় খেদাবিষ্ট হইয়া ভগ্নান্তঃকরণপূর্ব্বক আমেরিকাদেশে লোকান্তরগত হইলেন। তাঁহার অতিশয় সাধ্বী পত্নী ইংগ্লণ্ডদেশে ফিরিয়া গেলেন কিন্তু পর বৎসরে ছাব্বিশ বৎসরবয়স্কা হইয়া খেদপ্রযুক্ত তিনিও মরিলেন।

৬২ সরকারী খাজাঞ্চি।

ফ্রান্সদেশের মারিয়া আন্তোনেত নাম্নী অভাগা রাণী আপনার নিজ কএক লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধকরণের ইচ্ছা করিয়া এক দিন প্রত্যূষে নেকরনামক রাজমন্ত্রিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে সরকারী খরচের বহীতে সেই টাকা লেখাইয়া আমাকে সে টাকা দেও। ঐ নেকর সাহেব আপনার রাণীর সম্ভ্রমের প্রতি এবং আপনার রাজা তাঁহার উপরে যে বিশ্বাস রাখিয়াছিলেন এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রাণীকে কহিলেন যে সে টাকা আমি এক্ষণে আনিয়া

instantly procured, although it should neither come from, nor be placed to, the state. Accordingly, the money was advanced to her majesty in an hour out of his own private estate. The queen understanding this, was so struck with his generosity that she laid the whole of the affair before the king, who immediately sent for M. Necker, and complimenting him on his integrity and nobleness of heart, directed him at the same time to re-imburse himself out of the public treasury.

63. *The Palanquin bearers of Madras.*

Sir John Malcolm in his evidence before the House of Commons observed, that there existed a large class of Palanquin boys at Madras, who amount to twenty or thirty thousand, a great proportion of whom are employed by the English, and as a body are remarkable for their industry and fidelity. He said, "During a period of nearly thirty years, I cannot call to mind one instance being proved of theft in any of this class of men, yet the a-

দি কিন্তু সরকারী কোষহইতে লওয়া যাইবে না ও তাহা সরকারী খরচে লেখা যাইবে না। ইহা কহিয়া তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার নিজ তহবীলহইতে সে সকল টাকা রাণীকে আনিয়া দিলেন। রাণী ইহা অবগতা হইয়া তাহার এই দানশীলতাতে চমৎকৃতা হইলেন ও তাহার তাবদ্বৃত্তান্ত রাজাকে কহিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ নেকর সাহেবকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সৌজন্য ও তাঁহার সুশীলান্তঃকরণের অতিশয় প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সেই সকল টাকা রাজকোষহইতে ফিরিয়া লইতে আজ্ঞা করিলেন।

৬৩ মান্দ্রাজের পাল্কির বেহারা।

সর জান মালকম সাহেব যখন পার্লিমেণ্টে সাক্ষ্য দেন তখন তিনি কহিলেন যে মান্দ্রাজে বিশ অথবা ত্রিশ হাজার পাল্কির বেহারা থাকে তাহার অধিকাংশ ইংগ্লণ্ডীয়দিগের চাকরীতে নিযুক্ত এবং তাহারা প্রায় সকলেই মনোযোগ ও বিশ্বস্ততায় বিখ্যাত। তিনি কহিলেন আমার স্মরণে আইসে না যে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহারদের কোন এক ব্যক্তির প্রতি চৌর্য্যাপবাদ হইয়াছিল তথাপি তাহারদিগের মাসিক বেতন আন্দাজী

verage of their wages was only six Rupees a month. I remembered to have heard of one instance of extraordinary fidelity. An officer died in his palanquin at the distance of nearly three hundred miles from Madras with a sum of about Thirty Thousand Rupees in his possession. Those honest bearers, alarmed lest suspicion should attach to them, salted his body, brought it three hundred miles to Madras, and lodged it in the Town-major's office, with all the money sealed in bags."

64. *Cardinal Ximenes.*

The most upright and one of the most able ministers that ever lived was Ximenes, regent of Spain during part of the minority of Charles V. He was perhaps the only minister of whom it can be said, that he did not advance a single member of his family to any post of honor. He behaved with much kindness towards his relatives, but left them in the enjoyment of their humble station. Having on one

কেবল ছয় টাকা। এক সময়ে তাহারদের অতি বিশ্বস্ততার কার্য্য আমি অবগত হইলাম। মান্দ্রাজহইতে দেড় শত ক্রোশান্তরে পাল্কির মধ্যে এক জন সেনাপতি মরিলেন পালকিতে তাঁহার ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। সেই সুশীল বেহারারা আপনারদিগের প্রতি কিছু সন্দেহ না হয় এ জন্যে ঐ সাহেবের শব লবণাক্ত করিয়া রাখিল পরে তাহা দেড় শত ক্রোশান্তর মান্দ্রাজে আনিয়া টৌন মেজর সাহেবের দপ্তরখানায় রাখিল এবং তাঁহার সঙ্গে যে সকল টাকা ছিল তাহা তোড়াবন্দি ও মোহর করিয়া আনিয়া দিল।

৬৪ কার্ডিনাল জিমিনিস।

পৃথিবীতে সুশীল ও বিজ্ঞ রাজমন্ত্রিরদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্ডিনাল জিমিনিস পঞ্চম চার্লেসের নাবালকী কালে স্পাইনদেশের রাজার প্রতিনিধি ছিলেন। অন্যান্য মন্ত্রির বিষয়ে যাহা না কহা যায় তাহা তাঁহার বিষয়ে কহা যায় তিনি আপনার বংশের কোন এক জনকে সম্ভ্রমবিশিষ্ট পদে নিযুক্ত করেন নাই। তিনি আত্মকুটুম্বেরদের সঙ্গে অতিশয় শিষ্টাচার করিতেন বটে কিন্তু তাঁহারদিগকে নীচাবস্থাহইতে উদ্ধার করেন নাই। এক সময়ে তিনি নিজগ্রামে গমন করিতে

occasion paid a visit to his native village, a female relative being ashamed of appearing before him in her homely dress, was hastily retiring, but was stopped by Ximenes, who bade her continue her employment. "This dress," said he, "and this employment suit you well, attend to your household affairs." The disinterestedness of the Cardinal was the more remarkable, as his authority as Regent was almost unlimited; wealth, honors, and power, were all at his command, but in no instance had his private interests the smallest influence in their distribution. His large revenues were all expended in public acts of munificence, or in relieving the suffering poor. As a statesman he was profound, and decisive; during the twenty months of his Regency, he raised the Spanish monarchy to a degree of power and splendour, never known before or since.

How melancholy is it to reflect on the reward which awaited such invaluable services! On

গেলে তাহার এক কুটুম্বিনী স্বকীয় কদর্য্য পরি চ্ছদে লজ্জা পাইয়া অতিশীঘ্র এক কুটরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল ইতোমধ্যে জিমিনিস তাহাকে আটক করিয়া কহিলেন কর্ম্ম ত্যাগ করিও না এই পোশাক এবং এই কর্ম্ম তোমার উপযুক্ত গৃহাদির কর্ম্মে মন দেও। তাঁহার নিস্পৃহতা আরো ইহাতে অধিক প্রকাশ পাইল যে রাজার প্রতিনিধিস্বরূপে তাঁহার পরাক্রম অসীম ছিল কি ধন কি সম্ভ্রম কি পরাক্রম সকলই তাঁহার অধীন কিন্তু কোন গতিকে তিনি সেই সকল প্রদানকরণে নিজ পরিবারের উপকারের প্রতি দৃষ্টি করিলেন না। তাঁহার বহুল ধন তিনি সরকারী কীর্ত্তিশালি ক্রিয়াতে ব্যয় করিলেন অথবা দরিদ্রেরদিগকে প্রদান করিলেন। মন্ত্রির কর্ম্মে তিনি অতিশয় গম্ভীর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং যে বিংশতি মাস সরকারী তাবৎ কর্ম্ম তাঁহার হস্তগত ছিল তাহাতে তিনি স্পাইন রাজ্যের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য এমত বৃদ্ধি করিলেন যে পূর্ব্বাপর কখন সেই রাজ্যের ভাগ্যে এইরূপ হয় নাই।

এই সকল অদ্বিতীয় যত্নেতে তিনি যে পারিতোষিক পাইলেন তাহা শ্রবণে মন উৎকণ্ঠিত হয়।

the arrival of Charles in Spain, the enemies of Ximenes used every possible effort to prevent a meeting between them. Ximenes on his way to join the king, fell ill, but wrote to Charles earnestly soliciting an interview. Under the plea of multiplicity of business, Charles delayed from time to time to comply with his request. Ximenes, whose high spirit had during a long life of eighty years been proof against all the attacks of fortune, sunk under this unexpected neglect. Charles at length wrote him a short letter to express his approbation of his fidelity; it contained a formal dismissal from his important offices, under the pretence that it was time he should retire from the fatigues of a public station. The great soul of Ximenes could not brook this; he perused the cruel epistle, and a few hours after expired.

65. *Dr. Mead.*

In 1722, Atterbury's plot for the restorati-

চার্ল্স রাজা স্পাইন দেশে পঁহুছিলে জিমিনিসের শত্রুরা কোনরূপে তাঁহারদের উভয়ে সাক্ষাৎ না হয় এ নিমিত্তে যথাসাধ্য উদ্যোগ করিল। জিমিনিস রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কারণ যাত্রাকরত পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া চার্ল্সের নিকটে পত্র লিখিলেন এবং তাঁহার সহিত একবার সন্দর্শন হয় এ নিমিত্তে অধিক মিনতি করিলেন। কিন্তু কার্য্যের বাহুল্যের ছলে চার্ল্স বারম্বার তাঁহার প্রার্থনাতে মনোযোগ করিলেন না। অতএব যে জিমিনিস আশী বৎসরপর্য্যন্ত কোন দুর্য্যোগে কখন ভগ্নমনা হন নাই তিনি এই অনপেক্ষিত অসম্মান দেখিয়া একেবারে কাতর হইলেন। অবশেষে চার্ল্স তাঁহার নিকটে এক রোকা লিখিয়া কহিলেন যে তোমার বিশ্বস্ততায় আমি সন্তোষ পাইয়াছি কিন্তু সরকারী কার্য্যের ভারহইতে তোমার মুক্তহওনের কাল আগত এই ছলেতে তাঁহাকে সকল কার্য্যের বহির্ভূত করিলেন। জিমিনিসের মহাপ্রাণ ইহা সহিতে না পারিয়া এই কঠিন পত্র পাঠ করণানন্তর অল্পক্ষণে পরলোকগত হইলেন।

৬৫ ডাক্তর মিড।

১৭২২ সালে ষ্টুআর্ট রাজবংশকে পুনর্ব্বার

on of the Stuart family, was the grand topic of attention. When a motion was made against him in Parliament, Dr. Friend made the most strenuous efforts in his favor. The difficulty of the times had invested the Minister with very great power, and several persons of consequence were committed to prison, and among others Dr. Friend, charged on suspicion of high treason. After a confinement of several months, he was admitted to bail.

The mode in which his liberation was procured was very remarkable, and does infinite honor to the memory of his friend, Dr. Mead. Being called to attend Sir Robert Walpole, the minister, in sickness, Mead refused to undertake his cure, unless Dr. Friend was first set at liberty. This procured his liberation. At the time of his arrest, Dr. Friend was in the most extensive practice, a large part of which

সিংহাসনে উপবিষ্টকরণার্থে আট্টরবরিঁনামক এক ব্যক্তি যে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সকল লোক অতিশয় ব্যস্ত ছিল। যখন পার্লিমেণ্টে ঐ আট্টরবরির প্রতিকূলে এক প্রস্তাব হইল তখন ডাক্তর ফ্রেণ্ডনামক এক জন তাহার আনুকূল্যে অতিশয় যত্ন করিলেন। সেই বিভ্রাটকালে রাজার উজীর অধিক পরাক্রমবিশিষ্ট হইলেন ইহাতে অনেক মান্য লোক কারাগারে বদ্ধ হইলেন। তাঁহারদের মধ্যে ঐ ডাক্তর ফ্রেণ্ড সাহেব রাজবিদ্রোহি অপরাধের সন্দেহপ্রযুক্ত কয়েদ হইলেন। কএক মাস সেখানে কয়েদথাকনের পর তিনি জামিন দিয়া মুক্ত হইলেন।

তিনি যেরূপে খালাস পাইলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য এবং তাহাতে তাঁহার মিত্র ডাক্তর মিড সাহেবের অতিশয় সম্ভ্রমবৃদ্ধি হয়। সর্ রবর্ট ওয়াল্পোলনামক রাজার উজীর পীড়িত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। মিড সাহেব পঁহুছিয়া তাঁহাকে কহিলেন যে আমার মিত্র ডাক্তর ফ্রেণ্ড সাহেব যেপর্য্যন্ত খালাস না হন সেপর্য্যন্ত আমি তোমার কিছু চিকিৎসা করিব না তাহাতে তিনি খালাস পাইলেন। ডাক্তর ফ্রেণ্ড সাহেব যে সময়ে কয়েদ হন সে সময়ে তাঁহার অতিশয় বাহুল্যরূপে চিকিৎসা ব্যবসায় ছিল এবং

fell into the hands of Mead; but disdaining to take advantage of his friend's confinement, he made over to him on his release, Five Thousand guineas, being the full amount of all the fees he had received from Dr. Friend's patients during his confinement.

66. *Horatius Cocles.*

The Romans beaten by Porsenna, fled in disorder to Rome, with the enemy close at their heels. There was a wooden bridge over the Tiber, which gave entrance into Rome. Porsenna pressed so hard on them, that there was the most imminent danger of both friend and foe entering the city together over the bridge. In this emergency, one man alone of all the Romans conceived the idea of stemming the tide of pursuit; discarding all considerations of personal hazard, he resolved to devote himself to the glorious achievement.

তাঁহার রোগির অধিকাংশ ডাক্তর মিড সাহে বের হস্তগত লইল। কিন্তু স্বকীয় মিত্রের কয়েদে তাঁহার কিছু নিজ উপকার হয় এই চিন্তা অতি শয় হেয় জ্ঞান করিয়া ডাক্তর ফ্রেণ্ড সাহেবের ক য়েদের সময়ে তাঁহার রোগির স্থানে তিনি যে পঞ্চান্ন হাজার টাকা বেতন পাইয়াছিলেন তা হা সমুদয় তাঁহাকে দিলেন।

৬৬ হোরেসিয়স কক্লিস।

রোমাণেরা পরসেনা রাজাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অতি গোলমালে রোম নগরে পলায়ন করিল এবং বিপক্ষেরা তাহারদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। টৈবর নদীর উপরে কাঠুয়া এক সাঁকো দিয়া রোম নগরে যাইবার পথ ছিল। পরসেনা রোমাণেরদের উপরে ধাবমান হইয়া এ মত নিকটবর্ত্তী হইল যে মিত্র শত্রু উভয়ে সেই সাঁ কোর দ্বারা এক কালে নগরের মধ্যে প্রবেশ ক রে এতদ্বিষয়ে অতিশয় ভয় জন্মিল। এই সঙ্কট স ময়ে রোমাণেরদের মধ্যে কেবল এক জন ধাবমা ন শত্রুরদের স্রোতঃ থামাইতে কল্পনা করিলেন অতএব সঙ্কটের সকল চিন্তা দূর করিয়া তিনি এ ই ঐশ্বর্য্যশালি কীর্ত্তিতে আপন প্রাণ বিয়োগ ক রিতে নিশ্চয় করিলেন। অনুবর্ত্তি শত্রুরা যেমন

He turned round on the pursuing host as they were entering on the bridge, and with his single arm maintained the pass against them.

He fought with incomparable skill and valour, laid several of the enemy dead at his feet, and wounded many more. Meanwhile his fellow-soldiers were employed in cutting down the wooden bridge behind him; maintaining the fight till he saw the bridge thus destroyed, he leaped into the Tiber, armed as he was, and swam in safety to the opposite bank, having only received one wound in his thigh. The destruction of the bridge prevented the enemy's entering the city. The name of this patriot and hero was Horatius Cocles. The Consul in gratitude for the service he had performed, proposed to the Roman people, that each of them should give him as much as would maintain him for a day, and that he should besides, have as much of the public lands as he could compass in one day with a

সাঁকোর উপরে আগমন করিল তেমন তিনি তা হারদের প্রতি মুখ ফিরাইয়া আপনি একাকী বাহুবলে তাবৎ বিপক্ষেরদের সেই পথ রুদ্ধ ক রিলেন।

তিনি অনুপম নিপুণ ও সাহসিক যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষেরদের মধ্যের অনেককে খুন করিয়া আপ ন পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন অনেককেও আঘা তী করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সহযোদ্ধারা সেই কাষ্ঠের সাঁকো তাঁহার পশ্চাৎদিগে কাটি তে লাগিল এবং যেপর্য্যন্ত তিনি দেখিলেন যে তাঁহার পশ্চাৎ সাঁকো নষ্ট না হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত তিনি অনবরত যুদ্ধ করিয়া পরে ঐ টৈবর নদীতে অস্ত্রসমেত লম্ফ দিয়া সন্তরণের দ্বারা নি র্বিঘ্নে কিনারা পাইলেন কেবল তাঁহার জঙ্ঘাতে এক আঘাত লাগিয়াছিল। এই স্বদেশ হিতৈষি ওবীয়ের নাম হরেসিয়স কক্লিস। সংক্রম ভগ্ন হ ওয়াতে বিপক্ষেরা নগরে প্রবেশ করিতে পারিল না রোমাণেরদের অধ্যক্ষ তাঁহার এই কর্ম্মের কৃ তজ্ঞতা স্বীকারসূচক এই প্রসঙ্গ রোমাণেরদের নি কটে করিলেন যে নগরস্থ সকলেই এক২ দিন ক রিয়া তাঁহাকে আহার দেন এবং তিনি আপন লাঙ্গলের দ্বারা যত ভূমি এক দিবসে বেষ্টন করি তে পারেন তত ভূমি তিনি সরকারহইতে পান।

plough. Not only were these rewards cordially granted him, but a statue was ordered to be erected to his honour in the temple of Vulcan.

67. *Simonides.*

Simonides, a Greek poet, was asked by the king of Syracuse, What is God? He desired a day to think upon it. When the day was ended, he desired two days, and when these had elapsed, he desired four days more; thus he constantly doubled the number of days in which he desired to think of God, before he would give an answer. The king at length expressed his surprize at his behaviour, upon which the poet replied, the more I think of God the less am I able to comprehend him.

68. *Reply of a little boy.*

A little boy of great quickness being in the presence of a clergyman, he asked the lad

এই সকল পারিতোষিক তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে দেও য়া গেল এবং তদতিরিক্ত বরুননামক দেবতার মন্দিরে তাঁহার সম্ভ্রমার্থে এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে উদ্যোগ হইল।

৬৭ সিমনিদিস।

সিমনিদিসনামক গ্রীকদেশস্থ এক জন কবিকে সিরাক্যুশের রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঈশ্বর কি। তিনি উত্তর করিলেন এ বিষয়ে এক দিন চিন্তা করিতে হইবে ঐ দিনগত হইলে তিনি আরো দুই দিবস প্রার্থনা করিলেন এবং সেই দুই দিবস অতীতে তিনি আরো চারি দিন যাক্রা করিলে।এই রূপে উত্তরদেওনের পর্ব্বে ঈশ্বরের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে তিনি প্রতিদিন দ্বিগুণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর রাজা এই ব্যাপারে আশ্চর্য্য জানাইলেন তাহাতে কবি এই উত্তর করিলেন যে ঈশ্বরের বিষয়ে যত অধিক আমি চিন্তা করি তত তাঁহার কিছুই অনুসন্ধান পাই না।

৬৮ ক্ষুদ্র বালকের উত্তর।

অতিশয় চতুর এক ক্ষুদ্র বালক এক জন পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে কহিলেন যে ঈশ্বর কোথায় ইহা কহিতে পারিলে

where God was, and promised to give him an orange for his reply. The lad replied, tell me where he is not, and I will give you two.

69. *Perseverance.*

King Robert Bruce, who restored the Scottish monarchy, being out one day reconnoitering the army of the enemy, lay at night in a barn. Awakening in the morning he beheld a spider climbing up to the roof. The insect fell to the ground, but made a second attempt. He fell a second time, and then made a third essay, which was alike unsuccessful. The monarch reclining on the couch, saw him thus make twelve successive endeavors to reach the roof, and baffled in them all; but the thirteenth effort was crowned with success. The king starting from his couch, exclaimed, this little insect shall be my instructor; I will follow its example; twelve times have I been defeated in battle with the enemies of my country, I

আমি তোমাকে একটা কমলা নেবু পারিতোষি
ক দিব। শিশু উত্তর করিল যে ঈশ্বর যে স্থানে
নাই মহাশয় এমত স্থান আমাকে দর্শাইয়া
দিলে আমি মহাশয়কে দুইটা কমলা নেবু দিব।

৬৯ স্থিরপ্রতিজ্ঞতা।

রবর্ট ব্রুসনামক রাজা স্কটলণ্ড রাজ্য পুনরুদ্ধার
করিলেন। তিনি এক দিন বিপক্ষেরদের সৈন্যের
ভেদ জানিতে গমন করিয়া রাত্রিযোগে মাঠে
এক কুটীরের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিলেন। প্র
ত্যূষে জাগৃত হইয়া তিনি দেখিলেন যে একটা মা
কড়সা ঘরের মুদুমপর্য্যন্ত উঠিতে উদ্যত পরে সে
খানে না পঁহুছিতেং ভূমিতে পড়িয়া দ্বিতীয়বার
ঐরূপ উদ্যোগ করিল। দ্বিতীয়বারো ভূমিপতিত
হইল অপর তৃতীয়বার উদ্যোগ করাতে সেবারো
নিষ্ফল হইল। রাজা শয্যায় শয়ন করিয়া দেখি
লেন যে মাকড়সা একাদিক্রমে বারোবার এইরূপ
উদ্যোগ করিল এবং প্রতিবারই অচরিতার্থ হইল
কিন্তু ত্রয়োদশ বারের উদ্যোগে কৃতকার্য্য হইল।
রাজা তৎক্ষণাৎ শয্যাহইতে শীঘ্র গাত্রোত্থান ক
রিয়া কহিলেন যে এ ক্ষুদ্র কীট আমার গুরু হইল
আমি তাহার মতে চলিব। আমি স্বদেশস্থ বি
পক্ষেরদের সঙ্গে সংগ্রামে দ্বাদশবার পরাজিত
হইয়াছি বটে কিন্তু ত্রয়োদশবার উদ্যোগ করিব।

will make a thirteenth effort. In a few days he fought the battle of Bannockburn, which liberated his country from a foreign yoke.

Reply of a poor Arab.

A poor Arabian of the desert was one day asked how he came to be assured that there was a God. He replied, as I am able to tell by seeing the impression on the sand, whether a man or a beast has passed over it, so by looking abroad on the world, I am convinced that there is a God.

71. *Roman Law.*

The Romans had a law, that no person should approach the emperor's tent at night on pain of death. It happened one night that a soldier was seen at the door of the emperor's tent with a petition in his hand. He was apprehended, and was about to be led out to execution, when the emperor stepped forward and said, if the petition be for himself, let him

অল্প দিন পরে তিনি বানকবর্ণ স্থানে মহাযুদ্ধ ক রিয়া স্বদেশকে বিদেশীয় রাজার যোঁআলিহইতে মুক্ত করিলেন।

৭০ দরিদ্র আরবের উত্তর।

মরুভূমিনিবাসি অতিশয় দরিদ্র আরবীয় লোক কে এক জন এক দিবস জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কিরূপে জান যে ঈশ্বর আছেন। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন যেরূপে বালুকার উপরে পদচিহ্ন দেখি য়া আমি নিশ্চয় করিতে পারি যে সেই দিগ দিয়া মানুষ কি পশু গমন করিয়াছে সেইরূপে পৃথিবীর চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া কহিতে পারি যে অবশ্য ঈ শ্বর আছেন।

৭১ রোমাণীয় ব্যবস্থা।

রোমাণীয় এই ব্যবস্থা ছিল যে রাত্রিযো গে বাদশাহের তাম্বুর নিকটে যে আগমন করে তা হার প্রাণদণ্ড হইবে। দৈবাৎ এক রাত্রিতে এক জন সৈন্য দরখাস্ত হস্তে করিয়া আগমন করত বা দশাহের তাম্বুর নিকটে দৃষ্ট হইল। তাহাতে সে অভাগা ধৃত হইল কিন্তু তাহার প্রাণদণ্ডকরণের স ময় উপস্থিত হইলে বাদশাহ অগ্রসর হইয়া কহি লেন যে সে দরখাস্তে যদি তাহার নিজের কোন প্রার্থনা থাকে তবে সে মরুক কিন্তু যদি অন্যের

die; if for another, let him live. It was found on examination that the petition of the poor soldier prayed for the lives of two of his comrades, who having been found asleep on the watch, had been condemned to death.

72. *Remedy against Discontent.*

If those who are discontented with their lot in this world would look around, they would find themselves surrounded with sufferers. An Eastern prince having lost a favorite daughter, applied to a sage to restore her to life. I will restore thy daughter to thee, replied the sage, if thou canst find three persons who have never mourned. It is said that the prince made all possible inquiry for three such men, but meeting with disappointment, was completely silenced.

73. *Thirst for riches.*

Dr. Franklin who died about thirty-eight years ago in America, was one of the greatest

নিমিত্তে নিবেদন থাকে তবে সে বাঁচুক পরে পা
ঠকরণেতে দেখা গেল যে সেই দরিদ্র সিপাহীর
দুই জন সহযোদ্ধা চৌকীদেওনসময়ে নিদ্রিত হ
ওয়াতে তাহারদের প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল
এবং সেই দরখাস্তের দ্বারা তাহারদের প্রাণদ
ণ্ডের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল।

৭২ অসন্তোষের ঔষধ।

পৃথিবীর মধ্যে যাহারা আপনারদের অবস্থায়
অসন্তুষ্ট তাহারা চতুর্দ্দিগে নিরীক্ষণ করিলে সক
লকে দুরবস্থাপন্ন দেখিবে। পূর্ব্বদেশস্থ এক
রাজার অতিশয় প্রিয়তমা এক কন্যা মরিলে
তিনি এক মুনির সমীপে তাহাকে পুনর্জীবিতা
করণার্থে প্রার্থনা করিলেন। মুনি প্রত্যুত্তর করি
লেন যে কখন শোক করে নাই এমত তিন জন
কে যদি আমাকে দর্শাইতে পার তবে আমি তো
মার কন্যাকে যমালয়হইতে ফিরিয়া আনিব।
কথিত আছে যে রাজা এইমত ব্যক্তির অন্বেষণ
সর্ব্বত্র করিলেন কিন্তু তাহা না পাওয়াতে একেবা
রে স্তব্ধ হইলেন।

৭৩ ধনাকাঙ্ক্ষিতা।

ডাক্তর ফ্রাঙ্কলিন সাহেব প্রায় আটত্রিশ বৎ
সর হইল আমেরিকাদেশে পরলোকগত হন

philosophers in the world. A youth once ask-
ed him how it was that those who possessed
great riches were still anxious to gain more.
He then brought forward the instance of a rich
merchant, whose wealth was unbounded, but
who seemed as solicitous about accumulating
riches as though he did not possess a farthing.
Franklin instead of replying to him, took down
a fruit from a basket and gave it to a child who
was then in the room. The fruit was so large
that the child could scarcely grasp it. He then
gave it another, which filled the other hand;
he then chose a third of a larger size and
presented it to the child, who made many ef-
forts to grasp all three; but not succeeding,
threw down the third on the floor and burst
into tears. Franklin then turned to his friend
and said, See, there is a little man with more
riches than he can enjoy.

74. *Punishment of rapacity.*

A country-man presented a king of France

তিনি পণ্ডিতেরদের মধ্যে চূড়ামণি ছিলেন। এক জন যুবা এক দিবস তাঁহাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিল যে হে মহাশয় যাহারদের ধনের প্রাচুর্য্য আছে তাহারা কি নিমিত্তে অধিক ধনাকাঙ্ক্ষা করে। অ পর তিনি অতিধনি এক মহাজনের প্রমাণ দিলেন যে তাহার অর্থের শেষ নাই তথাপি এক কপর্দ্দ কো না থাকিলে যেরূপ ধনাভিলাষী হয় সেরূপ এ খনো আছে। ফ্রাঙ্কলিন তাহাকে কিছু উত্তর না দিয়া এক চুপড়িহইতে এক ফল নামাইয়া তৎ সমীপস্থ এক বালককে দিলেন। ফল এইমত বৃহৎ যে ঐ বালকের হস্তে তাহা প্রায় ধরে না। অ পর তিনি তাহাকে অন্য এক ফল দান করিলেন তাহাতে অন্য হস্ত পরিপূর্ণ হইল। অপরঞ্চ তৃতী য়তঃ অতিবৃহৎ এক ফল চুপড়িহইতে বাচিয়া শিশুকে দিলেন বালক তিনটি ফল গ্রহণ করিতে অ নেক যত্ন করিল কিন্তু তাহার উদ্যোগ নিষ্ফল হওয়াতে সে তৃতীয় ফল মেজিয়ার উপরে ফেলি য়া দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ফ্রাঙ্কলিন তৎ ক্ষণাৎ আপন মিত্রের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন যে দেখ এই এক ক্ষুদ্র মানুষ যে ধন ভোগ করিতে না পারে সেই ধনের অভিলাষী।

৭৪ অত্যন্ত লোভের প্রতিফল।

এক জন কৃষক ফ্রান্সদেশের এক রাজাকে বৃহৎ

with a turnip of an unusual size. The king, delighted with the simplicity of the man, ordered him a thousand crowns. A courtier seeing so large a reward bestowed for so trifling a gift, bought a handsome horse and presented it to the king, in the hope of a larger reward; but the king perceiving his object, only ordered the turnip to be given to him, saying it had cost him a thousand crowns.

75. *Alexander the Great.*

Alexander the Great had a celebrated but indigent philosopher at his Court, who being once greatly straitened in his circumstances, applied to the monarch for relief. The monarch immediately gave him an order on his treasury for whatever he wanted. He instantly went and demanded a thousand pounds of the treasurer, who surprized at so large a demand refused to give it, until he received an order from Alexander himself. Alexander heard his representation with pati-

এক গাজর উপঢৌকন দিল। বাদশাহ্ তাহার সারল্যেতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক সহস্র টাকা পারিতোষিক দিতে আজ্ঞা করিলেন। এক জন অমাত্য এইমত ক্ষুদ্র বস্তুর এইমত পারিতোষিক দেখিয়া উত্তম এক অশ্ব ক্রয় করিয়া অধিক পা রিতোষিকের লোভে বাদশাহকে উপঢৌকন দি ল। বাদশাহ্ তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহা কে সেই গাজর দিয়া কহিলেন যে মহাশয় হা জার টাকার গাজর লও।

৭৫ সেকন্দর শাহ্।

সেকন্দর শাহের দরবারে অতিবিখ্যাত অথচ দরিদ্র এক জন পণ্ডিত ছিলেন তিনি এক সময়ে টাকার নিমিত্তে প্রচুর ক্লেশ পাইয়া বাদশাহের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। সেকন্দর শাহ্ তৎ ক্ষণাৎ তাহার যত ইচ্ছা খাজাঞ্চীর নিকটহইতে তত লইতে হুকুম দিলেন। তিনি অবিলম্বে খাজা ঞ্চীর সমীপে গিয়া দশ সহস্র টাকা চাহিলেন। কোষাধ্যক্ষ তাহার এমত অধিক প্রার্থনাতে আশ্চ র্য্য বোধ করিয়া কহিলেন যে বাদশাহের জো বানী না শুনিয়া আমি এত টাকা দিতে পারি না। সেকন্দর শাহ্ তাহার দরখাস্ত মনোযোগপূ র্ব্বক শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে তাহাকে এই

ence, but as soon as he had finished, said, 'Let the money be instantly paid. I am delighted with the philosopher's way of thinking; he has done me great honor; by the largeness of his request, he has shewn the high idea he entertains of my wealth and my munificence.'

76. *Pertinent reasoning of a peasant.*

A Protestant who rented some land from a Catholic Nobleman in Scotland, having fallen behind in his payments, the steward during the absence of the nobleman seized his agricultural stock, and advertized it for sale; the poor farmer used every entreaty with him and with the under-steward, but in vain. Happily, the nobleman returned before the sale took place, and the farmer immediately waited on him and told his sad tale, which touched the heart of his landlord, and induced him to grant an order forbidding the sale of his cattle. As the farmer was retiring with a cheerful counte-

রূপেই সে সকল টাকা দেও। পণ্ডিতের বিবেচনা তে আমি যথেষ্ট সন্তোষপ্রাপ্ত হইয়াছি তিনি আ মার অতিশয় সম্মান করিয়াছেন। আমার ধন অ শেষ দানশৌণ্ডতাও অসীম ইহা যদি জ্ঞান না করিতেন তবে কখন এমত বাহুল্যরূপে টাকা প্রা র্থনা করিতেন না।

৭৬ কৃষকের যুক্তি।

এক জন প্রটেষ্টাণ্ট স্কটলণ্ডদেশের এক জন কা তোলীক কুলীনের স্থানে কিছু ভূমি খাজানা করি য়া লইয়াছিল। তাহার খাজানা কিছু বাকী প ড়াতে গোমাস্তা কুলীন বর্ত্তমান না থাকাতে তা হার বলদলাঙ্গলপ্রভৃতি ক্রোক করিয়া তাহা নী লামকরণার্থে ইশ্‌তিহার দিল। কৃষক তাঁহাকে ও তাঁহার মুহুরিকে ঐ দ্রব্যাদি নীলাম না করিতে অনেক মিনতি করিল কিন্তু তাহা মিথ্যা হইল। সুযোগক্রমে নীলামকরণের পূর্ব্বে ঐ কুলীন ফিরি য়া আইলেন। কৃষক তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে গিয়া আপনার দুঃখের বিষয় নিবেদন করিল ইহাতে ঐ জমীদারের অন্তঃকরণ কোমল হইলে তাহার বলদপ্রভৃতি নীলাম নিবারণকরণের এক পরওয়ানা লিখিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ কৃষককে দিলেন। কৃষক অতিশয় প্রফুল্লবদনে প্রস্থান করত কুটরীর চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ করিয়া কতক প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া

nance, he looked round the room and seeing a number of images, expressed his surprize, and wished to know what they were. The nobleman replied, 'they are the representatives of the saints, who intercede with God for me.' 'My Lord,' said the poor farmer, 'would it not be better for you to apply to God yourself for the favors you require? How long did I entreat your steward and his deputy to spare my cattle, but in vain; had I not come at last to your Lordship's self, I should never have obtained my request.'

77. *Beerbhur.*

It is said that Beerbhur, a very wise counsellor of the emperor Akbar, was one day walking out with him and a number of the courtiers on the banks of the Jumna. The emperor with the wand in his hand drew a stroke on the sands, and then turning to his courtiers, asked them to make the stroke appear less without touching it. They all set their wits to

চমৎকার বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে মহাশয় এ সকল কি। কুলীন কহিলেন যে ঈশ্বরের নিকটে যে ধার্ম্মিকেরা আমার নিমিত্তে প্রার্থনা করেন তাঁহারদের প্রতিমূর্ত্তি এই২। দরিদ্র কৃষক কহিল যে হে মহাশয় আপনি ঈশ্বরের নিকটে যদ্বিষয়ের অর্থী তাহা আপনি একেবারে ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন কেন না করেন। দেখুন মহাশয় আমার বলদইত্যাদি নীলাম না করিতে আমি মহাশয়ের গোমাস্তার ও তাঁহার নায়েবের পায়ে ধরিয়া সাধিলাম কিন্তু যদি আমি মহাশয়ের নিকটে না আসিতাম তবে কোনপ্রকারে কৃতকার্য্য হইতাম না।

৭৭ বীরবর।

কথিত আছে যে আকবর শাহের বীরবরনামক অতিবিজ্ঞ এক মন্ত্রী এক দিন যমুনা নদীর তীরে বাদশাহের ও তাঁহার অনেক অমাত্যগণের সহিত ভ্রমণ করেন। এমত সময়ে বাদশাহের হস্তে যে এক যষ্টি ছিল তদ্দ্বারা বালিতে এক রেখা টানিয়া আপনার অমাত্যেরদের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন এই রেখা স্পর্শ না করিয়া এমত কর যে তাহা খাটো দেখায়। তাহারা সকলেই অতিশয় বিবেচনাকরণানন্তর কিছুই স্থির করিতে পারিল

work, but to little purpose. The emperor then turned to Beerbhur and made the same request to him. He begged the wand in his Majesty's hand, and immediately drew a longer stroke along side of the first; the monarch expressed much gratification at his success. The envy which leads a man to detract from his neighbour's excellencies, is misplaced; let him reduce his neighbour to insignificance, by exhibiting superior virtue.

73. *The Caliph Hegiage.*

The Caliph Hegiage, who was terrible to all his subjects by his cruelty, passed through the deserts of his empire without any retinue. He one day met an Arab, and said to him, 'Who is this Hegiage, of whom every one speaks.' The peasant replied, "He is not a man, but a tyger." Hegiage asked why he reproached him. The Arab replied, "He has committed a thousand crimes; he has shed the blood of a million of his subjects." Hegiage

না। অপর বাদশাহ বীরবরের প্রতি ফিরিয়া তা হাকেও তদ্রূপ আজ্ঞা করিলেন। তিনি যাজ্ঞাপূর্ব্বক বাদশাহের হস্তস্থিত যষ্টি লইয়া পূর্ব্বের অঙ্কিত রেখার নিকটে তাহাহইতে দ্বিগুণ এক রেখা করিলেন। বাদশাহ ইহা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অতএব ঈর্ষ্যার দ্বারা প্রতিবাসিরদের অসূয়াকরা অত্যনুচিত বরং যদি প্রতিবাসিরদিগকে ছোট করিতে চাহ তবে তাহারদের অপেক্ষা অধিক গুণ দর্শাও।

৭৮ হেজিয়াজ কালেফ।

হেজিয়াজনামক কালেফ আপনার সমস্ত প্রজার প্রতি কালস্বরূপ ছিলেন। তিনি আপনার রাজ্যের মরুভুমি দিয়া অমাত্যগণব্যতিরেকে ভ্রমণ করিতেন। এক দিবস তিনি আরবীয় এক প্রজাকে সন্দর্শন করিয়া তাহাকে কহিলেন যে সকলেই হেজিয়াজের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছে তিনি কে। প্রজা কহিল যে তিনি মনুষ্য নহেন কিন্তু ব্যাঘ্র। হেজিয়াজ কহিলেন যে কি নিমিত্তে তুমি তাঁহাকে ভৎর্সনা কর। আরব প্রত্যুত্তর করিল যে তিনি সহস্র অপরাধগ্রস্ত বিশেষতঃ আপনার প্রজার মধ্যে দশ লক্ষ লোকের রক্তপাত করিয়াছেন। হেজিয়াজ কহিলেন যে

said, ‘Have you ever seen him?’ “No,” replied the peasant. ‘Well then,’ said Hegiage, ‘lift up thine eyes. It is to him thou art speaking.’ The Arab, without manifesting the least surprise, looked up to him and said, “Do you know who I am?” No, replied the Caliph. The man said, “I am one of the family of Zobais, every one of whose descendants becomes foolish one day in the year. This is my day for becoming foolish.” The Caliph smiled at this excuse, and forgave him.

79. *Pyrrhus.*

Pyrrhus, King of Epirus in Greece, having heard one day that two young men while drinking together, had abused him in very violent language, caused them to be brought into his presence, and asked them if it was true that they had dared to speak in disrespectful language of their Prince. They replied that it was indeed true, and said, that they should

তুমি তাঁহাকে কখন দেখিয়াছ কৃষক প্রত্যুত্তর ক রিল না। হেজিয়াজ কহিলেন যে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি কর যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন তিনি হেজিয়াজ। আরব কিঞ্চিন্মাত্র আশ্চর্য্য বোধ না করিয়া তাঁহার মুখের দিগে তাকাইয়া কহি ল তুমি জান আমি কে। কালেফ কহিলেন না। কৃষক প্রত্যুত্তর করিল যে আমি জোবাইসের বংশ্য তাহার সন্তানের প্রত্যেক জন বৎসরের মধ্যে এক দিবস উন্মত্ত হয় আমার ক্ষিপ্ত হওনের দিন এই। কালেফ এই উত্তরে হাস্য করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

৭১ পিরস রাজা।

গ্রীকদেশস্থ ইপৈরস দেশের পিরসনামক রা জা এক দিন শুনিলেন যে দুই জন যুবা একত্র সুরা পানকরত তাঁহার প্রতি অতিশয় গালাগালি ক রিতেছিল। অপর তাহারদিগকে আপনার সম ক্ষে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা রা জার বিপরীতে যে এইরূপ ভৎর্সনা করিতে সাহ সিক হইয়াছ ইহা সত্য কি না। তাহারা প্রত্যু ত্তর করিল যে হে মহারাজ সত্য বটে এবং আ মারদের মদ যদি না ফুরাইয়া য়াইত তবে আমরা

have spoken even more violently, if their wine had not failed them. The monarch laughed much at this sally, and pardoned them.

80. *Philopemen.*

Philopemen, a Grecian, one of the most illustrious Captains of his age, marching with his army, moved on before them and arriving first at the place of his encampment, found every one eager in preparing a magnificent repast for him. A woman looking at his countenance took him for one of his servants, from his unpleasant look, and asked him to assist her in cleaving the wood; without saying another word, he took up a hatchet and began to cut the wood with all his might. His principal officers arrived soon after, and seeing him at that employment, asked him what he was doing. He replied with a smiling countenance, that he was paying the penalty of his unfortunate countenance.

তাহাহইতে দশগুণ ভৎর্সনা করিতাম। বাদশাহ এই প্রত্যুত্তরে হাস্য করিয়া তাহারদিগকে মাফ করিলেন।

৮০ ফিলোপিমেন।

গ্রীকদেশস্থ ফিলোপিমেন আপন কালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সেনাপতি। আপনার সৈন্যের সহ গমনকরত তাহারদের কিঞ্চিদগ্রসর হইয়া শিবিরে প্রথমে পঁহুছিলেন এবং দেখিলেন যে প্রত্যেক জন তাঁহার নিমিত্তে মহাভোজকরত অতিশয় ব্যস্ত। ইত্যবসরে এক জন স্ত্রী তাঁহার কুশ্রী বদন দেখিয়া তাহাকে এক জন ভৃত্যের ন্যায় বোধ করিয়া কাষ্ঠ চিরিয়া আমার উপকার কর ইহা কহিলেন। ইহাতে তিনি এক কথামাত্র না কহিয়া যথাসাধ্য কাষ্ঠ চিরিতে আরম্ভ করিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে তাঁহার প্রধান সেনাপতি পঁহুছিয়া তাঁহাকে এইরূপ কর্ম্মকরত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে মহাশয় কি করিতেছেন। তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন যে আমি আপনার কুশ্রীক বদনের গুনাহগারী দিতেছি।

81. *A just reply.*

Philip, King of Macedon, the father of Alexander the Great, had rendered the Spartans the most eminent services. He was one day attending a great festival when these same Spartans grossly insulted him. His friends exhorted him to punish them for their insolence; but he nobly replied, " If they are so wicked as to insult those who do them good, what will they not do to those who may do them an injury?"

82. *The Emperor Aurelian.*

The Roman emperor Aurelian having arrived before the city of Tigana, found that the inhabitants had shut the gates against him, and swore in his wrath that he would not leave even a dog alive. The soldiers rejoiced on hearing this, fancying that they should obtain great booty. When the town had been taken, the troops begged Aurelian to respect

৮১ যথার্থ উত্তর ।

সেকন্দর শাহের পিতা মাকিদোনের রাজা ফি লিপ স্পার্ত্তা লোকেরদিগের উত্তমরূপে উপকার করিয়াছিলেন । এক দিবস এক মহোৎসবের কালে ঐ স্পার্ত্তালোকেরা তাঁহার অতিশয় অপমান করিল । তাঁহার মিত্রেরা সেই অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্তি জন্মাইল কিন্তু তিনি কেবল এই উত্তম প্রত্যুত্তর করিলেন যে যদি তাহারা এই মত দুষ্ট যে আপনারদের প্রতি সুক্রিয়াকারিরদিগকে তাহারা এই মত অপমান করে তবে আপনারদের প্রতি হিংসাকারিরদের প্রতি কি না করিবে ।

৮২ অরিলিয়ননামক বাদশাহ ।

অরিলিয়ননামক রোমাণের বাদশাহ টিগানা নগরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া এবং নগরস্থ লোকেরা তাঁহার প্রতি দ্বাররুদ্ধকরত দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া এই শপথ করিলেন যে সে নগর অধিকার করিলে তাহার এক কুকুরো জীবিত রাখিব না । সৈন্যেরা ইহা শুনিয়া এবং বহু লুঠপ্রাপণের আশা করিয়া মহাহৃষ্টচিত্ত হইল । নগর হস্তগত হইলে সৈন্যেরা বাদশাহকে আপনার শপথ

his own oath. He replied, 'I swore I would not leave a dog alive in the town, slay then all the dogs, but mind you touch none of the inhabitants.

83. *Wisdom of Antigonus.*

After Antigonus one of the Captains of Alexander the Great had been declared king of a part of Asia, some of his soldiers who did not believe he was near them, were speaking in the tent with great violence of him. The king, hearing this, lifted up the curtain of their tent and said to them, "Speak softly, else your king will hear you."

84. *Miraculous shot.*

This little narative relates to a Hottentot of the name of Von Wyler, and we give the story of his perilous and fearful deed in his own words. "It is now," said he, "more than two years since in the very place where we stand, I took a shot with my gun of unpa-

পূর্ণ করিতে মিনতি করিল। তিনি প্রত্যুত্তর করি লেন যে আমি নগরের এক কুকুরো জীবিত না রাখিতে শপথ করিয়াছি অতএব তাবৎ কুকুরকে প্রহার কর কিন্তু নগরস্থ লোকেরদের এক জনকে স্পর্শ করিও না।

৮৩ আন্তিগনসনামক সেনাপতির বিবেচনা।

সেকন্দর শাহের আন্তিগনসনামক এক জন সেনাপতি আসিয়ার এক ভাগের রাজারূপে বিখ্যাত হইলেন। তাহার কতক সৈন্য রাজা যে নিকটে আছেন ইহা না ভাবিয়া এক তাম্বুতে বসিয়া তাঁহার গ্লানি করিতেছিল। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া তাম্বুর পর্দ্দা তুলিয়া তাহারদিগকে বলিলেন যে আস্তেং কথা কহ নতুবা তোমারদের রাজা তোমারদের কথা শুনিবেন।

৮৪ বন্দুকের আশ্চর্য্য লক্ষ।

পশ্চাৎ লিখিতব্য ক্ষুদ্র উপন্যাস কাফ্রিজাতীয় বন বৈলরনামক এক ব্যক্তির সম্বন্ধীয়। তাহার সঙ্কটময় ও আশ্চর্য্য কীর্ত্তি তাহার আপনার কথাতে প্রকাশ করা যাইতেছে। সে ইহা কহিল দুই বৎসরের অধিক কাল গত হইল যে স্থানে আমরা দণ্ডায়মান আছি সেই স্থানে অদ্বিতীয় সংশয়

ralleled danger; my wife was sitting in the house near the door, the children were playing about her, I was without, near the house, busied in doing something to a waggon, when suddenly, though it was mid-day, an enormous lion appeared, came up, and laid himself quietly down in the shade upon the very threshold of the door. My wife, either frozen with fear, or aware of the greater danger attending any attempt to fly, remained motionless in her place, while the children took refuge in her lap. The cry they uttered attracted my attention, and I hastened towards the door but my astonishment may be well conceived, though I cannot describe it, when I found the entrance thus obstructed. Although the animal had not seen me, unarmed as I was, escape appeared impossible. Yet I glided gently to the side of the house, up to the window of my chamber, where my loaded gun was standing. By a happy chance

যুক্ত উযোগ আমি বন্দুকের দ্বারা করিলাম আ মার স্ত্রী ঘরের মধ্যে দ্বারের নিকটে বসিয়াছিল বালকেরা তাহার আশপাশে ক্রীড়া করিতেছিল আমি বাহিরের ঘরের নিকটে একখান গাড়িতে বিরামত করিতেছিলাম ইতিমধ্যে মধ্যাহ্ন কালে অ তিবৃহৎ এক সিংহ উপস্থিত হইয়া ভিতরে গিয়া ছায়াতে দ্বারের গোবরাটের নিকটে উপবিষ্ট হ ইল। আমার ভার্য্যা ভয়েতে স্তব্ধ হইয়া অথবা পলায়নের উদ্যোগে অধিক সঙ্কট দেখিয়া নিস্প ন্দরূপে সেইস্থানে রহিল এবং বালকেরা তাহার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল। তাহারদের ক্রন্দনের শব্দে আমি সতর্ক হইয়া দ্বারের নিকটপর্য্যন্ত অতি বেগে গমন করিলাম কিন্তু যখন আমি দেখিলাম যে দ্বার সিংহেতে অবরুদ্ধ তখন আমি যেরূপ চমৎকৃত হইলাম তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম কিন্তু সকলেই তাহা বোধ করিতে পারিবেন। সিং হ আমাকে দেখে নাই বটে কিন্তু তৎসময়ে আমি যে রক্ষা পাইব এমত জ্ঞান না করিয়া নিঃশব্দে ঘরের পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়া আমার কুট রীর খিড়কীর নিকটে গেলাম সেইখানে আমার গুলিপূরা এক বন্দুক ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আ মার খিড়কীর নিকটবর্ত্তি কোণে তাহা খাড়া ছিল

I had set it in a corner close by the window, so that I could reach it with my hand; and still more fortunately, the door of the room was open, so that I could see the whole of the danger. The lion was beginning to move, perhaps with the intention of making a spring; there was no longer any time to think; I called softly to the mother not to be afraid and invoking the name of God, fired my piece. The ball passed directly over my boy's head, and lodged in the forehead of the lion; his eyes shot forth as it were sparks of fire, and rolling on the ground, he resigned his breath.

85. *Astonishing reward of industry.*

When Arkwright, a very poor man in England, went first to Manchester, he hired himself to a petty barber; but being remarkably frugal he saved money out of a very scanty income. With these savings he took a cellar, and commenced business for himself; at the cellar

অতএব হস্ত বিস্তারকরণপূর্ব্বক তাহা অনায়াসে পাইলাম এবং অধিক সৌভাগ্যক্রমে সেই কুট রীর দ্বার মুক্ত ছিল তাহাতে যেপর্য্যন্ত সঙ্কট হই য়াছে ইহা আমি একেবারে দেখিতে পাইলাম তৎসময়ে সিংহ লড়িতে লাগিল হইতে পারে যে সে সময়ে সে লম্ফদেওনে ইচ্ছুক হইয়াছিল। আমি অতিশয় আস্তে স্ত্রীর প্রতি ডাকিয়া কহিলাম যে ভীতা হইও না ভীতা হইও না। অপর ঈশ্ব রের নাম করিয়া আমি বন্দুক ছুড়িলাম। গুলি আমার সন্তানের নিজ মস্তকের উপর দিয়া গমন করিয়া সিংহের কপালেতে লাগিল তৎক্ষণাৎ তা হার দুই চক্ষুহইতে অগ্নিবৎ স্ফুলিঙ্গনির্গত হইয়া সিংহ মৃত্তিকার উপরে গড়াগড়ি দিয়া পঞ্চত্ব পা ইল।

৮৫ পরিশ্রমের আশ্চর্য্য ফল।

আরক্রেতনামক এক জন অতিদরিদ্র ইংগ্লণ্ড দেশে প্রথমতঃ মানচেস্তর নগরে গমন করিয়া ক্ষুদ্র নাপিতের দোকানে চাকরী করিতে লাগিল কিন্তু অতিশয় কার্পণ্যপ্রযুক্ত অত্যল্প বেতন পাই য়াও কিছু টাকা সঞ্চয় করিল। এই অল্প পুঁজিতে নীচের এক কুটরী লইয়া আপনি নিজে ব্যবসায় আরম্ভ করিল। কুটরীর বাহিরে বড় অক্ষরে ইহা

head he displayed this inscription: "Subterraneous shaving for a half penny." The novelty of the advertisement soon attracted a large number of customers. A neighbouring cobler one day came to his shop in order to be shaved. The fellow had a remarkably strong rough beard. Arkwright beginning to lather him, said he hoped he would give him another half penny, for his beard was so strong it might spoil his razor. The cobler declared he would not; Arkwright then shaved him for the half penny, and immediately gave him two pair of shoes to mend. This was the basis of Arkwright's extraordinary fortune; for the cobler struck with this unexpected favour, introduced him to the inspection of a cotton machine invented by a particular friend of his. Arkwright got possession of the plan; and it gradually led him to establish machines by which he amassed an immense fortune, second to none in the kingdom, and to the acquisition of a title from the king.

লিখিল যে এই কুটরীর নীচে মৃত্তিকার ভিতরেস্থ তালাতে এক পয়সাতে লোকেরা ক্ষৌরী হইতে পাইবে। এইরূপ অশ্রুত ইশ্‌তেহার দেখিয়া তাহার নিকটে অত্যল্প কালের মধ্যে সকলি ক্ষৌরী হইতে আইল। এক দিন নিকটবাসি এক মুচি ক্ষৌরী হওনার্থে তাহার দোকানে আইল তাহার দাড়ি অতিশয় শক্ত ও কর্কশ ছিল। আরক্রেত যখন তাহার দাড়িতে সাবান দিতে আরম্ভ করিল তখন কহিল যে আপনার এক পয়সা অধিক আমাকে দিতে হইবে যেহেতুক আপনার দাড়ি এমত কর্কশ যে তাহাতে আমার ক্ষুরের ধার ভগ্ন হইবে। মুচি কহিল যে আমি আর এক পয়সা কদাচ দিব না। পরে আরক্রেত তাহাকে কামাইয়া দুই যোড়া জুতা তাহার নিকটে মেরামত করিতে দিল। আরক্রেতের আশ্চর্য্য ধনের মুল এই যেহেতুক তাহার অনপেক্ষিত অনুগ্রহেতে মুচি তুষ্ট হইয়া আপন মিত্র সূতানির্ম্মাণার্থ যে এক কল প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা আরক্রেতকে দেখাইল সে সেই কলের নক্‌শা পাইয়া ক্রমে২ ঐ প্রকার সূত্রনির্ম্মাণার্থ কল সংস্থাপন করিতে লাগিল এবং তাহার দ্বারা দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনী হইয়া বাদশাহকর্ত্তৃক এক উপাধিপ্রাপ্ত হইল।

86. *Sir John Purcell.*

In the year 1811, the house of Sir John Purcell, in Ireland, was attacked by a desperate gang of robbers who forced the windows of the parlour adjoining to the room in which he had just retired to rest. They appeared to him to be about fourteen in number. He immediately got out of bed, and his first determination being to make resistence, it was with no small anxiety that he reflected upon the unarmed condition in which he was placed, being destitute of a single weapon. It happily occurred to him that having supped in the bed chamber on that night, a knife had been left behind by accident, and he instantly proceeded to grope in the dark for this weapon, which he fortunately found. He stood in calm but resolute expectation, that the progress of the robbers would soon lead them to his bed chamber ; he heard the furniture which had been placed against a door displaced, and

৮৬ সর জন পর্সল।

১৮১১ সালে ঐর্লণ্ডদেশে সর জন পর্সল সাহেবের ঘর অতিশয় অসমসাহস এক দল ডাকাইত কর্তৃক আক্রান্ত হইল বিশেষতঃ যে কুটরীতে তিনি শয়ন করিতে গিয়াছিলেন সেই কুটরীর নিকটস্থ কামরার খিড়কী তাহারা বলদ্বারা খুলিল। ঐ সাহেব তাহারদের চৌদ্দ জনকে আসিতে দেখিলেন। তিনি তৎক্ষণে শয্যাহইতে উঠিয়া প্রথমতঃ তাহারদের আগমন নিবারণ করিতে নিশ্চয় করিলেন কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার স্থানে কিছু অস্ত্রশস্ত্র নাই এবং তিনি নিতান্ত অনুপায়ী তখন তাঁহার মনের মধ্যে কিঞ্চিদুদ্বেগ জন্মিল। অতিশয় সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার স্মরণ হইল যে পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি শয়নাগারে ভোজনকরণানন্তর দৈবাৎ সেখানে এক ছুরী রাখিয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি অতিশীঘ্র অন্ধকারে সেই অস্ত্রের অনুসন্ধানে গমনপূর্ব্বক হাতড়িয়া২ অতিশয় শুভাদৃষ্টক্রমে সেই ছুরী পাইলেন। ইতিমধ্যে ডাকাইতেরা তাঁহার শয়নাগারে অতিশীঘ্র আসিবে ইহার অপেক্ষায় তিনি অতিশয় ধৈর্য্যাবলম্বী অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকিলেন তাঁহার কামরার এক দ্বারের বাহিরে যে সকল লওয়াজিমা দ্রব্য রাখা গিয়াছিল তাহারা তাহা ক্রমে২ সরাইতেছে ইহা শু

immediately afterwards the door was burst open by the robbers. The moon shone with great brightness and when this door was thrown open, the light streaming in through three large windows in the parlour, afforded Sir John a view that might have made an intrepid spirit not a little apprehensive. His bed room was very dark in consequence of the shutters of the windows being closed; thus while he stood enveloped in darkness, he saw standing before him, by the brightness of the moonlight, a body of armed men. Armed only with this knife, and aided only by a dauntless heart, he took his station at the side of the door, and in a moment after, one of the villains entered from the parlour into the dark room. Instantly upon advancing, Sir John plunged the knife into the robber's body, who upon receiving this thrust, rolled back into the parlour, crying out that he was killed.

Shortly after another advanced, who was wounded in a similar manner, and who also

নিলেন এবং কিছু কালপরে সেই দ্বার ডাকাই তেরা খুলিল। সেই সময়ে জ্যোৎস্না ছিল এবং যেমন কপাট মুক্ত হইল তেমন বাহিরের কুটরীর তিনটা খিড়কীহইতে যে আলো প্রবিষ্ট হইল তাহাতে তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে কে না ভীত হয়। তাঁহার নিজ শয়নের কুট রীর খিড়কী বন্ধহওয়াপ্রযুক্ত সেই কুটরী অন্ধ কারময় ছিল অতএব তিনি স্বয়ং অন্ধকারে মগ্ন হইয়া আপনার সম্মুখে উত্তমরূপে অস্ত্রান্বিত এক দল ডাকাইত জ্যোৎস্নার দ্বারা দেখিলেন। অত এব কেবল এই ছুরিকা এবং নির্ভয় প্রাণে সুসজ্জ হইয়া তিনি দ্বারের আড়ালে দণ্ডায়মান থাকি লেন এবং এক লহমার পরে দস্যুরদের এক জন বাহিরের কামরাহইতে অন্ধকার কামরায় প্র বেশ করিল। ঐ দস্যু আগমন করিবামাত্র সাহেব তাহার শরীরে ছুরী বিদ্ধ করিলেন এবং সেই ব্যক্তি আঘাতী হইয়া পশ্চাৎস্থ কামরায় হটি তেং কহিল যে আমি হত হইলামং।

কিছু কালপরে অন্য এক জন দস্যু আগত হইলে তদ্রূপে আঘাতী হইয়া টলমল করিয়া বাহিরের

staggered back into the parlour, crying out that he was wounded. A voice from the outside gave orders to fire into the dark room, upon which a man stepped forward with a short gun in his hand. As this fellow stood in the act of firing, Sir John had the amazing coolness to look at his intended murderer, and, without making any noise that might point out the exact spot where he was standing, calmly calculated that the contents of the piece were likely to pass close to his breast without wounding him; in this state of firm expectation he stood without flinching; the piece was fired, and its contents harmlessly lodged in the wall.

As soon as the robber fired, Sir John made a push at him with his knife, and wounded him in the arm, which he repeated again in a moment, and the villain upon being wounded retired as the others had done, exclaiming that he was killed. The robbers immediately rushed forward from the parlour into the dark room,

কুটরীতে ফিরিয়া গেল এবং সেই রূপ শব্দ করিতে লাগিল। তাহাতে বাহিরহইতে ডাকাইতেরা অন্ধকার কামরায় গুলি মারিতে হুকুম করিল এবং তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি এক ক্ষুদ্র বন্দুক হস্তে করিয়া অগ্রসর হইল। সেই ব্যক্তি যেমন বন্দুক ছুড়িতে প্রস্তুত হইল তেমন সাহেব অতিশয় নির্ভয়রূপে তাহার মুখের দিগে তাগ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন তাহা প্রকাশ না হয় এতন্নিমিত্তে শব্দ না করিয়া অতিশয় স্থিরমনারূপে লক্ষ করিয়া দেখিলেন যে তাহার বন্দুকের গুলি তাঁহার পার্শ্ব দিয়া গমন করিবে কিন্তু তাঁহার শরীরে আঘাত লাগিবে না। এই স্থিরমনস্কাবস্থায় তিনি কিছু না হটিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। ডাকাইত বন্দুক ছুড়িল এবং তাহার গুলি সাহেবের গাত্রে না লাগিয়া দেওয়ালে বিদ্ধ হইল।

গুলি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পর্সল সাহেব ছুরীর দ্বারা তাহার বাহুতে আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ বারম্বার আঘাত করিলে সেই ডাকাইত আঘাতী হইয়া পূর্ব্ববৎ পশ্চাৎ হটিয়া কহিল যে আমি মরিলাম। ইহা শুনিয়া ডাকাইতেরা সকলেই ঐক্য হইয়া বাহিরের কুটরীহইতে অন্ধকার কুটরীর প্রতি ধাবমান হইল এবং তখন পর্সল সা

and then it was that Sir John's mind recognized the deepest sense of danger. He thought all chance of preserving his own life was over; but he resolved to part with that life only by the death of some of the murderers. The moment the villains entered the room, he struck at the first fellow with his knife, and wounded him. At the same instant one of them gave him a blow on the head, and grappled with him. He stabbed at the fellow with whom he found himself engaged. The floor being slippery with blood, Sir John and his adversary both fell, and while they were on the ground, Sir John thinking that his thrusts with the knife, though made with all his force, did not seem to produce the decisive effect which they had in the beginning of the conflict, he examined the point of his weapon with his finger, and found that the blade of it had been bent near the point. As he lay struggling on the ground, he endeavoured, but un-

হের আপনাকে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন জ্ঞান করিয়া ভাবিলেন যে এইক্ষণে আমার প্রাণ রক্ষা হওনের আর কোন উপায় নাই কিন্তু ডাকাইতেরদের ক তক ব্যক্তিকে খুন না করিয়া যে মরিবেন না ইহা নি শ্চয় করিলেন। দস্যুরা কুঠরির মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি আগেকার বেটাকে ছুরীর দ্বারা আঘা ত করিলেন তন্মাত্রেই সাহেবের মস্তকে আর এক জন একটা ঘা মারিয়া তাঁহার সঙ্গে কুস্তাকুস্তি করিতে লাগিল। যাহার সঙ্গে এমত হাতাহা তি হইতেছিল তাহার প্রতিও তিনি আঘাত করি লেন। তৎকালে ঘরের মেজিয়া রক্ত ধারাপাতে পিছল হওয়াতে সর জন পর্সল সাহেব ও তাঁ হার শত্রু উভয়েই পা পিছিলিয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহারা যে সময়ে মৃত্তিকাতে পতিত ছি লেন তৎসময়ে সর জন সাহেবের বোধ হইল যে তাবৎ বলপূর্ব্বক ছুরীর দ্বারা আঘাত করিতেছি বটে কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ সময়ে তাহাতে যাদৃশ ফল দর্শিয়াছিল এইক্ষণে তাদৃশ ফল দৃষ্ট হইতেছে না। তাহাতে তিনি ঐ ছুরীর অগ্রভাগ অঙ্গুলির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে কিঞ্চিৎ নুইয়া গিয়াছে। অপর মৃত্তিকাতে পড়িয়া কুস্তাকুস্তি করণ সময়েই ঐ ছুরীর অগ্রভাগ সোজা করি

successfully to straiten it. While making this attempt, he perceived that the grasp of his adversary was losing its pressure, and in a moment after he found himself released from it, the fellow being in the arms of death. At length the robbers, finding so many of their party killed or wounded, employed themselves in removing the bodies out of the house. Sir John embraced this opportunity of retiring to a place of safety, a little distant from the house. On the departure of the banditti he returned, and placing his daughter-in-law and grand-child in a place of safety, took all the necessary precautions to prevent his being again attacked. One of the robbers was afterwards apprehended, and on his trial confessed that the party had consisted of nine persons, of whom two had been killed and three wounded by the single arm of Sir John Purcell.

87. *Coolness of Frederick the Great.*

Frederick the Great. the King of Prussia,

চেষ্টা পাইলেন কিন্তু পাইলেন না। এমত উদ্যোগ করত দেখিলেন যে তাঁহার শরীরের প্রতি শত্রুর হস্তের গ্রাস কিঞ্চিৎ শৈথিল্য হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কাল পরেই তাহাহইতে একেবারে মুক্ত হইলেন কারণ ঐ দস্যু মৃত্যুর গ্রাসেই পড়িয়া ছিল। পরিশেষে দস্যুরা আপনারদের অনেক কে হস্ত বা আঘাতি দেখিয়া শব সকল বাহির করিতে লাগিল। এবং সর জন সাহেব এই সুল মন্ত্র বুঝিয়া ঘরহইতে কিঞ্চিদন্তরে একটা নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আশ্রয় লইলেন। দস্যুরা প্রত্যাগমন করিলে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আপনার পুত্রবধূ ও পৌত্রকে একটা নিরাপদ স্থানে রাখিয়া তাহারা পুনরাক্রমণ করিতে নাপারে এমত উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার পরে দস্যুরদের মধ্যে এক জন ধরা পড়িয়া মোকদ্দমার সময়ে কবুল করিল যে আমারদের দলের মধ্যে নয় জন ছিল একাকি সর জন সাহেবের সাহসেতে তন্মধ্যে দুই জন হত এবং তিন জন দারুণ আঘাতী হয়।

৮৭ মহা ফ্রেড্রিকের অনুপম স্থিরতা।

প্রুসীয়ার রাজা মহা ফ্রেড্রিক এক সময়ে কুনা

being once posted with his troops at Newmarck opposite to the immense Russian army, which was separated from him only by a river, went out to reconnoitre the enemy with a single page and an officer. Having laid his glass upon the shoulder of the page, he began to observe the Russians, who as soon as they perceived him, kept up a smart fire upon the spot where he stood. The balls struck the ground on all sides, and threw up the earth which covered his coat and hat. At last the officer thought it his duty to apprize his Majesty of the danger, and pointed out the effect of the enemy's shot upon his clothes. The king did not answer him for some time, but at length turned his head, and said with great composure, 'If you are afraid, you may go back,' and then continued his observations. After having seen every thing he wished, he said to the trembling page, 'Now I have done, you may pack up every thing.' Then

য়েরদের বহুসংখ্যক সৈন্যেরদের সম্মুখবর্ত্তি নিষ্টমার্ক স্থানে সসৈন্যে অবস্থিত ছিলেন মধ্যস্থানে কেবল এক নদী ব্যবহিতা ছিল। পরে তিনি এক বালক ভৃত্য ও সেনাপতিসমভিব্যাহারে বিপক্ষের দের তত্ত্ব লইতে গমন করিলেন। অপর এক দুর বিন ঐ ভৃত্যের স্কন্ধোপরি স্থাপিত করিয়া রুসীয়ে রদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রুসীয়েরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র যে স্থানে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন ঐ স্থানের প্রতি অবিরত গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ গোলা ইতস্ততঃ মৃত্তিকাতে লাগাতে মৃত্তিকাসকল উড্ডীয়মানা হইয়া রাজার কুর্ত্তি ও টুপি তাহাতে ধূসর হইল অবশেষে সঙ্গি সেনাপতি উপস্থিত সঙ্কট রাজাকে দর্শাইতে আব শ্যক বোধ করিয়া বিপক্ষেরদের গোলায় রাজার বস্ত্রাদির যে কিরূপ দশা হইয়াছে তাহা রাজাকে দর্শাইলেন। রাজা কিঞ্চিৎ কাল কিছু উত্তর না করি য়া পরিশেষে তাঁহার প্রতি মস্তক ফিরাইয়া কহি লেন যে তোমার যদি ভয় হইয়া থাকে তবে তুমি ফিরিয়া যাও ইহা কহিয়া আপনি পুর্ব্ববৎ নিরী ক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে ইচ্ছানুরূপ তাবদ্দর্শন করিয়া ভয়ে কম্পায়মান ঐ ভৃত্য বালককে কহি লেন যে আমার কর্ম্ম সম্পন্ন হইল এইক্ষণে সকল

mounting his horse, he rode gently back to his camp.

88. *Intrepid Bishop.*

A house in the town of Auch had taken fire; in the highest story of it there was a feeble old woman, cut off from all chance of escape. The bishop of the place offered a reward of 2000 Rupees to any one who would rescue her from destruction; but none came forward. The flames made rapid progress, and the unfortunate woman was on the point of perishing, when the bishop wrapped a wet cloth around him, rushed into the burning pile, reached the woman, and brought her down in safety.

89. *Buktiyar Khullijy.*

The first chief who raised the Moosulman standard in Bengal was Buktiyar Khullijy.

রক্ষ কর । ইহা কহিয়া তিনি স্বীয় অশ্বারোহণে অতি ধীরে২ স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন।

৮৮ সাহসিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ।

অগ্র নগরের এক গৃহে অগ্নি লাগিয়াছিল উপরিস্থ তালায় এক বৃদ্ধা স্ত্রী ছিল তাহার রক্ষা পাওনের কিছু মাত্র উপায় ছিল না। পরে ঐ স্থানের ধর্ম্মাধ্যক্ষ কহিলেন যে ঐ স্ত্রীকে যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে পারিবে তাহাকে আমি পারিতোষিক দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব কিন্তু তৎকর্ম্মে কেহই অগ্রসর হইল না। ইতিমধ্যে অগ্নির অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে ঐ অভাগা স্ত্রীকে প্রায় আসন্নমৃত্যু দেখিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় একখান আর্দ্র বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া সেই অগ্নিময় গৃহমধ্যে অতি বেগে প্রবেশ করত স্ত্রীকে লাগাইল পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে নামাইয়া আনিলেন।

৮৯ বক্তিয়ার খলেজী।

যে সেনাপতিকর্ত্তৃক বঙ্গদেশে জাবনিক পতাকা প্রথম উড্ডীয়মানা হয় তাঁহার নাম বক্তিয়ার খলে

His appearance was mean, and his person so deformed, that when he offered to enlist into the army of Mahomedan Ghory of Lahore, he was refused admittance. Finding it impossible to obtain a place in the imperial service, he enlisted as a horseman in the service of one of the provincial governors, and his activity, courage and abilities very soon secured his promotion. Having signalized himself on several important occasions he was at length appointed to command the army which was destined to the conquest of Behar.

In this employment he was eminently successful, and returned at the end of two years laden with plunder. The Viceroy, pleased with his conduct, conferred such honour on him as raised the envy of his competitors and led them to determine on his removal from the Court. The plot which they devised for his disgrace was this; when the whole Court was assembled, some of the nobles took an opportunity of introducing the subject of the

জী। দর্শনে তিনি অতি কুৎসিত এবং তাহার শ
রীর এমত বিরূপ যে লাহোরের অধ্যক্ষ মহম্মদ
ঘোড়ীর সৈন্যেরদের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে চেষ্টা পা
ইলে ঐ সেনাপতি তাঁহাকে কদাচ প্রবিষ্ট হইতে
দিলেন না। অতএব বাদশাহের চাকরীতে স্থান
পাওয়া অসাধ্য দেখিয়া তিনি অশ্বারূঢ়ের ন্যায়
এক জন সুবাদারের চাকরিতে প্রবেশ করিলেন।
এবং তাঁহার নিকটে আপনার চালাকি সাহস
গুণ দর্শাইয়া তিনি অতি শীঘ্র উচ্চ পদপ্রাপ্ত হই
লেন। পরে নানা গুরুতর কার্য্যে তাঁহার বীর্য্য
প্রকাশমান হইলে সুবা বেহার জয় করণার্থে যে
সৈন্য নিযুক্ত ছিল তাহার আধিপত্য প্রাপ্ত হই
লেন।

ঐ কর্ম্মে তিনি অত্যাশ্চর্য্য কৃতকৃত্য হইয়া দুই
বৎসরান্তর লুটিত ধনে ভারাক্রান্ত হইয়া প্রত্যাগ
মন করিলেন। পরে সুবাদার তাঁহার কর্ম্মে অতি
সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এমত সম্ভ্রম করিলেন যে তা
হাতে তৎ প্রতিযোগি ব্যক্তিরদের ঈর্ষা জন্মিল
এবং তাঁহারা নিতান্তই তাঁহাকে দরবারহইতে তা
ড়িয়া দিতে নিশ্চয় করিলেন। অপমান করণার্থ তাঁ
হারা যে ষড়যন্ত্র করেন সে এই। একদিবস তাবৎ
লোক দরবারে সমাগত হইলে কতক ওমরা সু

recent conquest of Behar, and of extolling the daring bravery of Buktiyar; adding, that they were sure he would single handed contend with and overcome a fierce elephant; this was contradicted by others, and the matter was referred to the Viceroy, who propounded it to Bukhiyar. He, dreading the imputation of cowardice boldly agreed to try the contest.

A large elephant was then introduced into the area in front of the Palace, and Buktiyar without making any other preparation, simply threw off his upper garment, and girding up his loins, advanced with a battle axe in his hand. The elephant, urged on by his driver, made a charge at Buktiyar, who dexterously avoided it, and at the same time struck the elephant with his battle axe with such force on the trunk, that the animal screamed and ran off. Shouts of wonder resounded through the palace, and the Viceroy not only presented the general with a large

যোগ বুঝিয়া বেহারের সম্প্রতিকার অধিকার করণের কথা উল্লেখ করিলেন এবং বক্তিয়ারের অক্ষম সাহসের প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে অবশ্যই ইনি সহকারিতাব্যতিরেকে মত্ত হস্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাজয় করিতে পারেন। অন্য আমলারা কহিলেন যে না কখন ইহা পারেন না। পরে এতদ্বিষয় সুবাদারের নিকটে অর্পণ হইলে তিনি বক্তিয়ারের নিকটে তাহা প্রস্তাব করিলেন। বক্তিয়ার আপনাকে পাছে ভীরু বলে এই ভয়ে অতি সাহসপূর্ব্বক ঐ যুদ্ধ করাও স্বীকার করিলেন।

অপর রাজবাটীর সম্মুখবর্ত্তি উচানে বৃহৎ এক মত্ত হস্তী আনীত হইল এবং বক্তিয়ার অন্য কোন বিষয়ে সসজ্জ না হইয়া আপনার উত্তরীয় বস্ত্রখানি ত্যাগ করিয়া কেবল কটিবন্ধনপূর্ব্বক এক কুঠার হস্তে করিয়া অগ্রসর হইলেন। হস্তিপকের দ্বারা হস্তী চালিত হইয়া বক্তিয়ারের উপর চড়াউ করিল। তিনি অতি নৈপুণ্যরূপে এক দিগে সরিয়া এক কালে হস্তির শুণ্ডোপরি কুঠারের দ্বারা এমত আঘাত করিলেন যে হস্তী চীৎকার শব্দ করত পলায়ন করিল। তৎক্ষণাৎ রাজবাটীময় এককালে অতিবিস্ময়সূচক রব হইল এবং সুবাদার ঐ বক্তিয়ার সেনাপতিকে বহু সংখ্যক মুদ্রা প্রদান

sum of money himself, but ordered all the nobles to present offerings to him likewise. The sum collected on this occasion was very considerable, but Buktiyar scorning to touch it, distributed the whole among the servants of the court.

Shortly after this event he was appointed governor of Behar, with orders to extend his conquests over all the neighbouring countries.

90. *Muley Mooluk.*

The Africans record wonders of the life and death of their King Muley Mooluk, who was invaded in his own dominions by Sebastian King of Portugal. The Royal Moor was wasted away by sickness when the invasion took place, and on the day of battle was ready to expire. Being brought to his camp in a litter, he gave particular orders to his officers to conceal his death, if he should expire during the action. He was conveyed from

করিলেন এবং তদতিরিক্ত তাবৎ ওমরাদিগকে তদনুরূপ তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন। এতদ্রূপে যে মুদ্রা সংগৃহীত হয় সে অতিবহুসংখ্যক কিন্তু বক্তিয়ার তাহার এক পয়সা মাত্র স্পর্শ না করিয়া দরবারের ভৃত্য গণকে বণ্টনপূর্ব্বক বিতরণ করিলেন।

ইহার কিঞ্চিৎ কালপরে তিনি বেহারের সুবা দারী পদে নিযুক্ত হইয়া নিকটবর্ত্তি প্রদেশ সকল জয় করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।

৯০ মূলিমূলক।

আফ্রিকীয়েরা আপনারদের রাজা মূলিমূলক জী বদ্দশায় ও মূমুর্ষু অবস্থায় যে কর্ম্ম করিলেন তাহা আশ্চর্য্যরূপ বর্ণনা করেন। সিবাস্তিয়াননামক পোর্ত্তুগালের রাজা তাঁহার অধিকারের উপর আক্রমণ করিলেন। আক্রমণসময়ে ঐ মুসল মান রাজা রোগে অতিজীর্ণ এবং যুদ্ধের দিবসে মুমূর্ষু প্রায় ছিলেন। তিনি একখান ডুলিতে শি বিরে আনীত হইয়া স্বীয় সেনাপতিরদিগকে বি শেষ আজ্ঞা দিলেন যে যুদ্ধ করিতে২ যদি আমার মৃত্যু হয় তবে তাহা অতিগোপন করিবা পরে সৈন্যের এক শ্রেণীহইতে অপর শ্রেণীতে ব্যাহিত

rank to rank, and exhorted the Moors to fight valiantly in defence of their religion and their country. The battle commenced, and the king's right wing was pushed by the Portugueze troops. When the dying monarch saw his troops in disorder, and flying before the enemy, he leaped out of the litter, and endeavoured, though in the embrace of death, to re-aminate them. His officers endeavoured in vain to restrain him; sword in hand he moved through his flying troops, who, encouraged by the example of their prince, returned to the charge, repulsed the enemy and regained their honour. The king had no sooner performed this heroic deed than he fainted in the arms of his generals, and was conveyed back in his litter to the camp, where he expired shortly after.

91. *Sir Isaac Newton.*

Sir Isaac Newton, one of the greatest philo-

হইয়া মুসলমানেরদিগকে স্বীয় দেশ ও ধর্ম্ম রক্ষার্থে সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবোধ জন্মাইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই পোর্ত্তুগীসীয় সৈন্যের বাদশাহের দক্ষিণাংশের সৈন্যেরদিগকে কিঞ্চিৎ হঠাইয়া দিল। ঐ মুমূর্ষু রাজা স্বীয় সৈন্যেরদের মধ্যে গোলমাল ও তাহারদিগকে বিপক্ষেরদের সম্মুখ হইতে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ডুলিহইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া যদ্যপিও তিনি তদানীং প্রায় মৃত্যুমুখগত তথাপি তাঁহারদিগকে অনেক প্ররোচনা বাক্য কহিলেন। তাঁহার সেনাপতিরা তাঁহাকে থামাইতে উদ্যোগ করিলেন বটে কিন্তু পারিলেন না তলবারহস্ত হইয়া তিনি আপনার ঐ পলাতক সৈন্যেরদের মধ্যদিয়া যুদ্ধার্থ ধাবমান হইলেন এবং তাহারা স্বীয় রাজার সাহসের আদর্শ দৃষ্টে সাহসিক হইয়া পুনর্ব্বার রণস্থলে ফিরিয়া আসিয়া বিপক্ষেরদিগকে তাড়াইয়া দিল ও আপনারদের সম্ভ্রম বজায় রাখিল। এই অসম সাহসিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিবামাত্র রাজা স্বীয় সেনাপতিরদের হস্তে একেবারে অচৈতন্যাবস্থায় পতিত হইলেন এবং সৈন্যেরা তাঁহাকে শিবিরপর্য্যন্ত ডুলিতে লইয়া গেলে সেই স্থানেই তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইল।

৯১ সর আইজক নিউটন।

সর আইজক নিউটন পৃথিবীর মধ্যে পণ্ডিতচূ

sophers the world has ever produced, was at the same time a man of peculiar mildness of character. He had been employed for a long time on a series of calculations on which he had bestowed extraordinary labour. One evening having indiscreetly left his door open, his little dog Fido went in and threw down his candle, which set fire to his valuable papers and entirely consumed them. When Newton entered the room and saw the irreparable mischief which had been done, he simply exclaimed, Ah Fido, you know not what harm you have committed.

92. *Drinking up the Sea.*

Amasis, king of Egypt, was reputed one of the most learned men of his time, and through his love of science, had shewn peculiar marks of favour to Thales, the philosopher of Miletus. Between Amasis and the king of Ethiopia there subsisted an extraordinary emulation;

রাজর্ষি অথচ অতি কোমলস্বভাব ছিলেন। তিনি বহুকালপর্য্যন্ত গণনার একদীর্ঘ শ্রেণীতে অত্যন্ত যত্ন করিয়াছিলেন। এক দিবস অপরাহ্নে তিনি অনবধানতাপূর্ব্বক স্বীয় গৃহের দ্বার মুক্ত রাখিয়া বহির্গত হইলেন তাহাতে ডায়মণ্ড নামক তাঁহার এক ক্ষুদ্র কুকুর কুঠরীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রজ্ব লিত বাতী ফেলিয়া দেওয়াতে তাঁহার ঐ অতি বহু মূল্য কাগজপত্রে অগ্নি লাগিয়া তাবৎ পুড়িয়া গেল। নিউটন কুঠরীতে আগমন করত ঐ অপ্রতি কার্য্য ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই মাত্র কহিলেন যে হায় ডায়মণ্ড আমার যে কত ক্ষতি করিয়াছিস্ তাহা তুই জানিস্ না।

৯২ সমুদ্র পানকরণ।

আমাসিসনামক মিসর দেশের রাজা তৎকালের গুণিগণের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্তাসক্তহওয়াতে মাইলিটস নগরের থালিসনামক পণ্ডিতের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করি য়াছিলেন। ইথিয়োপিয়া দেশের রাজার সঙ্গে ঐ আমাসিসের আশ্চর্য্য প্রতিযোগিতা ছিল এবং তাঁহারা পরস্পর অতিগূঢ় বিদ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা

each proposed questions to the other difficult to be solved, and sometimes staked whole districts in their dominions.

In one of these disputes the king of Egypt finding himself unable to maintain the contest himself, or to obtain adequate assistance from the learned men of his own dominions, sent a letter to Bias the Philosopher, the contents of which were as follow:

Amasis, king of Egypt, to Bias, the wisest of the Greeks. The king of Ethiopia copeth with me for pre-eminence in wisdom. Repeatedly overcome by me, he hath at length made a strange demand, that I should drink up the sea. If I resolve this proposition I shall acquire from him many towns and cities: if otherwise, I must lose much of my territories. Consider the matter, and send me an answer with all speed.

When Bias received this letter he was residing in company with many of the philosophers of the age at Corinth. As soon as he

করিয়া থাকিতেন এবং কখনং উত্তর দেওনের বিষয়ে ম্বং রাজ্যের কোনং প্রদেশ পণ রাখিতেন।

এতদ্রূপ বিচার করত এক সময়ে মিসরদেশীয় রাজা স্বয়ং ঐ বিচারে উত্তীর্ণহইতে না পারিয়া এবং স্বীয় রাজ্যের মধ্যে পণ্ডিতগণের উপযুক্ত মত সাহায্য না পাইয়া বিয়াস পণ্ডিতের নিকটে পত্র লিখিলেন তাহার মর্ম্ম এই।

গ্রীকীয়েরদের মধ্যে গুণিগণাগ্রগণ্য বিয়াসের প্রতি মিসরদেশীয় রাজা আমাদিগের নিবেদন। ইথিয়োপিয়ার রাজা আমার সঙ্গে বিদ্যা বিষয়ে প্রতিযোগিতাচরণ করিতেছেন বারম্বার আমা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও এইক্ষণে আমার নিকটে এই দাওয়া করিতে উদ্যত হইয়াছেন যে তোমার সমুদ্র পান করিতে হইবে। যদি আমি এই কথার সদুত্তর প্রদান করিতে ক্ষম হই তবে তাঁহার স্থানে অনেক নগর পাইতে পারি নতুবা আমার অধিকারের অনেক ক্ষতি হয়। অতএব ইহা আপনি বিবেচনা করিয়া অতিশীঘ্র সদুত্তর প্রেরণ করিবেন।

বিয়াস পণ্ডিতমণি যখন এই পত্র প্রাপ্ত হইলেন তখন কোরিন্থ নগরের অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত লোকের সমাজচক্রে উপবিষ্ট ছিলেন। পত্র

had perused it, he addressed the messenger and said, Why will Amasis who possesses so large a country and commands so many men, drink up the sea for a few obscure villages? The messenger replied, if he was desirous of doing it, tell me how he may accomplish it. The Philosopher answered, the demand of the king of Ethiopia concerns only that which is now in the sea, not that which shall hereafter flow into it. Bid the king withhold the rivers from running into the sea until Amasis shall have drunk up that which is now therein. This ingenious reply delighted the philosophers, and the king's messenger returned with great satisfaction.

93. *Lord Stair and Louis* XV.

Louis XV. was told that Lord Stair, the English embassador at his Court, was one of the best bred men in Europe. I shall soon put him to the the test, said the king: and

শাস্তকরণানন্তর তিনি রাজদূতকে সম্বোধন করি য়া কহিলেন যে তোমার রাজা আমাসিস অতি মহারাজ চক্রবর্ত্তী এবং বহুপ্রজার অধিপতি অত এব তিনি কি নিমিত্ত কএক ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপণাশ য়ে অতিপরিশ্রমে সমুদ্র পান করিবেন। দূত উ ত্তর করিল ভাল সে যাহা হউক যদ্যপি তিনি সমু দ্র পান করিতেই ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাই বা কিরূপে সম্পন্ন করিবেন তাহা আজ্ঞা করুন। তাহা তে পণ্ডিত উত্তর করিলেন যে ইথিয়োপিয়ার রা জা যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন সে সমুদ্রের বর্ত্তমান জলপানবিষয়ক কিন্তু আগমিষ্যৎ জলপানবিষ য়ক নহে অতএব তাঁহাকে কহ যে সমুদ্রের বর্ত্ত মান জল আমাসিস যেপর্য্যন্ত পান না করিবেন সেই পর্য্যন্ত তাবন্নদনদী রুদ্ধ করুন যে যাহাতে সমু দ্রে অন্য কোন জল প্রবিষ্ট হইতে না পারে। এই অতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধির উত্তরের দ্বারা পণ্ডিতগণ অতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজদূতও অত্যানন্দে প্রস্থান করিল।

৯৩ লার্ড ষ্টের ও পঞ্চদশ লুইশ রাজা।

পঞ্চদশ লুইশ রাজাকে কথিত হইয়াছিল যে তাঁহার দরবারে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের উকীল লার্ড ষ্টের সাহেব ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য। রাজা উত্তর করিলেন ভাল তাহা শীঘ্রই পরীক্ষিত

asking Lord Stair to take an airing with him, as soon as the door of the coach was opened, he bade him pass and go in: the other bowed and obeyed. The king said, the world is in the right in the character it gives you: another person would have made me wait with ceremony.

94. *Honour.*

After the battle of Culloden, in the year 1745, a reward of thirty thousand pounds was offered to any one who should discover or deliver up the young Pretender, who had endeavored to obtain the throne of England. He had taken refuge with two common thieves, who protected him with the greatest fidelity; robbed for his support, and often went in disguise to purchase provisions for him. A considerable time afterwards, one of these men, who had resisted the temptation of thirty thousand pounds from a regard to his honour, was

ইহুরে পরে তাঁহার সঙ্গে বায়ুসেবনার্থ ঐ উকীলকে আহ্বান করিয়া গাড়ির দ্বার মুক্ত হইবামাত্র তাহাকে অগ্রসর হইয়া আরোহণ করিতে কহিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা করিলেন। তাহাতে রাজা কহিলেন আপনকার সভ্যতাবিষয়ে যাহা লোকে কহে তাহা যথার্থ বটে কারণ এমত স্থলে অন্যব্যক্তি হইলে এমত ওজোর করিয়া আমাকে ত্যক্ত করিত যে না মহারাজ আপনি অগ্রে আরোহণ করুন।

৯৪ সম্ভ্রম।

১৭৪৫ সালে কলোডেন স্থানের যুদ্ধনান্তর রাজ্যাকাঙ্খি যে যুবরাজ ইঙ্গলণ্ডের সিংহাসন প্রাপণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া দেওয়া বা ধরিয়া দেওনার্থ গবর্ণমেণ্ট তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক প্রদানের ঘোষণা করিলেন। যুবরাজ তৎকালে দুই জন চোরের নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহারা অতিবিশ্বস্ততারূপে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতিপালনার্থ চুরি করিত এবং কখন তাঁহার আহারীয় দ্রব্য ক্রয়করণার্থ ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিত। তাহার অনেককাল পরে এই যে চোরেরা আপনারদের সম্ভ্রম বজায় রাখণের নিমিত্ত তিন লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত পুরস্কার লইতে

hanged for stealing a cow*, the value of thirty shillings.

95. *Siege of Calais.*

After a twelvemonth's siege of Calais, during which the inhabitants were reduced to the last extremity by famine and fatigue, the city was taken by Edward the III. Irritated by the long resistance he had encountered, he often declared, that when put in possession of the place, he would take signal vengeance on the inhabitants. It was therefore, not without great difficulty that he was persuaded to accept of their submission, only upon condition that six of the most considerable citizens should be sent to him to be disposed of as he thought proper. He gave orders that they should be led barefooted and bareheaded into his camp, with ropes about their necks, in the manner of criminals prepared for execution. On these conditions, he promised to

স্বীকৃত হইল না। তাহাদের মধ্যে এক জন ৩০ টা কা মূল্যের এক গাবী চুরিকরণের অপরাধে ফাঁসী পাইল।

১৫ কালেস নগর বেষ্টন করণ।

তৃতীয় এড্বার্ডনামক ইঙ্গলণ্ডের রাজা সম্বৎসরব্যাপিয়া কালেস নগর বেষ্টন করিলে নগরস্থেরা অনাহারে ও পরিশ্রমে যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত হইলে রাজাকর্ত্তৃক ঐ নগর আক্রান্ত হইল। অপর বহু কালপর্য্যন্ত যে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল তাহাতে রাজা রুষ্ট হইয়া পূর্ব্বে বারম্বার কহিয়াছিলেন যে নগর আক্রান্ত হইলে নগরস্থেরদিগকে বিলক্ষণ প্রতিফল দিব। পরে অনেক কষ্টে রাজাকে এতদ্রূপ লওয়ান গেলে তিনি আজ্ঞা করিলেন যে নগরের অতিমান্য ছয় ব্যক্তি আমার নিকটে প্রেরিত হইলে আমি ঐ ছয় জনের সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া নগরস্থেরদের প্রাণ রক্ষা করিব। আরো আজ্ঞা করিলেন যে প্রাণদণ্ডের সময়ে দস্যুরদের বিষয়ে যেরূপ ব্যবহার হয় তদ্রূপ ইহারা মুক্তমস্তকপাদ ও গলবদ্ধরজ্জু হইয়া আমার সম্মুখে আনীত হউক। এই অতি নির্দ্দয় আজ্ঞা

share the lives of all the remainder. The apparent cruelty of this requisition threw the inhabitants into the utmost distress. At last, one of the principal citizens, Eustace de St. Pierre, stepped forth, and declared himself willing to encounter death for the safety of his friends and companions.

Five more successively followed his example. These six heroic men, marching out like criminals, laid the keys of the city at Edward's feet. But their submission did not appease his resentment, and he persisted in his resolution to send them to execution, till his queen, who was at the time in the camp, threw herself on her knees before him, and, with tears in her eyes, implored him to have mercy on those brave citizens. At her earnest intercession, they were set at liberty.

শুনিয়া নগরস্থেরা দুঃখার্ণবে মগ্ন হইল। পরিশেষে নগরনিবাসি যুস্তাস সেণ্ট পিয়রনামক অতি মান্য এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া কহিলেন যে আমার মিত্র ও প্রতিবাসি নগরস্থেরদের প্রাণ রক্ষার্থ আমি আপনার প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

তৎপরে আর পাঁচ জনও তাঁহার সদৃশ উদ্যোগ করিলেন। এই ছয়টি সাহসিক পুরুষ অপরাধির ন্যায় নগরহইতে বহির্গত হইয়া এড্বার্ড রাজার পায়ের নিকটে নগরের চাবি রাখিলেন। কিন্তু তাঁহারদের এতদ্রূপ নম্র হওয়াতেও রাজার ক্রোধ শাম্য না হইয়া বরং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহারদের প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু রাণী তৎসময়ে ছাউনীতে ছিলেন তিনি রাজার নিকটে পাতিতজানু ও অশ্রুপূর্ণা হইয়া ঐ সাহসিক ব্যক্তিরদের প্রাণ রক্ষার্থ অনেক বিনীতি করিলেন এবং রাণীর অত্যন্ত বিনয় বাক্যেতেই তাঁহারা মুক্ত হইলেন।

CONTENTS.

PART I.

নির্ঘণ্ট।

প্রথম ভাগ।

PART II.

দ্বিতীয় ভাগ।

THE END.

সমাপ্ত।